নজরুল জন্মশতবার্ষিকী

100th Birth Anniversary of Poet Nazrul

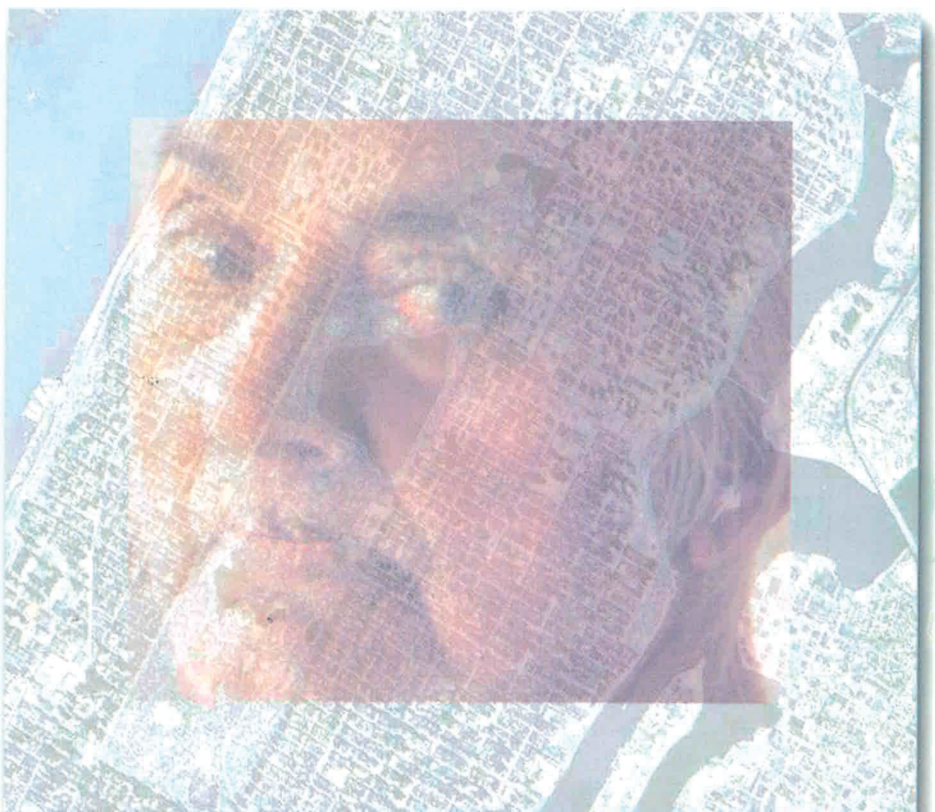

6th North America Nazrul Conference

May 29 & 30 1999

New York

BIPA

নজরুল জন্মশত বার্ষিকী

ও

৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন '৯৯

২৯-৩০ মে

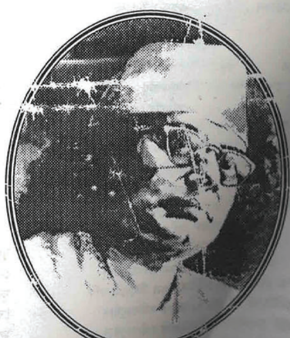

স্থান: লং আইল্যান্ড সিটি হাই স্কুল

১৪-৩০ ব্রডওয়ে, নিউইয়র্ক ১১১০৬

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)

নজরুল

জন্মশতবার্ষিকী ও

ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা

নজরুল সম্মেলন

২৯ ও ৩০ মে ১৯৯৯

১৫ ও ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬

স্থান ঃ লং আইল্যান্ড সিটি হাই স্কুল

১৪-৩০, ব্রডওয়ে, নিউইয়র্ক

ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন

নিউইয়র্ক ১৯৯৯

"গাহি সাম্যের গান..."

আয়োজনে

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব

পারফর্মিং আর্টস

বিপা

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উৎসব ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন '৯৯

সম্পাদনা
নিনি ওয়াহেদ

প্রচ্ছদ
মাহমুদ হোসেইন দুলু

অলঙ্করণ ও অক্ষর বিন্যাস
নিয়াজ ☎ *718-274-1809*

প্রকাশনা ও তত্ত্বাবধান
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)

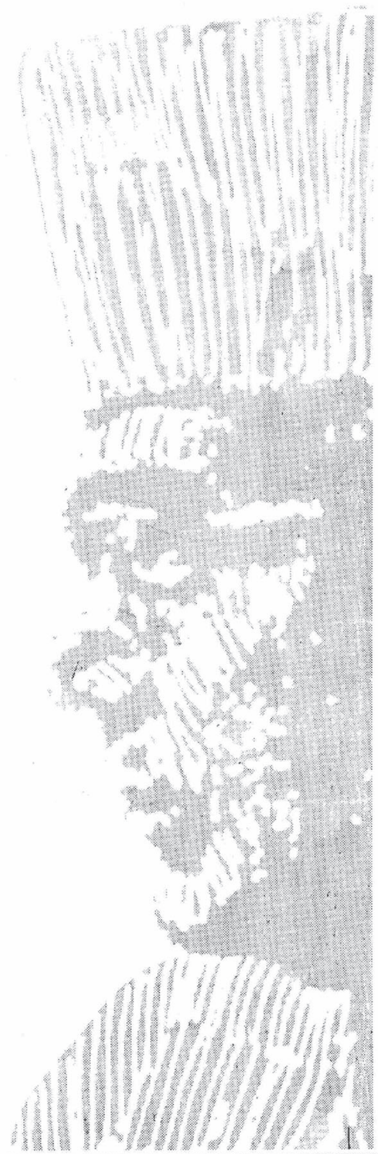

সম্পাদকীয়

প্রবাসে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ উৎসব ও ৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৯ ও ৩০ মে। নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) নজরুল জন্মশতবর্ষের এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজক হতে পেরে আনন্দিত, গর্বিত ও সম্মানিত।

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে নজরুল ইসলাম এমন একজন শিল্প স্রষ্টা— যাঁর অসাধারন লেখনী ও বিপ্লবী চেতনা সমগ্র বাঙালী জাতির মন ও মননে সুস্থ ও মুক্ত চিন্তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিনের বৃত্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে যুগের চাওয়া—পাওয়া ও যন্ত্রনাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ন ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে এই মহৎ কবি তাঁর রচনায় বহু ধারার সৃষ্টি করেছেন — যা সমগ্র বিশ্বের এবং সমগ্রকালের প্রবাহে সদাই বহমান।

বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও নজরুল সাম্যের কবি — বিশ্ব মানবতার কবি — নবজাগরনের কবি।

প্রবাসে নতুন অভিবাসী হিসেবে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সামনে আজকের যে কঠিন জীবন সংগ্রাম ও চ্যালেঞ্জ তাকে মোকাবিলা করতে প্রয়োজন নজরুলের রচনার অমিততেজ, উদ্দাম ও বলিষ্ঠতার।

বহুজাতির সংস্কৃতির এই মিলনমেলায় নজরুলের রচনার সার্বজনীনতা অনস্বীকার্য। বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামে নিয়োজিত থেকে ও নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে সঙ্গী করেই 'বিপা' নজরুল জন্মশতবর্ষ উদযাপন করছে।

সাম্যের কবি নজরুলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

নিনি ওয়াহেদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ বৈশাখ ১৪০৬
০৯ মে ১৯৯৯

বাণী

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তিনি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে তাঁর অবদান অনন্যসাধারণ।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমাজের মেহনতি, শোষিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন সাধনা করে গেছেন। ঔপনিবেশিক শোষণ, শাসন ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর শিকল ভাঙার গান, শৃঙ্খল মুক্তির কবিতা, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় ও অনলবর্ষী বক্তৃতা ছিল উপমহাদেশ ও বাংলাদেশের মুক্তিপাগল জনতার অফুরন্ত প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস। প্রাণশক্তি, পৌরুষ ও স্বজাত্যবোধের চেতনায় তিনি ঘুমন্ত দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর লেখনী দুর্বলের অধিকার আদায় এবং শোষণ, ভন্ডামি ও সাম্প্রদায়িকতার চির অবসানের লক্ষ্যে উচ্চকিত ছিল। অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং প্রেম, প্রীতি ও জীবনের জয়গানই ছিল জনমদুঃখী ও চিরবিদ্রোহী এ কবির জীবন ও সাহিত্যের মূল উপজীব্য। তিনি ছিলেন একাধারে যুগস্রষ্টা সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার, কবি, ঔপন্যাসিক, গল্প, প্রবন্ধ ও চলচ্চিত্রকার, রাজনীতিবিদ এবং দার্শনিক। মানবতার কবি হিসেবে তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন এদেশের মেহনতি ও সাধারণ মানুষের হৃদয়ে।

কবি নজরুল বাঙালি জাতির অহঙ্কার। তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত ও জীবনবোধ গণমানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে দেশবাসীকে মানবতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো। দুঃখী মানুষের কবি কাজী নজরুলের মনের ঔদার্য সকল বাঙালির মনে সঞ্চারিত হোক, তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে এ আমার একান্ত কামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

বিরোধীদলীয় নেতা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
BANGLADESH PARLIAMENT

সংসদ ভবন, ঢাকা
PARLIAMENT HOUSE
DHAKA-1207

বাণী

বাংলা সাহিত্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো জীবনের মধ্যাহ্নে আবার তাঁর কবি প্রতিভা নিরব হয়ে যায়। ধূমকেতুর মতই তিনি চলে যান যবনিকার অন্তরালে। এই স্বল্প পরিসর সময়ে বাংলা সাহিত্যে তিনি যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

কবি নজরুলের কাব্য চর্চা শুরু হয় কিশোর বয়সে লেটোর দলে গান, নাটক ও প্রহসন রচনার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমরক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পরই তাঁর কাব্য প্রতিভার সত্যিকার উন্মেষ ও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। উপমহাদেশের রাজনীতিতে তখন অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের যুগ। সর্বত্র দেশাত্মবোধের জোয়ার। দেশের ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য এই সময়ে তিনি অজস্র কবিতা ও গান রচনা করেন। আবার নিজেই তাঁর রচিত গান গেয়ে ফিরেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর-প্রান্তে। একই সাথে মুসলমান সমাজকে তিনি শুনিয়েছেন নবজাগরণের বাণী। জীবন থেকে সকল জড়তা দূর করে ইসলামের সৌন্দর্য ও মর্মবাণী উপলব্ধি করার আহবান জানান অসংখ্য কবিতা ও গানে। তাঁর মধ্যদিয়ে মানবতার সুরও মূর্ত হয়ে ওঠে।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, গান, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ও রচনা এখনো আমাদের প্রেরণা যোগায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর রচিত রণসঙ্গীত ও কবিতা যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের ও আমাদের সকলকে সমভাবে প্রেরণা দিয়েছিল। আমাদের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও স্বাধীনতা আজ হুমকির সম্মুখীন। বিদ্রোহী কবির দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গোটা জাতিকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

আমেরিকার বাংলাদশে ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশত বার্ষিকী উৎসব ও ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন উদযাপন এবং এ উপলক্ষে নজরুলের একটি অনুবাদ গ্রন্থ ও স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। প্রবাসে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশত বার্ষিকী উৎসব এবং তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করে সেখানকার বাংলাদেশীরা জাতীয় কবি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও অকৃত্রিম ভালবাসাই প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের এই উদ্যোগ ও আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি নজরুল উৎসব ও সম্মেলনের এবং অনুবাদ গ্রন্থ ও স্মরণিকার সাফল্য কামনা করছি। একই সাথে সম্মেলনের আয়োজক ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(খালেদা জিয়া)

Ambassador

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
2201 Wisconsin Avenue, Washington, D.C. 20007
Phone: (202) 342-8393
Fax: (202) 333-4971

মাননীয় রাষ্ট্রদূতের বাণী

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) নিউইয়র্কে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এ উপলক্ষে কবির ঘটনাবহুল ও সৃষ্টিশীল জীবনের উপর সেমিনার, আলোকচিত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী এবং নজরুল সঙ্গীত ও গীতি আলেখ্যের আয়োজন করা হয়েছে জেনে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। এই প্রবাসে কবি নজরুলকে আগামী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের সবার।

আমরা সবাই জানি যে, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবি নজরুলকে ২৪শে মে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং জাতীয় কবির আসনে সমাসীন করেন।

কবি নজরুলের ক্ষুরধার লেখনী যেমন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা তেমনি স্বাধীন দেশে এক শোষণহীন সমাজ গড়তে পালন করছে অগ্রণী ভূমিকা। নজরুলের সংগ্রামী জীবনের অনেক অধ্যায় রয়েছে আমাদের অজানা। তাঁর জীবন ও লেখার উপর আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। একইভাবে নজরুল রচনাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নজরুলগীতির প্রচার ও অনুশীলন বাড়ানো প্রয়োজন। এজন্য সরকার এবং বেসরকারী সংগঠনকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

মানবতাবাদী কবি নজরুলের মৈত্রী ও সাম্যের বাণীকে আসুন আমরা নব প্রজন্ম এবং বিশ্বের দরবারে তুলে ধরি।

(কে. এম. শিহাবুদ্দিন)
রাষ্ট্রদূত

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

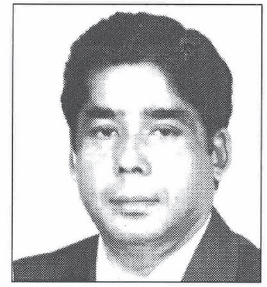

শুভেচ্ছা বাণী

কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব ও ৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন উদযাপিত এবং এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

২। নজরুল ইসলাম ছিলেন বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন মহৎ প্রতিভার অধিকারী। তিনি বাংলার কবি, বাঙ্গালীর কবি। তিনি বাঙ্গালীর ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের তেজ দিয়েছিলেন, মুর্ছাতুর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করেছিলেন। তিনি ধূলার আসনে বসে মাটির মানুষের গান গেয়েছিলেন।

৩। কাজী নজরুল ইসলামের প্রধান পরিচয় তিনি বিদ্রোহী কবি। বীর রসের বিপুল সঞ্চয় ছিল তাঁর মনে। শুধু বিদ্রোহীই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। জাত ও ধর্মের চেয়ে তিনি মানুষকে বড় করে দেখেছেন। তিনি ছিলেন সাম্যের কবি। আজীবন তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন। তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতা চিরদিন বাঙ্গালীর হৃদয়ে মিলনমন্ত্ররূপে দীপ্যমান থাকবে।

৪। নজরুল নিজেই ছিলেন এক বিস্ময়। তাঁর এক চক্ষে ছিল বজ্রের জ্বালা, অপর চক্ষে স্নিগ্ধতা, একহাতে মঙ্গল ধ্বজা, আর হাতে জগজ্জয়ী সর্বনাশা করতাল। তার বক্ষে ছিল অপরিমিত তেজ, ললাটে ছিল সত্যের দীপ্তি।

৫। নজরুল সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। নজরুল সঙ্গীত আপন মহিমায় এদেশে গৌরবের স্থান অধিকার করে আছে এবং চিরকাল থাকবে। আধুনিক সংগীতকলা যে নজরুলের কাছে কতটা ঋণী তা সুর শিল্পীরা ভাল করেই জানেন। নজরুল সংগীত আত্মপ্রকাশ না করলে বাংলার সুরশিল্প কখনো তাঁর গৌরবময় অবস্থায় পৌঁছতে পারতনা। তাই নজরুলের সাহিত্য ও সংগীতের আরো চর্চা ও প্রচারের প্রয়োজন।

৬। প্রবাসে বাঙ্গালী সংস্কৃতির অনুধ্যাত সংগঠন 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) এই উৎসব ও সম্মেলনের আয়োজন করেছে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং অংশগ্রহণকারী সকল শিল্পী ও কলাকুশলীদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(রাষ্ট্রদূত কামরুল হাসান শেখ)
কনসাল জেনারেল, নিউইয়র্ক

THE CITY OF NEW YORK
OFFICE OF THE MAYOR
NEW YORK, N.Y. 10007

May 29-30, 1999

Dear Friends:

I am delighted to extend greetings to all those attending the Sixth North America Nazrul Conference, hosted by the Bangladesh Institute of Performing Arts. This is a special occasion as you celebrate the 100th birth anniversary of the national poet of Bangladesh, Kazi Nazrul Islam.

On behalf of our City, I am pleased to recognize those associated with the Bangladesh Institute of Performing Arts for hosting this event and contributing so much to the artistic diversity of our great City. It is always a pleasure to unite with organizations such as yours, and I remain grateful for the opportunity to do so today.

My best wishes for an enjoyable event.

Sincerely,

Rudolph W. Giuliani
Mayor

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

THE COUNCIL
OF
THE CITY OF NEW YORK
CITY HALL
NEW YORK, N.Y. 10007

PETER F. VALLONE, COUNCILMAN
22ND COUNCILMANIC DISTRICT, QUEENS
22-45 31ST STREET, ASTORIA, N.Y. 11105
718-274-4500

☐ RESPOND TO DISTRICT OFFICE

May 14, 1999

Dear Friends:

As the Council Member representing Northwest Queens, I would like to extend my warmest greetings and best wishes to all those in attendance at the Sixth Annual North American Nazrul Conference.

Whether as doctors and engineers, politicians and poets, Bangladeshi-Americans have added significantly to our nation's cultural vibrancy. By celebrating your community's many accomplishments, we ensure that these achievements will be remembered and revered well into the next century and beyond.

It is my distinct pleasure to join each of you today in celebrating the birth centenary of Kazi Nazrul Islam, the great national poet of Bangladesh.

I wish each of you continued success and happiness, and may your celebration be a great success.

Sincerely,

PETER F. VALLONE
SPEAKER

CLAIRE SHULMAN
PRESIDENT

(718) 286-3000
TELECOPIER (718) 286-2885
TDD (718) 286-2656

CITY OF NEW YORK
OFFICE OF THE
PRESIDENT OF THE BOROUGH OF QUEENS
120-55 QUEENS BOULEVARD
KEW GARDENS, NEW YORK 11424

May 29, 1999

Dear Friends:

Greetings and best wishes to all those attending this year's Nazrul Conference.

This celebration of the birth centenary of renowned poet Kazi Nazrul Islam is a significant event in the Bangladesh community in Queens and around the world. Thanks to organizations like the Bangladesh Institute of Performing Arts, milestones like this bring people together to celebrate the history and traditions of their culture.

I join you in marking this important anniversary and, again, extend best wishes to all those participating in this year's conference.

Sincerely,

CLAIRE SHULMAN
President
Borough of Queens

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

COMPTROLLER OF THE CITY OF NEW YORK
1 CENTRE STREET
NEW YORK, NY 10007-2341
(212) 669-3500

ALAN G. HEVESI
COMPTROLLER

April 13, 1999

It is with great pleasure that I congratulate you on the occasion of the Bangladesh Institute of Performing Arts' Sixth North America Nazrul Conference.

I commend your celebration of the birth centenary of **Kazi Nazrul Islam**, the reknowned national poet of Bangladesh. By marking this milestone, BIPA continues to share its Bangladeshi culture with the American Arts community. Thank you for enlarging our nation's cultural horizons.

Best wishes for a successful Conference.

Sincerely,

Alan G. Hevesi

AGH:ec

City of New York
Community Board #1,
Borough of Queens
c/o American Museum Of The Moving Image
36-01 35th Avenue
Astoria, N.Y. 11106
(718) 786-3335
FAX: (718) 786-3368

Claire Shulman
President, Queens

Melinda Katz
Dir. Community Boards

George Delis
District Manager

Lucille T. Hartmann
Asst. District Manager

VINICIO DONATO
Chairperson

JOSEPH GUARINO
First Vice Chairperson

GEORGE L. STAMATIADES
Second Vice Chairperson

NORMA NIEVES-BLAS
Third Vice Chairperson

JOHN A. SCOURAKIS
Executive Secretary

COMMITTEES &
CHAIRPERSONS

Consumer Affairs
Madeleine Gillis

Education
Linda Perno

Environmental Protection
Joan Asselin

Health & Social Services/
Senior/Special Citizens
Myron Kaner

Housing
Mary O'Hara

Industrial Commercial
Julian Wager

Parks & Recreation/
Cultural Affairs/OTB
Anna Kril

Public Safety
Antonio Meloni

Transportation
Jeffrey Gold

Youth
Norma Nieves-Blas

Zoning & Variance
Gerald Caliendo

Sergeant-at-Arms
Ted Caliendo

May 1999

Congradulations on your ceremonies honoring Poet Nazrul. Your Institute has made our summers at Athens Square Park the most enjoyable we've had. It's so good to learn about each others culture, especially in our community which has 118 different nationalities.

You are certainly a remarkable group, and I, on behalf of our community thank you.

Keep up the good work.

Sincerely,

George Delis
District Manager

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
সম্পাদকের শুভেচ্ছা

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) এর ব্যবস্থাপনায় এবার নিউইয়র্কে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আনন্দ অনুভব করছি। আরো আনন্দের খবর হচ্ছে এই সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে একটি বর্ণাঢ্য ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হচ্ছে।

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় জীবনে নানাভাবে জড়িয়ে আছেন। আমাদের সংগ্রামে, বিদ্রোহে, ভালোবাসায়, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং সমাজজীবনে নজরুল ইসলামের প্রভাব আমরা সর্বক্ষণ অনুভব করি। তার কাব্য, সাহিত্য থেকে আমরা অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকি। সেই কবির জন্মশত বার্ষিকীতে প্রবাসে এমন মহতি আয়োজন সত্যিই সময়োপযোগী এবং প্রশংসনীয়।

আমি এই আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং আয়োজকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

Md. Mahbubur Rahman

[মাহবুবুর রহমান]
সম্পাদক
সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
নিউইয়র্ক

নজরুল জন্ম শত বার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম সত্যিই একজন ধূমকেতু। শুধু তাই নয়, শিল্পের অন্যান্য শাখায় তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভা আর বিস্ময়ের সমান স্বাক্ষর রেখে গেছেন উত্তর সূরীদের জন্যে।

তিনিই প্রথম কবি, গীতিকার, নাট্যকার,গল্পকার যিনি রবীন্দ্র -বলয়ের বাইরে এসে বাংলা কবিতা, গান, গজল প্রভৃতিতে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছিলেন।

দেরীতে হলেও তাঁর নির্মান ও কর্মকান্ড সম্পর্কে বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ এবং বিদেশে প্রচুর গবেষণা চলছে। প্রবাসে নতুন প্রজন্মের জন্যে প্রতিটি নজরুল সম্মেলন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই আলোকে আমাদের জাতীয় কবির জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপন এবং ৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন সার্থক হোক -এই কামনা রইলো।

পরিশেষে, স্বাগতিক সংগঠনঃ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)’র উদ্দ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে একাধিক সেমিনার, অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ, দুর্লভ ছবি, পান্ডুলিপি, নজরুল বিষয়ক গ্রন্থাবলী, চলচ্চিত্র এবং বিশেষ সংকলন প্রকাশনা -সবাইকে বিশেষ করে এদেশে বেড়ে উঠা আমাদের নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে এই প্রবাসের নয়া প্রজন্মকে আমাদের ঠিকানার সাথে সম্পৃক্ত রাখতে বিপাসহ অন্যান্য সংগঠনের ভূমিকাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সাঈদ-উর-রব
সম্পাদক/ সাপ্তাহিক ঠিকানা।
৫-২৫-৯৯

শুভেচ্ছা

নজরুল জন্মশত বার্ষিকী ও ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২৯ ও ৩০ মে নিউইয়র্ক শহরের বর্দ্ধিষ্ণু বাংলাদেশী আমেরিকানদের প্রানকেন্দ্র এস্টোরিয়ায়- একই সঙ্গে এ দু’টি অনুষ্ঠান প্রাপ্তি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের।

নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টিতে নজরুলের সুদূর প্রসারী অবদান অবিস্মরনীয়। কালোত্তীর্ণ কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, লেখক, সাংবাদিক, গীতিকার, গায়ক, সুরকার ও যোদ্ধা হিসেবে নজরুল কারও একার নয়। নজরুল আমাদের জাতীয় কবি হলেও তিনি সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সমগ্র মেহনতি জনসত্তার। নজরুল সবার নিকট বিদ্রোহী কবি হিসেবে আরাধ্য হলেও তিনিইতো আমাদের বিশ্বকবি সার্বজনীন সম্প্রীতির কবি, সাম্যের কবি, মেহনতি মানুষের স্বাধিকার দাবীর কবি। নজরুল ব্যতিরেকে বৃহদার্থের বাঙ্গালী জাতি, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং বাস্তব সত্য স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে কি কল্পনার চোখে নিরিখ করা যায়?

নজরুল সম্মেলন উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলা-ভাষাভাষীদের জন্য একটি নব ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। ষষ্ঠ নজরুল সম্মেলনের ঐতিহ্যের পতাকা বহন করছে ‘বিপা’। অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের চেয়ে আমাদের সংখ্যা এই নিউইয়র্ক শহরেই বেশী। স্বভাবতই তাই ষষ্ঠ নজরুল সম্মেলনের গুরুত্ব ও আকর্ষন হবে বেশী-এ আশাই সকলে করবেন। স্বাগতিক সংগঠন হিসেবে এই মহান দায়িত্ব পালন করছে ‘বিপা’। অন্যান্য সংগঠন ও নেতৃবর্গের শর্তহীন সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিপা’র প্রয়াস স্বার্থক ও সুন্দর হবে-এ আশাই হোক আমাদের কাম্য।

‘বিপা’ একটি প্রতিশ্রুতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর নেতৃত্বে আছেন নিবেদিত প্রান কতিপয় ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক। স্বাগতিক সংগঠন বিপা’র নেতৃত্বে এবং আমাদের সকলের শর্তহীন সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে নজরুল জন্মশত বার্ষিকী ও ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন-এর সর্বাঙ্গ সুন্দর সফলতা কামনা করছি।

আফতাব সৈয়দ
সম্পাদক
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ

শুভেচ্ছা

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) যে বর্ণাঢ্য আয়োজন করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধকে যে মহান কবি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার জন্য বিপাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বাংলার অবিসংবাদিত কবি নজরুলকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে 'জনম দুঃখী' এই কবিকে সমাজ রাষ্ট্র কেউই কিছু দেয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তবুও কেউ তাকে সম্মান জানালে হয়তো তাঁর বিদেহী আত্মা কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। নজরুলের জন্মশত বার্ষিকীতে বিপার এই মহান উদ্যোগের আমি কেবল সপ্রশংস সাধুবাদই জানাচ্ছি না তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য এবং সর্বাত্মক সহযোগিতারও অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। 'রূপসী বাংলা টেলিভিশন' বিপার এই কার্যক্রমকে যদি সামান্যতমও সহযোগিতা করতে পারে তাহলে আমরা মহান কবি নজরুলের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রকাশের আত্মপ্রসাদ লাভ করবে।

ধন্যবাদান্তে

মোঃ আনিসুজ্জামান খোকন
পরিচালক – প্রযোজক
রূপসী বাংলা টিভি, নিউইয়র্ক

শুভেচ্ছা

আগামী ২৯ ও ৩০মে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উৎসব ও ৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন।

নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) এই মহতী সম্মেলনের আয়োজক হওয়ায় তাদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালির জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদা বিরাজমান। তাঁর প্রতিভার দীপ্তি বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতকে করেছে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত। অন্যায় অবিচার শোষণ–নির্যাতন ও পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাগল নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা যুগে যুগে বাঙালিকে আত্মপ্রত্যয়ী ও জীবনের জয়গানে মুখরিত করেছে। আজকের দিনেও তাঁর সেই প্রতিবাদী চেতনা বিশেষ করে প্রবাসে নতুন প্রজন্মের বাঙালীর মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে সোনালী জীবনের প্রত্যাশায়। নজরুল জন্মশতবার্ষিকীর সকল আয়োজনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

ডঃ নূরুন নবী
সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রবাসী

নজরুল জন্মশতবর্ষ উদযাপন ও ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন কমিটির অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

প্রবাসে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব ও ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনের মত একটি মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজক হতে পেরে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) নিজেকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত মনে করছে। প্রবাসে নবাগত ও দ্রুত বর্ধিষ্ণু বাঙালী জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য বাংলা সাহিত্যের দিকপাল নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ পালন তাঁকে জানার ও চেনার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করবে।

অন্যায় ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ও বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক কাজী নজরুল ছিলেন শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের কবি–মানবতার কবি।

আজকের বিশ্বে মানুষে মানুষে হানাহানি, বৈষম্য, অনাচার ও অবিচার বন্ধে এবং বিশ্ব মানবতার জয়গানে মুখরিত হতে প্রয়োজন নজরুলের রচনার প্রচার ও প্রসার। প্রবাসে বাঙালীর একখন্ড আবাস গড়ে তুলতে ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হতে আগামী দিনেও নজরুলের লেখনী একইভাবে অনুপ্রাণিত করবে–এই আমাদের প্রত্যাশা।

এই বিশাল আয়োজনের ছোটখাটো ভুলত্রুটিকে ছাপিয়ে আমাদের আন্তরিকতা আপনাদের হৃদয়কে স্পর্শ করুক এই কামনা করছি।

আব্দুস সামাদ বিশ্বাস	সেলিমা আশরাফ	এ্যানি ফেরদৌস
চেয়ারম্যান	কনভেনর	সদস্য সচিব

Taranga Established in 1989

A BANGLADESHI SCHOOL DEDICATED TO THE TEACHING & PROMOTION OF BENGALI ART & CULTURE

A MESSAGE FROM TARANGA

On behalf of Taranga, I would like to extend my warmest congratulations to Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA) for hosting the Sixth North America Nazrul Conference. This year's conference is a very special one, because it will celebrate the one hundredth birthday of the great poet, which will require a great deal of careful attention and delicate balancing, thus making it extra difficult to manage. Undertaking such an enormous responsibility requires courage, discipline, unity, excellent organizational skills and experience. BIPA successfully meets those qualities and I am confident that BIPA will do a fine job.

Based on our previous experience, I strongly recommend that some of the conference activities be carried out in both English and Bengali, so that a wider group of people can understand, enjoy and participate.

As the host of the Second North America Nazrul Conference, we tried our best to carry out the principal objectives of the conference, which was to explore, learn, practice and promote Nazrul's creative works to our western audience and to obtain international recognition for his work, which is our final goal.

Once again, it is a true pleasure for me to offer a friendly hand to all of the proud members and the organizers of this special conference and wish them a grand success.

Kazi M. Belal

Kazi M. Belal
Executive Director

A MESSAGE

On the eve of the sixth North America Nazrul Conference, it gives me immense pleasure to congratulate the host organization, Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA) of New York, for undertaking such a monumental task. This conference is specifically significant as it also marks the 100th birth anniversary of Kazi Nazrul Islam.

Nazrul enriched our life in many ways, even though his personal life was amidst many struggles & challenges. He blended emotion with thought and vigor with beautay. He raised a different voice and gave a different tone, adding new dimension to his poetry & songs, that is so dear to us.

Let us keep the momentum going for a mission that is worth pursuing, specially for some one who has given us so much. In addition to bi-yearly conferences and limited research work thus far, a more aggressive steps by the committee are needed to promote Nazrul in the western media. Establishing a meaningful Nazrul Foundtion may be helpful in this regard, as founding plays a key role in all major undertaking.

Again, I applaud BIPA's efforts & contribution in this on going process, and wish them every success.

Thank you.

Mahmood Billah
Coordinator
First North America Nazrul Conference
Hosted by Shoukhin of New Jersey, 1990

The North America Nazrul Conference Committee

33 Traincroft Road, Lawrence Estate, Medford, Massachusetts 02155, USA
Tel. 781-396-8266 / Fax. 617-728-4935 / e-mail.gulshan_ara @ dfci.harvard.edu

Chairperson: Dr. Gulshan Ara Kazi / Vice-Chair: Dr. Shahab Siddiqui / Vice-Chair: Mr. Aminur Rashid Pintu

Members:

Gulshan Ara Kazi
781-396-8266
Shahab Siddiqui
770-979-9768
Aminur Rashid Pintoo
732-370-4055
Sultan Ahmed
703-759-9821
Ziauddin Ahmed
610-543-7018
Liaquat Abu Hussain
770-381-8304
Mahmood Billah
281-360-0285
Wahed Hussaini
703-451-7942
Moinuddin Munshi
330-926-0133
Kazi M. Belal
781-396-8266
Rezaul Karim Talukdar
416-686-1792
Aulad Hossain
516-735-7396
Khondokar Alamgir
516-623-1912
Seraj Quazi
617-236-1540
Roquiya Haider
703-671-4959
Syed Showkat Hussain
810-985-8677
Tajul Imam
718-478-5365
Musharraf Hussain
301-593-5405
Wadud Bhuiyan
516-358-7464
Musaddeq Hussain
732-329-0640
Zafar Billah
732-329-3265
Mahmudul Hassan
503-620-6980
Fahim Ahmed
336-286-1325

The Mission, the Criteria and the Guidelines of the North America Nazrul Conference Committee (NANCC)

Mission:

The mission of the NANCC is to learn, explore, practice & promote the versatile talents of Poet Kazi Nazrul Islam, primarily through international conferences to be held every even year during the Memorial Day Weekend in May. The goal is to generate international awareness of the imperative need to preserve his immense treasure, and to gain a global recognition for his creative work.

Criteria for the selection process:

Recognize the NANCC and fully comply with its policies
Be a non-political and non-religious entity
Submit a written intent and a brief proposal
Should have relevant experience & organizational strength
Should be able to raise required fund to meet the expenses
Be able to protect the interest and the integrity of the conference
Convenient location to cover populous geographical region
Submit general format for conducting the event

Functional guidelines for potential sponsors:

Have a convenor and an organizing committee
Have a Nazrul scholar as a keynote speaker
Have an appropriate platform for local scholars & poets
Publicize / advertise the conference aggressively
Two days conference on memorial day weekend
Arrange local accommodation & transportation
Maintain constant contact with NANCC
Conduct seminars of substance
Publish a high quality brochure / souvenir
Have at least one well-known artist from Bangladesh / India
Deal with all interested participants with utmost fairness
Recognize all patrons and sponsors with dignity
Publish a financial statement for the NANCC members
Arrange a meeting time & place for the NANCC members

The North America Nazrul Conference Committee

33 Traincroft Road, Lawrence Estate, Medford, Massachusetts 02155, USA
Tel. 781-396-8266 / Fax. 617-728-4935 / e-mail.gulshan_ara @ dfci.harvard.edu

Chairperson: Dr. Gulshan Ara Kazi / Vice-Chair: Dr. Shahab Siddiqui / Vice-Chair: Mr. Aminur Rashid Pintu

The Candle Must Stay Lit:

Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the North America Nazrul Conference Committee I welcome you all to the Sixth North America Nazrul Conference. I congratulate the organizing members of the Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA) for taking up this enormous task and for their concentrated effort towards carring out this event with so much grace, dignity and excellence. I would also like to thank the presence and participation of all our friends and guests for their support, and convey my deepest appreciation to all those whose tireless efforts have made this event possible. From my own experience, I can confidently say that this event is as rewarding as it is challenging.

As many of you may remember that the first conference took place in New Jersey in 1990. During the second conference, which was held in Boston in 1992, a central committee was formed with twenty one members from New York, New Jersey, Philadelphia, Atlanta, Houston, Boston and Washington DC with a common goal in mind, Nazrul's creative works must be brought to the forefront of world literature. The third conference was held in Washington DC in 1994, the fourth one was held in New York City in 1996 and the fifth one was held in Atlanta in 1998. The conference is celebrated once every two years and each one is designed towards the goal of reaching a new milestone on the road to fully explore the indelible legacy of the Bengali poet, Kazi Nazrul Islam.

This year's conference is a very special one because it celebrates the one hundredth birthday of the great poet. Nazrul was born on the 24th of May, 1899 in a small village in Bengal on a dark stormy night. He was named Dukhu (sorrowful) which may have been ominous, since his entire life was full of sorrow.

The poet's creative life extended between 1915 to 1943. Although he died in 1976 at the age of 77, he had been totally paralyzed and speechless since 1944. He was very active in the liberation movement in India. Fearless and outspoken, he motivated the younger generation through his powerful writings. The poem entitled "The Rebel" stirred up the entire student population and generated a tremendous amount of energy towards the liberation movement. As the editor of the newspaper "Dhumketu" (The Meteor), Nazrul declared that India would not settle for anything less than complete independence from British rule. He was imprisoned and tortured for his instigation's against British. His contributions towards the achievement of independence for India were enormous and unparallel. Nazrul's literature also served as a source of inspiration and energy during the Bangladeshi Liberation Movement. It is ironic that even though Nazrul was alive during both the liberation of India in 1947 and of Bangladesh in 1971, he was also totally paralyzed and speechless, thus making it highly unlikely that he ever fully understood the total impact of his valuable contributions.

Even though he was fear-somes and aggressive in expressing his opinion to injustice and oppression, he was quite tender and vulnerable when it came to love and romanticism. On the one hand he would challenge God with respect to the presence of so much injustice in the world, yet on the other he was fully humble to and appreciative of God's love and kindness. Within the spectrum of human emotions, he reached every one. In spite of the fact that his writings were spontaneous, each one was classic. He wrote with excellent proficiency on many topics in a wide range of styles. His creative work touched on matters of equality, human rights, feminism, youth, and international peace and brotherhood. While his writing style could be quite somber, it was also at times spiritualistic, romantic, satirical or comical.

Nazrul was also a talented singer and a composer. This great man has left us with so much treasure, not just for Bengalies but for the entire world to experience and enjoy. His philosophy should be spread across the geographical and language barriers so that it may be made available to the people of the world. This is the goal of the North America Nazrul Conference Committee (NANCC). Introduction of Nazrul's creative work to the world community will take persistent efforts from all of us.

Some of you may also remember that Nazrul's Research Journal "The Nightingale" was first published in 1997 by the North America Nazrul Conference Committee (NANCC). The publication is expected to help us gather important research materials from all over the world. The main objective of this journal would be to provide information & incentives to individuals and organizational conference participants, record conference activity, collect and analyze local and international data and promote and obtain international recognition for Nazrul's creative work, which is the final goal of our efforts.

As we continue to educate ourselves and others through the research process, we should be particularly diligent to introduce Nazrul's valuable work and his philosophy to our friends in the western world.

Once again, I would like to thank everyone for your participation and support towards making this event a great success. I also urge you to continue to support us with your ideas and contributed teamwork, so that we can reach our goal together.

In conclusion, I would like to invite all interested organizations to sponsor future conferences. Please consult our brochure to see NANCC's criteria for sponsorship. Potential sponsors can also get in touch with any of the NANCC members to further discuss sponsorship requirements. A list of NANCC members is included in the brochure.

Thank you for the opportunity.

Dr. Gulshan Ara Kazi, Chairperson
North America Nazrul Conference Committee (NANCC)

বিপা'র কার্যনির্বাহী কমিটি
১৯৯৮-৯৯ সাল

সভাপতি
আব্দুস সামাদ বিশ্বাস

সহ-সভাপতি
সেলিমা আশরাফ

সাধারণ সম্পাদক
এ্যানি ফেরদৌস

কোষাধ্যক্ষ
বাবলী নাওয়াজ

সাংগঠনিক সম্পাদক
জাকির হোসেন মামুন

সদস্যবৃন্দ :
সাব্বির আলী
হাবীব খন্দকার
অনুপ কুমার দাশ
ফাহমিনা জব্বার উর্মি
শাহনাওয়াজ
শান্তনীল ধর

An Introduction to BIPA *(Bangladesh Institute of Performing Arts)* The Host of The Nazrul Centenary & the Nazrul Convention, 1999

Bangladesh Institute of Performing Arts, popularly known as BIPA, is the proud host of this year's Nazrul Convention and the centenary celebrations of Poet Kazi Nazrul Islam's birth, in America. The two-day program is being organized at the auditorium of the new campus of the Long Island City High School, in the Astoria section of Queens, New York, home of the largest Bangladeshi community in North America.

BIPA was launched in 1993 with a view to keeping alive the rich Bengali cultural heritage among the Bangladeshi immigrants and to acquaint and enrich the American mainstream with this wonderful heritage. Pursuant to this objective it started a school in Astoria in 1994 to teach Bengali language, music and dance to the young of the Bangladeshi immigrant community. Over the last few years, quite a large number of boys and girls have received lessons at the BIPA school and have performed at numerous community and mainstream functions in New York and other areas of the United States along with and under the guidance of their teachers. They have offered Bengali cultural shows in many multi-ethnic cultural festivals including the ones at the Ellis island, United Nations, at China Town and Union Square, at the Columbus Day Parade, Manhattan, NY, at the Asian-American Heritage Month and at different schools and libraries. They also regularly celebrate Bengali New Year's Day, Bengali Language Martyr's Day, the Ekushey February-and national days of Bangladesh. Besides, they have hosted musical evenings featuring eminent singers of Bangladesh and of the Bangladeshi immigrant community of America and Europe. Among its many offerings have been a number of Bengali music-and-dance drama, choreographed and directed by BIPA's teachers with the participation of both faculty and students. These performances have received wide acclaim, media coverage and many awards and prizes.

নজরুল
জন্মশতবার্ষিকী

Following is a list of dance-dramas staged by BIPA since 1993:

1993 `Shyama,' a Tagore Dance Drama
Music Director: Tapan Kanti Baidya
Dance Director: Annie Ferdous

1995 `Shial Panditer Pathshala' (School of the Pundit Fox-Children's dance drama)
Music Director :Selima Ashraf
Dance Director: Annie Ferdous

'Sonai Madhab' (A Dance Drama based on the Bengali folktale 'Mymensigha Gitika)
Music Director : Abdus Samad Biswas and Selima Ashraf
Dance Director: Annie Ferdous

1996 'Buddhu Bhutoom' (A musical for children based on the Bengali folktale 'Thakurmar Jhuli')
Music Director : Selima Ashraf
Dance Director: Annie Ferdous

'Chitrangoda', a Tagore Dance Drama
Music Directors: Abdus Samad Biswas and Selima Ashraf
Dance Director : Anup Kumar Das

1997 'Chotoder Nazrul' Children's musical on Poet Kazi Nazrul Islam)
Music Director : Selima Ashraf
Dance Director : Annie Ferdous

'Khela Shesher Gaan' (A musical comprising songs and poems of Nazrul Islam)
Music Director : Golam Sohrab
Dance Director : Anup Kumar Das

1998 'Hingsute Daitya' (A musical for children based on a story by Oscar Wilde)
Music Director : Selima Ashraf
Dance Director : Annie Ferdous

'Shyama', (Second production of this Tagore musical)
Music Director : Santoneel Dhar
Dance Director : Anup Kumar Das

1999 Nazrul Birth Centenary Celebrations by BIPA

'Jaago Sundara Chiro Kishore' (A musical based on Nazrul's songs and poems)
Music Director : Selima Ashraf
Co-Director: Miladun Nahar Annie
Dance Director: Annie Ferdous, Co-director Madhumita Dasgupta

'Gahi Shammyer Gaan', (A musical based on Nazrul's poems and songs)
Music Director : Selima Ashraf
Co-director : Khandakar Arzu Momen
Dance Director : Annie Ferdous

'Kajari', (A musical based on Nazrul's 'Badal a Barishan')
Music Director : Santoneel Dhar
Dance Director : Anup Kumar Das

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী

BIPA's Next Programs for 1999

June 18, 1999	Literary Conference, Dallas
June 19, 1999	Becam, Cincinnati, Ohio
July 4, 1999	Street Fair / Patho Mela
July '99	Bongo Mela, Louisville, Kentucky
Aug. '99	World Festival, Connecticut
Aug. '99	Four Fridays: Bangladesh Night at Athens Square Park, Astoria
Sept. '99	Bangladesh Sammelon, Atlanta, Georgia
Aug. '99	Rabindra Jayanti
Nov. '99	BIPA School Graduation Ceremoney
Dec. '99	National Victory Day of Bangladesh

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

Sixth North America

NAZRUL CONFERENCE COMMITTEE, 1999

Abdus Samad Biswas - *Chairperson*
Selima Ashraf - *Convener*
Golam Sohrab - *Co-Convener*
Annie Ferdous - *Member Secretary*
Mahfuza Hassan - *Assistant Member Secretary*

Sub-Committee

Seminar :
Chairman :
Ashraful Hassan
Secretary :
Ehsanur Rahman
Members :
Nini Wahed
Hasan Ferdous
Dr. Khandaker Alamgir
Shaikh Sirajul Islam
Saud Choudhury
Abu Syeed Shaheen
Dr. Mahbubur Rahman

Lighting :
Chairman :
Jharna Chaudhury
Secretary :
Sikander Karim
Members :
Hosne Ara Baby
Shamsuddawla Shiplu
Babu Tarafder
Dipan B. Ray

Youth Program :
Chairman :
Shabbir Ali
Secretary :
Modhumita Das Gupta
Members :
Urmee Jabbar
Munmun Nawaz
Sanaul Islam
Nilufa Haque
Irene Karim
Nahin Jalil
Shemonti Wahed
Marzana Shammi
Ishrat Zahan
Shujana Islam
Farzana Flora
Shafin Jalil
Salma Siddique
Trishita Mawla

Reception :
Chairman :
Shahana Jalil
Secretary :
Dilruba Hoque
Members :
Parvin Kazi
Shammi Chowdhury
Sampa Roy
Shefa Hoque
Hosne Ara Rahman
Sumita Chowdhury
Sabiha Ali

Security :
Chairman :
Saleh Ahmed Chowdhury
Secretary :
Badal Khan
Members :
Zahid Husain Yousuf
M. Husain Khan
Zulka Haider
Khurshid Alom
Monir Ahmed
Hridoy Mondol
Md. Nasiruddin
Md. Abdul Karim
Md. Delwar Husain

Sub-Committee

Md. Syed Uddin
Akash
Tanim
M. Husain
Shahan chowdhury
Helim Uddin

Exhibition :

Chairman :
Zakir Hossain Mamun
Secretary :
Farzana Khan
Member:
Shajol Paul
Dr. Ziauddin
Ashraful Hassan
Mrinal Haque
Tajul Imam
Ahin Das
Mrinal Haque
Monira Yesmeen
Ashraful Islam
Abu Syeed Shaheen
A. K. Babul
Munirul Islam

Video Documentation:

Chairman :
Shah Nawaz
Secretary :
Sikender Karim
Member :
Annie Ferdous
Ashraful Hassan
Enayet Karim Babu
Amjad Hossain
Ataur Rahman
Dilruba Hoque
Wahedul Karim
Shamsul Siddique

Accomodation :

Chairman :
Shamsul Siddique
Secretary :
Shaikh. Sirajul Islam
Member :
Amjad Hossain
Moinuddin Hasan

Stage Management :

Chairman :
Syed Mohammad Nurul Alam
Secretary :
Saud Choudhury
Member :
A. F. M. Alimuz Zaman
Kowser Ahmed
Mohammad Abdul Hamid Iqbal
Monsur Khan
Niranjan Das
Khondaker Arzu Momen
Masfique Hossain

Finance :

Chairman :
Babli Nawaz
Secretary :
Monira Yesmeen
Member :
Md. Awlad Hossain Khan
Md. Wadud Bhuyan
Ashraful Hassan
Anwarul Islam

Cultural :

Chairman :
Anup Kumar Das
Secretary :
Kabery Das
Member :
Miladun Nahar Annie
Mohammad Abdul Hamid Iqbal

Volunteer :

Chairman:
Shamim Hoque
Shah Alam Dulal
Kazi Sakhawat Hossain
Md. Naser
Md. Mamunur Rashid
Khairun Nessa (Maya)
Israt Jahan Ruma
Md. A. Hasseen
M. Helal
Fozia Jahan
Feroz Alam
S. M. Ferdous
Abdul wahab
Md. Kamal Pasha
Md. Sydur Rahman
Nargis Rahman
Sajib Rahman
Saker Rahman
Amen Asafari
Nasima Amzad
Masood Ahmed
Saiful Islam
Soyeb Ahmmed
Loshan
Sajjad Hossain
Ranjit Roy
Sampa Roy
Sayed H. Ali
Sufia Khandaker
Zulker Haider
Parveen Haider
Akmal Khan
Zaheed Hilaly
Farzana Hilaly
Md. Baker
Mostafa Kamal Pasha
Khademul Mullk Talukder
Mr. Omar Faroque

Sub-Committee

Volunteer :

Emluk Hussain Faisal
Fakhrul Islam
Alamgir Hossain
Sakhwat Ullah
Md. Arif
Akhter Hussain
Rafiqul Islam
Md. Omar Faroque
Humyun Kabir
Nizam Uddin
Shahab Uddin
Alsuddin
Abdul Hannan
Kamal Uddin
Kana Maula
Ruma Alam
Zubaer Ahmmed
Sayed Ahmmed
Nipa
Sadaque
Md. Shahid Ullah
Md. Saifur Rahman
Md. Yunus Ali
Sri Raghunath Sutradar
Md. Nazmul Haque
Md. Arshad Ali
Shamim-Al-Mamoon
Fazle Tamanna
Shumonto Islam

Photography :

Chairman :
Shamsul Islam Almaji
Secretary :
Neher Siddiquee

Registration :

Chairman :
Jafor Ferdous
Secretary :
Ataur Rahman
Member :
Tahseen Mehman
Sufia Mahfuz
Shoeb Mohammad
Amjad Hossain
Shujana Islam

Publicity :

Chairman
Shaikh Sirajul Islam
Secretary
Jafor ferdous
Member :
Liaquat Hossain Abu
Anisul Kabir Jasir

Stage Decoration :

Chairman :
Tajul Imam
Secretary :
Shajol Paul
Member :
Shujana Islam
Titu Gazi

Sound Control :

Chairman :
Santoneel Dhar
Secretary :
Abu Shahed Karim
Member :
Tanveer Alam
Tanzeer Alam
Abir Alamgir

Transportation :

Chairman :
Wahedul Karim
Secretary :
Ataur Rahman
Member :
Bishnu Gope
Jafar Ferdous

Publication :

Chairman :
Nini Wahed
Member :
Ashraful Hassan
Dilara Begum
Shaikh Sirajul Islam
Monira Yesmeen

Emergency First Aid :

Chairman :
Husna Siddique
Secretary :
Fatema Ahmed
Member :
Nazra Chowdhury
Nargis Rahman
Saydur Rahman
Farook Azam
Reza Chowdhury

আমাদের কৃতজ্ঞতা

সাঈদ-উর-রব
নাজমুল হুদা
ডঃ দেলোয়ার হোসেন
দিলরুবা হোসেন
সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্
আশরাফুল ইসলাম
ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমেদ
ডঃ করুণাময় গোস্বামী
ফাতেমা আহমেদ
সুজেশ গুহ রায়
সুস্মিতা গুহ রায়
আবু সুফিয়ান
আব্দুর রহমান
মোহাম্মদ এলাহী
দুলাল তালুকদার
সারোয়ার বদিউস সালাম
শামিমা আহমেদ
শহীদ উদ্দীন
তাহমিনা শহীদ
হাজেরা খানম
হোমায়রা আহমেদ
দিলারা বেগম
মুশতাক ইলাহী
রতন তালুকদার
গীতালি তালুকদার
আসমা খান
শামসুল সিদ্দিক
হুসনা সিদ্দিক
ডাঃ ওয়াদুদ ভুঁইয়া
ডঃ খন্দকার সুফিয়ান
ডাঃ সুলতানা খোন্দকার
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর
আনোয়ার হোসেন
নাজনীন হোসেন
ডঃ নুরুন নবী

মাহবুবুর রহমান
ডঃ জিনাত নবী
খুরশীদ আনোয়ার
আসাদুল ইসলাম
টুটুল আহমেদ
নাফিজ আহমেদ পান্না
সালমা আফরোজ
সৈয়দ শামসুল বারী
নুরুল ইসলাম অনু
শামসুল হক
ডাঃ ফারুক আযম
আমিনুর রশিদ পিন্টু
মুশাররফ হোসেন
জেসমিন আহমেদ কল্পনা
মোতাসিম বিল্লাহ
ডঃ রণজিৎ কুমার দত্ত
ডাঃ ভক্তি দত্ত
ফয়সল আহমেদ
জাফর এম. বিল্লাহ
ইরফাত বিল্লাহ
মোসাদ্দেক হোসেন
ইফফাত হোসেন
মোমিনুল ইসলাম
রফিকুল আলম
আফতাবউদ্দিন সৈয়দ
সুলতান আহমেদ
সুফিয়া আহমেদ
নাজমুল আহসান
মাহমুদ হোসেইন দুলু
আনিসুজ্জামান খোকন
কাজী বেলাল
গুলশান আরা কাজী
ওয়াহেদ হোসেইনি
আরজিনা হোসেন
কৌশিক আহমেদ

ডাঃ হামিদুজ্জামান
শেখ সেলিম
বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউইয়র্ক
মাহমুদ বিল্লাহ্
নাহিদ এ বিল্লাহ
ডাঃ ওয়ালী খান
সদরুল এম. হোসেন
রেহানা হোসেন
ফরাসত আলী
সুব্রত বিশ্বাস
আহমেদ আলী
আবুল কাশেম
আসাদুল বারী
আয়েশা আলী
সারোয়ার হোসেন
সলিমুল্লাহ্ খান
শামীমা আহমেদ
মোঃ মাকসুদুর রহমান
আজিজুন নেসা রহমান
দেওয়ান শামসুল আরেফিন
নূর জাহান বেগম
অভিজিৎ গোস্বামী
শুভ্রা গোস্বামী
ডঃ উইন্‌টন ল্যাংলি
লিমা হোসেন
ডঃ কিওকো নিউয়া
ডঃ জ্যোতি প্রকাশ দত্ত
মোহাম্মদ হোসেন খান
আসমা খান
কিউ জামান
সারওয়ার হোসেন
তৈমুর জাকারিয়া
দিনা জাকারিয়া
আকতার হোসেন
হাসিনা হোসেন

আমাদের কৃতজ্ঞতা

ফাতেহউদ্দিন
মাহবুব আলী
আলহাজ্ব সোলাইমান ভূঁইয়া
আমেনা বেগম
আনোয়ারুল ইসলাম বাচ্চু
ডঃ নুরুল হুদা
আবু তাহের
মোহাম্মদ কবির
মোহাম্মদ ওয়াজেদ এ, খান
শিকদার হুমায়ুন কবীর
আতাউর রহমান শামীম
শেখ সিরাজুল ইসলাম
আওলাদ হোসেন খান
টাওয়ার ডেলী এন্ড গ্রোসারী
স্টোর ফিফ্‌টি ওয়ান
যমুনা গ্রোসারী
নবেন্দ্যু দত্ত
মুক্তি দত্ত
জনতা গ্রোসারী
সৈয়দ শহীদ
মোহাম্মদ সালেহ
নজরুল ইন্সটিটিউট
নজরুল একাডেমী
সৃজনী
ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ মোহাম্মদ হুসনে
বিশ্বজিৎ সাহা
ডাঃ এম এম আব্দুর রব
সেলিনা হোসেন
রহিমা খান
রোখসানা এইচ চৌধুরী
আনিসুল কবির জাসির
রানা রায়হান
মোঃ সাদিউল মঈন
সাইদ ফজলে হোসেন
নাজনীন হোসেন

মোহাম্মদ এম ইসলাম
সৌখিন
কল্লোল
রঞ্জনী
বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউজার্সী
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউজার্সী
বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউইয়র্ক
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালী
ত্রিমূর্তী আর্টস
উদীচী নিউইয়র্ক
বাংলাদেশ থিয়েটার অব আমেরিকা
মীর শিবলী
চন্দন দত্ত
মোঃ হানিফ
মোঃ আজিজ
রফিকুল আলম
ফারজানা আলম
শানাই
সানরাইজ ট্রাভেল্‌স্
তওফিক চৌধুরী
অনন্যা
মুক্তধারা, নিউইয়র্ক
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্‌স্
প্রশিকা
আইকন
সালাম এন্ড এসোসিয়েট্‌স্
ডিজিটাল ওয়ান
কাশেম আলী
মুসা ট্রাভেল্‌স
পীয়ার ট্যাক্স সার্ভিস
হবিগঞ্জ জেলা সমিতি
বাবলা আহ্‌মেদ
আদি আলাদিন সুইটস
আলাদিন সুইটস এ্যান্ড ক্যাফে
সোনালী এক্সচেঞ্জ
প্রবাসী বাজার

মতিলাল নাথ
নিউ আলাদিন সুইট্‌স
বিটিভি, নিউইয়র্ক
বাংলাদেশ ট্রাভেল্‌স
সাইদ গ্র্যান্ড সেন্টার
আব্দুল জলিল
জিন্দাবাজার গ্রোসারী
সিটি সেল ইন্‌ক
বাসভী
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্রাভেলস
ঢাকা ক্যাফে ঝিল
দি ডেইলি ইনডিপেন্ড্যান্ট
আই জি আই
ওয়ার্ল্ড ট্র্যাভেল্‌স
সিলজান লার্নিং সেন্টার
মুরাদ ও টোকন
নাজির সিন্‌হা
দি গ্রেট ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্ট
শামীম আহ্‌মেদ, মেটলাইফ
লুৎফর রহমান
সোনালী এক্সচেঞ্জ
হাভেলী রেস্টুরেন্ট
মোঃ এ সোবহান
মহুয়া সোবহান
খোন্দকার জেসমিন আহমেদ
অবসর
রুশ খান শফিক
জামদানী শাড়ী হাউস
মাহবুব আলী বুলু
নিপুনা ফ্যাশন
ডাঃ ভোলানাথ বণিক
সোনারগাঁও এক্সপ্রেস (মানি ট্রান্সফার)
ডাঃ প্রদীপ পাল
রেখা পাল
রেদওয়ান চৌধুরী
নিয়াজ মাখদুম

শতবর্ষে নজরুল ও আমদের অবস্থান

সন্তোষ গুপ্ত

'বন্ধনের শোষণের শানিত ঠাকুর
কে সে যোদ্ধা দ্রোহ-দীপ্ত চঞ্চল দুর্বার?
পরিশেষে স্থির হয়ে বসে যোগাসনে
জীবনের গভীরের প্রাণনে মননে
বিদ্রোহেরে করে তোলে প্রগাঢ় প্রখর
কে সে যোগী? জানো তার নাম?
নজরুল ইসলাম।'

সাহিত্যিক অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে লিখেছেন যখন তখন কবি গুরুতর রোগে বাকরুদ্ধ। এবছর কবি নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। আমাদের দেশে এক বছর ধরে পালন করা হয়ে আসছে নজরুল জন্মশতবার্ষিকী।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, রাজনৈতিক নেতারা কবি সাহিত্যিক ও গবেষক তাদের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দেখেছেন। কবির জীবিতকালে যখন তিনি অজস্র গান, কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন, অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় তার অসম্ভব জনপ্রিয়তার মধ্যেও এ দেশের একশ্রেণীর বিদ্বান ব্যক্তি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কবির প্রবল জনপ্রিয়তা তাদের বিরূপ সমালোচনায় ভাটা ধরাতে পারেনি। হাবিলদার কবি নজরুলের কবিতা পড়ে কবি মোহিতলাল মজুমদার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। আবার নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর যখন চারদিকে এক উচ্চকিত সাড়া পড়ে গিয়েছিল, তখন কবি মোহিতলাল বললেন যে, তার 'আমি' প্রবন্ধটির ভাব ভাষা নজরুল চুরি করেছেন। এভাবেই তিনি নজরুল বিরোধী দলে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। সেদিন 'বিদ্রোহী' কবিতাটি এমনই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে, পরবর্তী কালে একই সাময়িকীতে তা পুণমুদ্রণ করতে হয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস তার সাপ্তাহিকে প্রথম বিরোধিতার সূত্রপাত করেন ১৯২৪ সালে। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ কবি সহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এবং 'শনিবারের চিঠি'র বিরোধিতার মূলে ছিল নজরুলের সাহিত্যিক দর্শন ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিষয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই বিরোধিতা চলছিল। এই নজরুল বির্তকে তারা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে পর্যন্ত জড়িয়েছিলেন। তারা সুবিধা করতে পারেন নি এটা সত্য। ঠিক অনুরূপভাবে নজরুলের উপর আক্রমণ এলো ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির পক্ষ থেকে। মওলানা আকরাম খাঁর 'মাসিক মোহাম্মদী'তে বলা হল '--- সুতরাং বর্তমান যুগে তিনি যে ইসলামের সর্বপ্রধান শত্রু তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।' ইসলাম দর্শন পত্রিকায় নজরুল বিরোধী জেহাদ ঘোষিত হয় ১৯২২ সালে।

একই সঙ্গে তৃতীয় একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী দুকূল রক্ষার্থে তৎপর হলেন। তারা প্রশাংসাপত্র দিয়ে শুরু করলেন যখন এই উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা জীবন বিকল করে তুলছে– এই বলে যে নজরুল শুধু মুসলিম জাগরণের কবি। তাঁর অন্য ধরণের রচনাগুলো নেহাৎ দুর্ঘটনা। প্রতিভা মাঝে মাঝে এরূপ দুর্ঘটনার শিকার হয়। পাকিস্তান আমলে এরাই নজরুল-শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছিল শব্দের জাতপাত বিচার করে। নজরুল তাঁর স্বদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যে একজন বাঙালি কবি এবং তাঁর যুগান্তকারী প্রতিভা যে তাঁর সৃষ্টিকে কালজয়ী করেছে এবং স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর সৃষ্টি সর্ব মানবের – এরা তা স্বীকার করতে রাজী নয়।

বিদ্রোহী -কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি তাকে সেকালে এসব তুচ্ছতার উর্ধ্বে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে স্থাপন করেছিল। ইতর ভাষায় নজরুলকে সমালোচনা করার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কাজী নজরুল বলেছেন – 'আজ তিনচার বছর ধরে এই শুভানুধ্যায়ীরা গালি গালাজ করেছেন আমার, তবু তাদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ মিটল না। বাপরে বাপ্। মানুষের গাল দেবার ভাষা ও তার এত কর্‌তবও থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না। ফি শনিবারের চিঠি! এবং তাতে সে কি গাড়োয়ানি রসিকতা, আর সে মেছো-হাটা থেকে তুলে আনা গালি। এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমি একালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহান শাহ্'।

বিদ্রোহী কবির মূল্যায়ন করতে দেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা ভুল করেননি। তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা এবং তাঁর কবিতা গানে দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং মানুষের মুক্তির আকাঙ্খা প্রচন্ডভাবে প্রকাশ পায়। কাজী নজরুল ইসলামের বয়স তখন ত্রিশ ছুঁই ছুঁই। ১৯২৯ সাল। ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন তথা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় কলকাতার এলবার্ট হলে কাজী নজরুলকে সংবর্ধনা দেয়া হল বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে। সভাপতিত্ব করেছিলেন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। বক্তৃতা করেন বাঙালির একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান সুভাষ চন্দ্র বসু এবং সাহিত্যিক ওয়াজেদ আলী প্রমুখ তৎকালীন দিকপালেরা। ওই সংবর্ধনা সভায় দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, 'আমরা যখন যুদ্ধে যাব তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়াই।-- নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মতো প্রাণ মাতানো গান শুনেছি বলে মনে হয়না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির। সভাপতির ভাষণে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছিলেন সেদিন, 'আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতি মানুষে পরিণত হবে।'

কবি নজরুল ইসলামের ধূমকেতু পত্রিকায় বৃটিশ বিরোধী লেখার জন্য বৃটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরেছিল, 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের আর্শীবাণী ছাপা হয়েছিল। তিনি তাঁর কবিতায় 'আঁধারে আগ্নিসেতু বাঁধার আহবান জানিয়ে বলেছিলেন

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

'জাগিয়ে দেরে চমক মেরে মরছে যারা অর্ধচেতন।' রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীটি ব্লক করে প্রতি সংখ্যার উপরে ছাপা হতে থাকল, দেশে বিরাট সাড়া পড়ে যায়। ধূমকেতুর অফিসে একদিন এক অপরিচিত তরুণ এল। বয়স আঠারো-বিশের মধ্যে হবে। নিজের নাম বলল গোপীনাথ সাহা। সে জানাল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয়ার আকাঙ্খা নিয়ে সে এখানে এসেছে। পথের প্রেরণা ও নির্দেশ নেওয়ার জন্যই তার 'ধূমকেতু'র আখড়ায় আসা।

তাকে বলা হল পথের প্রেরণা বা নির্দের্শ দেয়ার আখড়া নয় এটা। অন্যায় অত্যাচারের দিকে অঙ্গুলি নিদের্শ করে দেয়াটা ধূমকেতুর লক্ষ্য। ভাঙনের জয় গান গাওয়া 'ধূমকেতু'র ব্রত। গোপীনাথ সাহা ধূমকেতুর আড্ডায় হৈ হুল্লোড় দেখে বিস্মিত। হঠাৎ প্রশ্ন করে 'আপনাদের মনে এত আনন্দ জাগে কোথা থেকে?' নজরুল জবাবে বললেন, 'আনন্দ কোথেকে জাগে তার উত্তর নেই কিন্তু নিরানন্দ কেন হবে তাই শুনতে চাই তোমার কাছে'। 'দেশ পরাধীন, সাহেবদের অত্যাচার জুলুম বাড়ছে, সেই জ্বালার মধ্যে আনন্দ জাগে কি করে --। তারা বুক ফুলিয়ে আমাদের চারপাশে বিচরণ করবে, আর আমরা আনন্দে হাসব গাইব!' যুবকটি জবাব দেয়।

নজরুল তাকে বললেন, 'সমগ্র ইংরেজ সমাজ আমাদের শত্রু। তাদের ভাসিয়ে দিতে হলে চাই প্রাণবন্যা; তারই আবাদ করছি আমরা এখানে।' গোপীনাথ চুপ করে থেকে এক সময় সেখান থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

তারপর কিছুদিন পরে খবর বেরুল চৌরঙ্গীর মোড়ে ডে সাহেবকে খুন করছে এক যুবক পিস্তল দিয়ে। যুবকটি আর কেহ নয় – সেই গোপীনাথ সাহা। তার আপসোস টের্গাটকে হত্যা করতে এসে ভুলে অন্য একজনকে খুন করেছে।

ধূমকেতুর উপর সরকারের কড়া নজর। পূজা সংখ্যায় ধূমকেতুতে একটি কবিতা বেরুল -
'আর কতকাল থাকবি বেটী
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল;
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।'

এধরনের লেখায় ইংরেজ সরকার অপমানিত বোধ করল আর মোল্লা মৌলবাদীরা ক্ষেপে গেল। তাদের একজন মুন্সী রেয়াজ উদ্দিন লিখলেন 'হিন্দুয়ানী মাদ্দ্যয় ইহার মস্তিস্কে পরিপূর্ণ।-- খাটি ইসলামী আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নজরুলকে শুলিবিদ্ধ করা হইত নিশ্চয়।'

১৯৪২ সালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে কবি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁকে নিয়ে আমাদের গর্ব ও গৌরবের পাশাপাশি নতুন করে তাঁর সৃষ্টি ও জীবন দর্শনের উপর আক্রমণ চললো।

হিতৈষণার আকরে এই বিরোধিতার নজীর মেলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কবি গোলাম মোস্তফার একটি কবিতায়। কবির বিদ্রোহী কবিতার 'আমি খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন'এবং তার আগের পংক্তিতে 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে একে দেই পদচিহ্ন' ইত্যাদি মূল আক্রমণের লক্ষ্য। কবিতার অন্যত্র হৃদয়াবেগ, ভালবাসা যন্ত্রণার পাশাপাশি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিকৃত ব্যাখ্যা রয়েছে গোলাম মোস্তফার 'নিয়ন্ত্রিত' কবিতাটিতে। কবিতাটির শুরু এরকম।

'ওগো' বিদ্রোহী' বীর।
সংযত কর, সংহত কর উন্নত তব শির।
বিদ্রোহী? - শুনে হাসি পায়!
বাঁধন হারার কাঁদন কাঁদিয়া বিদ্রোহী হতে সাধ যায়?
সে কি সাজেরে পাগল, সাজে তোর?
আপনার পায়ে দাঁড়াবার মত কতটুকু তোর আছে জোর?

কবিতার কষাঘাত করেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই! 'নও বাহার' সাময়িক পত্রিকায় নতুন করে লেখা হল 'দেবদেবীর বেলায় তিনি 'বিদ্রোহী' নন, তিনি বিদ্রোহী শুধু খোদার বেলায়। (নও বাহার-এর সম্পাদকীয় মাঘ, ১৩৫৬ (১৯৪৯) পরবর্তী এক লেখায় নজরুলের বিরুদ্ধে শুধু ইসলাম দ্রোহিতা নয়, পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী বিধায় বাকরুদ্ধ নজরুলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ পর্যন্ত আনা হয়েছিল। তবে এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য তখন 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা পূর্বতন নজরুল বিরোধিতা পরিত্যাগ করে নজরুলকে বাংলার প্রথম সফল পাকিস্তানী কবি বলে অভিনন্দিত করে। ওই সময় মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান লিখলেন 'কবি (নজরুল ইসলাম) বাঙালীর কবি। তিনি বাঙালি হিন্দু মুসলমানের প্রথম জাতীয় কবি।'

আজ কবির জন্মশতবার্ষিকীতে নজরুল ইসলামকে মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অতীতের কবি নজরুলকে নিয়ে এই বাদ-বিসম্বাদের মধ্য দিয়ে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, সংকীর্ণচেতা এবং সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন রাজনীতিক কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা তাকে নিয়ে বিব্রতবোধ করেছেন। প্রচন্ড বিরোধিতা ব্যর্থ হওয়ার পর তাকে নিয়ে উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা কখনও থেমে থাকে নি। এ বিষয়টি মনে রেখেই আমাদের নজরুল সাহিত্যের গবেষণা, পঠনপাঠনের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে গোঁজামিল নীতি চলছে, তার মধ্যে সৎ সাহিত্য, মুক্তবুদ্ধি ও উদার চিন্তার বিরোধের বীজ রয়ে গেছে। সেখানে নজরুলের কবিতা গান উপন্যাস গল্প নটকের কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে সর্বনাশকে ঠেকানো যাবে না। নজরুলকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সোনানী হিসেবে পেয়েছি। তার গান গেয়ে আমরা লড়াইতে গিয়েছি। সুভাষচন্দ্রের একথাটা দীর্ঘ ৪২ বছর পর আমাদের জীবনে সত্যমূল্য পেয়েছিল। তারপরও কেন বাংলাদেশে সামরিক সরকার আমলে আবার কবি নজরুলের প্রতিভায় মুসলিম জাগরণের গান ও কবিতা ব্যতীত আর সবই দুর্ঘটনা বলে মূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছিল তা নিয়ে কখনো প্রশ্ন করিনি? আজ তাঁর জন্মবার্ষিকীর শতবর্ষে আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা ও পিছুটান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

কাজী নজরুল ইসলাম
আমরা যেমন দেখেছি

কাজী রইসননেছা

১৮৯৯ সালের ২৪শে মে, বাংলা ১৩০৬ সন ১১ই জ্যেষ্ঠ মঙ্গলবার বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাজী ফকির আহমেদ, মাতা জাহেদা খাতুন। নজরুলের ডাকনাম ছিল দুখু মিয়া।

পিতা ফকির আহমেদ ১৩১৪ সনের ৭ই চৈত্র মারা গেলেন। চাচা বজলে করিম পিতা মারা যাবার পর দুখু মিয়াকে লালন পালন করেন। বজলে করিম উর্দু-ফারসী ভাল জানতেন এবং তিনি ছিলেন একজন রসিক মানুষ। উনি একটি লেটোর দল পরিচালনা করতেন। লেটোগান তৎকালীন সময়ে গ্রামে বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান ছিল। গ্রামবাসীরা আনন্দের সাথে উপভোগ করত। উক্ত গানগুলি বাংলা, উর্দু, ফারসী, ইংরেজী মিলিয়ে লেখা হত। উনি উক্ত গানগুলি নিজে রচনা করতেন এবং কবিতা লেখারও চেষ্টা করতেন। দুখু চাচার কাছেই কবিতা লেখার হাতে খড়ি নেন। লেটোর গানগুলি হাস্যরস উদ্দীপক ছিল।

সেই সময় শেখ চকোর নামে একজন বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। তিনি দুখুকে ডাকতেন ব্যাঙাচি। গ্রাম্যলোকে ঐ কবিকে গোদা কবিয়াল বলে ডাকত।

দুখু লেটোর দল ছেড়ে মাথরুন স্কুলে ভর্তি হন ষষ্ঠ শ্রেণীতে। কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কিছুদিন পড়ার পর শহরের কাছাকাছি (আসানসোল) এক গার্ড সাহেবের কাজ করেন। এই প্রথমবার দুখু শহরের পরিবেশের সাথে কিছুটা পরিচিত হন।

কিছুদিন পর উক্ত চাকুরী ছেড়ে আসানসোল চলে আসেন এবং একটা রুটির দোকানে কাজ নেন। বেতন ছিল মাসিক এক টাকা। কাজী রফিজউল্লাহ ১৯১২ সালে আসানসোলে সাব ইন্সপেক্টর পদে পুলিশ বিভাগের কাজে যোগদান করেন। উনি রাতে ডিউটিতে বের হলে মাঝেমাঝে দুখু মিয়া যে রুটির দোকানে কাজ করে সেই দোকানে বসতেন। দারোগা সাহেবের প্রায়ই সুরেলা কণ্ঠে পুঁথি পড়া কানে আসতো। প্রথমে বুঝতে পারেননি কোথা থেকে এই সুর ভেসে আসতো। একদিন কৌতূহল বশতঃ দোকানের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন এই পুঁথি কে পড়ছে? মালিক বল্লেন আমার দোকানের কাজের ছেলেটি। দারোগা সাহেব ছেলেটিকে উনার সম্মুখে ডেকে আনতে বললেন। ছেলেটি কাছে এলে উনি গভীর মনোযোগ সহকারে দেখলেন এবং উনার খুব ভাল লাগল। এই ভাবে মাঝে মাঝে দুখুর পড়া শুনতেন এবং মুগ্ধ হতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে দুখুর পারিবারিক সব কিছু বিস্তারিত শুনে বলেন তোমার কি পড়াশুনা করতে আগ্রহ আছে? দুখু বলে আমার বাবা নেই, টাকা নেই, আমাকে কে সাহায্য করবে। তখন দারোগা সাহেব বলেন তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে চলে আস। আমি তোমাকে সব খরচ দিয়ে সাহায্য করব। দুখু আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাছ ছেড়ে দেয় এবং দারোগা সাহেবের বাসায় চলে আসে। দারোগা সাহেব দুখুকে আসানসোল স্কুলে ভর্ত্তি করতে চান কিন্তু দুখু বলে এখানে ওর আগের সাথী ছেলেরা বিরক্ত করবে পড়া হবেনা। শুনে দারোগা বলেন তাহলে চল আমাদের দেশের বাড়ীতে (ময়মনসিংহে) নিয়ে যাই এবং ওখানে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে আসি। দুখু উক্ত প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

এদিকে দারোগা সাহেবের বাসায় উনার স্ত্রী ও ভাই ছিল। ভাইটি আসানসোল স্কুলে পড়ত। সেই সময় দারোগা সাহেব ভাবলেন বদলীর চাকুরী এখানে ভর্ত্তি করলেই বা কি লাভ। আমার ভাই সহ দুখুকে দেশের বাড়ীতে গিয়ে ভর্ত্তি করে দিয়ে আসি। উনি ছুটি নিয়ে সবাইকে নিয়ে কাজী শিমলা গিয়ে আব্দুল (ভাই) এবং নজরুলকে দরিরামপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করেন। নজরুল ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপ পেলো। রাঢ় অঞ্চলের তীব্র কঠিন ঋজু প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে এই বৃষ্টি প্রধান নদী মাতৃক অঞ্চলে পা ফেলে কাদামাটিতে তার কিছুই ভাল লাগত না।

দারোগা সাহেব ওদেরকে ভর্ত্তি করে দিয়ে উনার ভাইদের উপর যাবতীয় দেখাশুনার ভার অর্পণ করে পুনরায় নিজ চাকুরী স্থলে চলে যান। দারোগা বাড়ী থেকে সবাই মিলে ছয়ছেলে একই স্কুলে পড়ত। কিন্তু বর্ষার সময় কাজি শিমলা হতে যাতায়াতের অসুবিধা বলে স্কুলের কাছে জায়গীর বাড়ী ঠিক করা হল। প্রতি শনিবার স্কুল ছুটি হলে তারা কাজী শিমলা চলে আসত। রবিবার থেকে আবার সোমবার সকালে সবাই মিলে জায়গীর বাড়ীতে চলে যেত। পড়াশুনায় নজরুল ভাল ছিল। ক্লাসে সব সময় অন্যমনস্ক থাকত। মাষ্টার সাহেব প্রশ্ন করলে প্রথমে ঘাবড়ে যেত। মনে হত যেন এই মাত্র ঘুম থেকে জাগল। দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলে ঠিকই উত্তর দিত।

কাছেই ঠুনি ভাঙ্গা বিল ছিল। একটা বটগাছ ছিল। এই গাছের নীচে বসে নজরুল বাঁশী বাজাত। নারকলী হুক্কা গাছের ডালে লটকিয়ে রাখত ইচ্ছা হলে তামাক খেত। ওর তেমন কোন বন্ধু ছিল না। সেই সময় মহিমচন্দ্র খাসনবীস স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তারই পরিচালনায় স্কুলে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়েছিল। চারিদিকে হৈ হল্লোড়; আনন্দের উচ্ছাস। সেই অনুষ্ঠানে নজরুল রিহার্সেল ছাড়াই রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' ও 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা দুটি আবৃত্তি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

কাজী শিমলায় থাকাকালীন গ্রামের সহপাঠীদের সাথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়ে বেড়াত। বাড়ীর পুকুরে সবাই মিলে সাতাঁর কাটত, তাল কুড়াত, বিলে বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে যেত। বাড়ীতে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান হলে ছেলেদের সাথে মিশে নজরুল ওদের মত কাজ করত। মুরব্বীদের খুব মান্য করত। মনে যা ভাব আসতো সব সময় কাগজে লিখত এবং মনমত না হলে ছিঁড়ে ফেলে দিত। বাড়ীর ছেলেদের সাথে মিশে কারও কলাইগাছ তুলে এনে আগুনে পুড়িয়ে সবাই মিলে খেত। ক্ষেতের শসা ইত্যাদি তুলে আনত কিন্তু নজরুল কোনদিন একা এসব কাজ করত না। যেদিন কাজী শিমলা থেকে নজরুল চলে যায় কাউকে

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

কিছু বলে নি। এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকেও বলে যায়নি।

দারোগা সাহেব চিঠিতে জানতে পেলেন নজরুল ছেলেটি বাড়ীর কাউকে কিছু না বলে চলে গিয়েছে এতে তিনি অতিশয় দুঃখিত হন। কেন এভাবে চলে গেল এর কারণ কি হতে পারে তা অনুসন্ধান করতে বার বার তাগিদ দেন। এবং নিজেও সাধ্যমত চেষ্টা করেন কিন্তু তখন কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। নজরুলের মন সদাসর্বদা উত্তাল ও বিক্ষুদ্ধ থাকত। একস্থানে স্থির থাকতে পারত না। পরে রানীগঞ্জের শিয়ালশোল রাজ হাইস্কুলে এক বন্ধুর সহায়তায় ভর্ত্তি হয়। এর জন্য তাকে একটা পত্র লিখতে হয়েছিল। উক্ত পত্রের ভাব ভাষা ইত্যাদি ও হাতের লেখা দেখে প্রধান শিক্ষক তাকে ভর্ত্তি করেন। এখানে নজরুল তিন বছর ছিল। এখান থেকেই যুদ্ধে যায়।

নজরুলের গানের গলা তেমন ভাল ছিল না। তিনি নিজেই বলতেন, আমি সুর নই অসুর। কিন্তু তার কণ্ঠে ছিল এক ধরনের উন্মাদনা ও আবেগ। যার স্পর্শ লেগে যে কোন গান অপরূপ ও অনির্বচনীয় হয়ে উঠত। তিনি রবীন্দ্রসংগীত বেশী গাইতেন।

নজরুল দুবার বিয়ে করেন। প্রথমা স্ত্রী নার্গিস যার কুমিল্লার গ্রামে বাড়ী ছিল। সে বিয়ে টেকেনি। দ্বিতীয় বার কুমিল্লা শহরের ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বড় ভাইয়ের মেয়ে প্রমিলা দেবীকে বিয়ে করেন। প্রমিলার ডাকনাম দোলন। মার নাম গিরিবালা দেবী।

১৯৩২ সালে যখন নজরুলের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে সেই সময় রফিজ্জুল্লাহ বর্দ্ধমান সদর থানায় ছিলেন। আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। সে সময় একদিন উনি কলকাতায় সরকারী কাজে যান, সেখান থেকে সওগাত অফিসে খোঁজ করে ঠিকানা জোগাড় করে বৈঠকখানা রোডে কবির বাসায় যান। কাজের মেয়ে বেরিয়ে এলে কবি বাসায় আছেন কিনা জানতে চান। সে বলে উনি বাইরে গেছেন কখন আসেন কোন ঠিক নেই। দারোগা সাহেবেরও সময় নেই। কাজেই আর দেখা হয়নি।

দারোগা সাহেব বাসায় এসে উনার স্ত্রীকে বলেন, শুন আমরা আসানসোল থেকে যে ছেলেটিকে কাজী শিমলায় নিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি করেছিলাম, সেই ছেলেটি আজ বৃটিশ সরকারকে কাঁপিয়ে তুলেছে। মস্ত বড় সাড়া জাগানো কবি হয়েছে। হুগলিতে জেলে ছিল। তার লেখা কবিতার বই সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। আমি এত আশা করে দেখতে গেলাম কিন্তু দেখা হলনা। দেখি আবার চেষ্টা করবো।

আমার বাবার সে আশা জীবনে পূর্ণ হয়নি। ১৯৩৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর আসামের ধুবড়ীতে উনি জান্নাতবাসী হন। (ইন্না----- রাজেউন।)

১৯৭২ সালে শেখ মুজিব কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। জাতীয় কবির মর্যাদা দেন। তখন কবি জন্মদিনে কাজী শিমলায় আসার কথা ছিল। কিন্তু ডাক্তার নিষেধ করেন বলে আসা হয়নি।

সেই সময় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন কাজী শিমলায় আমাদের বাড়ীতে গিয়ে আমার মার সঙ্গে দেখা করেন এবং কবিকে দেখার জন্য ঢাকায় যাবার আমন্ত্রণ জানান। ময়মনসিংহের রফিক ভুইয়ার সাথে আমাকে যোগাযোগ করতে বলেন। উনি মার যাবার ব্যবস্থা করবেন। আমি তিন চারদিন গিয়েছিলাম উনি কিছুই করেন নি।

মা কবিকে দেখার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি মাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সরকার কবিকে ধানমন্ডি ২৮ নম্বর রোডে একটা দোতলা বাড়ী দেন। ডাক্তার, নার্স, বাবুর্চি, দারোয়ান, একটা গাড়ী, ড্রাইভার ইত্যাদি সবকিছুই ব্যবস্থা ছিল। সব্যসাচীর স্ত্রী উমা কাজী এবং উনার ছেলে-মেয়েরা উক্ত বাসায় ছিল।

মা ছেলের বাসায় যেভাবে যায় সেই ব্যবস্থা করেন। পিঠা, মিষ্টি, পোলাওয়ের চাল, ময়মনসিংহের তরকারী, বড়মাছ ভাজা, মুরগী রান্না করে নিয়ে যান। মা ৭ দিন ঐ বাসায় ছিলেন, আমি খোকার বাসায় তখন থাকতাম। প্রত্যেকদিন বিকালে উক্ত বাসায় যেতাম। ১৯৪২ সালে কবির কথা বলার শক্তি রহিত হয়। ১৯৭২ সালে কবির বয়সও অনেক বেড়েছে। আমি গিয়ে দেখতাম কবিকে বাচ্চাদের মত হাত মুখ মুছিয়ে, ভাল জামা কাপড় পরিয়ে পাউডার লাগিয়ে, মাথায় টুপি পরিয়ে দুজনে ধরে ধরে নীচের ড্রইংরুমে নিয়ে উনাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিয়ে সামনে অনেকগুলো কাগজ স্তুপ করে সাজিয়ে রাখা হত। কবি আসনে বসেই হাত বাড়িয়ে একটা একটা করে কাগজ নিয়ে ছিঁড়েছিঁড়ে ফেলতেন। সামনে গানের জলসা বসত। নজরুল সঙ্গীত হত। দশর্কগণ একপাশে বসত। গানের তালেতালে কবি মাথা দোলাতেন আর কাগজ ছিঁড়তেন।

এর মাঝে যদি কোন দর্শকের ছাতা হাতে বা চোখে চশমা থাকত, তা কবির নজরে পড়লে ভীষণ ক্ষেপে যেতেন। কবি চোখ লাল করে চাবিয়ে ভূড় স্ ভূড় স্ জোড়সে এই বিকট আওয়াজ করতেন যতক্ষণ না ঐ জিনিষ দৃষ্টির আড়াল করা হত। কচিও একদিন আমার সাথে গিয়ে এই দৃশ্য দেখেছে। ওর হাতে সেদিন ছাতা ছিল।

তরপর দু'ঘন্টা গান-বাজনার পর কবিকে আধাঘন্টা গাড়ীতে চড়িয়ে বাইরে ঘুরিয়ে আনা হত। পরে দোতলার ঘরে নিয়ে ফের পোশাক পরিবর্তন করে রাতের পোশাক পরিয়ে খাইয়ে বিছানায় শোয়ান হত। আটঘন্টা করে তিনজন নার্স সবসময় কবির শিয়রের কাছে বসে ডিউটি দিত।

শেখ মুজিব মারা যাবার পর কবির দুদর্শা শুরু হয়। আইন শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ে। ছেলের বউ উমাকাজী এক মাঝির সাথে প্রেম করে কবির বাসা থেকে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এদিকে খবর পেয়ে কবিপুত্র সব্যসাচী কলকাতা থেকে এসে ঘরের আরও জিনিসপত্র নিয়ে কলকাতায় চলে যায়।

তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। খবর শুনে একদিন বিকালে ধানমন্ডির বাসায় কবিকে দেখতে যাই। প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। বাসার সামনে এসে দেখি সব অন্ধকার। একজন পুলিশ গেটে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বাবার পরিচয় দিয়ে বল্লাম কাজী শিমলা থেকে কবিকে দেখতে এসেছি। আমাকে ভিতরে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক। কিছুক্ষণ পর অনুমতি পেলাম। দোতলার সিড়ি একদম অন্ধকার। আমি অনেক কষ্টে কবির ঘরে ঢুকলাম। সে ঘরেও মৃদু আলো কিছু দেখা যায়না। কোথাও কোন লোকজন নেই। কবি জেলাখানার মত কালোকম্বল মুড়ি দিয়ে অসাড় হয়ে শুয়ে আছেন। আর মুন্সীগঞ্জের একটা ২২/২৩ বছরের ছেলে একটু দূরে একটা টুলের উপর বসে আছে।

আমি ঐ দিনের দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। আগে যেখানে বিয়ে বাড়ীর মত ধুমধাম দেখেছি এখন একি অবস্থা। দোতলা একতলা সারা বাড়ীই অন্ধকার। আর আগে কবির ভক্তবৃন্দ যারা আসত সবার হাতেই খাবার সামগ্রী, ফুলের মালা, তোড়া ইত্যাদির ছড়াছড়ি। গান-বাজনা নৃত্য কতরকম ফুর্তি, হাসি-তামাসা ইত্যাদি, আর আজ একি! বিস্ময়ে আমি অনেকক্ষণ হতবাক ছিলাম। অনেকক্ষণ পর ঐ ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে এখন নার্সরা ডিউটি দেয়না। ডাক্তারও আসেনা। বাবুর্চি ঠিকমত রান্না করেনা। করুণ অবস্থা। সে বলল, আমাদের পরিবার আগাগোড়া সবসময় নজরুল ভক্ত। আমি এবার বি.এ. পরীক্ষা দিতাম। বাবা বল্লেন, তোমার পরীক্ষা এবার দিয়ে কাজ নেই। কবিকে বাঁচাতে হবে। আমরা সবাই মিলে কবির সেবাযত্ন করছি। বাসা থেকে খাবার এনে খাবার দিচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি সর্বক্ষণিকভাবে আমরাই করেছি।

ছেলেটি আরও বল্ল, বাবা বলেন এরও এরও একটা শেষ পরিণতি আছে। জাতীয় কবির দায়িত্বটা আমাদের সুষ্ঠুভাবে পালন করতেই হবে। নজরুলের ইতিহাস এ জাতিকে কোন দিন ক্ষমা করবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবই আল্লার অলৌকিক মহিমা। কার সাধ্য বুঝতে পারে!

সে দিন ঐ সময় কুষ্টিয়া থেকে একজন এডভোকেট খবরের কাগজ পড়ে কবিকে দেখতে এসেছেন। উনিও খুব কবি ভক্ত। ঐ ছেলেটির সঙ্গে আমরা আরও কথাবার্তা বল্লাম। তারপর উনি বল্লেন আপা, আমি কোনদিন আসিনি চলেন সব বাড়ীটা একটু ঘুরে দেখি। উনার হাতে টর্চলাইট ছিল তা নইলে ঐদিন ঐ ভুতুড়ে বাড়ী দেখানোর সাধ্য আমার ছিল না।

সব ঘরে বিছানার চাদর নেই, বালিশের কাভার নেই, তোষক মেঝেতে পড়ে আছে। দই মিষ্টির হাঁড়ি ভাঙ্গা উপুর হয়ে আছে। চারটা বড় বড় ফ্রিজ একদম শূন্য। এক কথায় বিরাট ভোজ-উৎসব ইত্যাদি শেষ হয়ে গেলে যে দৃশ্য দেখা যায় এখানেও তাই। সবকিছু লন্ডভন্ড।

এমনকি কবির বালিশের কাভারও নেই। নীচের তলায় গিয়ে দেখি একটা লোক ছেঁড়া মাদুরে অর্ধেক মেঝেতে অর্ধেক মাদুরে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে, ঘরে কোন জিনিষপত্র নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিযে করুণ দৃশ্য আমি লিখে বোঝাতে পারব না।

কিছুদিন পর শুনলাম সরকার কবিকে পিজিতে (হাসপাতালে) স্থানান্তরিত করেছেন। ধানমন্ডির বাড়ীর ঐ করুণ দৃশ্য আমার বুকটাকে চেপে ছিল। সব সময় একটা নিদারুণ কষ্ট অনুভব করেছি। তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একদিন পড়া শেষ হলে বিকালের দিকে পিজিতে গেলাম। জানতে পারলাম কবিকে একটা কেবিন দেওয়া হয়েছে। সবর্ক্ষণ নার্সরা ডিউটি করছে। খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গেলাম। তখন বেলা ৪.৩০ মিনিট (বিকাল)। হুইল চেয়ারে কবি বসে আছেন। নার্সরা দুজন সেবা করছে। কাপড় পরিয়ে পাউডার ইত্যাদি দিচ্ছে। আর একজন দুধকলা বিস্কিট খাওয়াচ্ছে। খাওয়া শেষ হল, মাথার চুল আচড়িয়ে টুপি পরিয়ে দিল তারপর জুতা-মোজা পরিয়ে পিজির বারান্দা দিয়ে বেড়াতে নিয়ে গেল। কবি শান্তশিষ্ট শিশুর মত বসে আছেন। কবির মুখটা হাসি হাসি উজ্জল দেখাচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ উনাদের সাথে ঘুরলাম। অনেক কি চিন্তা করলাম। যাক্ আজ সব যন্ত্রণার লাঘব হল। আমার বুকটা প্রশান্তিতে ভরে গেল।

১৯৭৬ সনের ২৯শে আগষ্ট কবি পিজিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই পৃথিবীর সকল জ্বালা যন্ত্রণার উর্দ্ধে আরোহণ করেন। প্রার্থনা করি আল্লাহ তুমি আমাদের জাতীয় কবিকে জান্নাত দান কর। আমিন।

লেটোর গান

ওরে ছড়াদার That পাল্লাদার
মস্ত বড় mad
চেহারাটাও monkey like
দেখতে ভারী cat.
লড়বে বাবর কা সাথ
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত্
জানেনা ও ছোট হলেও
হামভি lion cat.

লেখক পরিচিতি ঃ

(বর্তমানে ৮০ বৎসর বয়স্কা ও ময়মনসিংহে অবসর জীবন যাপনরত কাজী রইসননেসা হচ্ছেন সেই হৃদয়বান কাজী রফিজ উল্লাহর কন্যা যিনি আসানসোলের পুলিশ সাব-ইন্সপেকটর থাকাকালে কিশোর নজরুলকে তাঁর ময়মনসিংহ জেলার নিজ গ্রাম কাজী শিমলায় নিয়ে এসে হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন।)

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

নজরুল জন্মশতবর্ষে আমার অনুভূতি

সুফিয়া কামাল

যাত্রীরা রাত্রিতে হতে এল খেয়াপার
বজ্রের তূর্য্যে সে ধ্বনি শুনে আরবার
ওমর, আলী, ওসমান আছ মাঝি মাল্লা
কান্ডারী এ তরীর দয়াময় আল্লাহ্।

বিশ্বাসে আশ্বাসে মন্দ্রিত সেই স্বর
আজিও সাহস দেয়, নাই ওরে নাই ডর
ঈমান, সাহস আর শক্তির প্রত্যয়
সঞ্চারী দিয়ে তুমি হয়েছ মৃত্যুঞ্জয়।

যুগ যুগ করি শতবর্ষ হল পার
শুনি যেন মন্দ্রস্বর ধ্বনিছে তোমার
সংকটে সংগ্রামে আজও জেগে ওঠে জাতি
অনির্বাণ প্রাণ বহ্নি শিখা দীপ্ত জাতি
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিছে সেই আলোকেই পথ যাত্রীরা বারবার।

(৩০ চৈত্র-১৪০৫
১৩-৪-৯৯)

কবির মন, নজরুল ও বাঙালি মুসলমানের মন

হায়াৎ মামুদ

১

মাত্র এক চুলের ব্যবধানে কবি ও উন্মাদের আসন – এ-হেন ভুয়োদর্শী আপ্তবাক্য সব ভাষাতেই সম্ভবত চালু আছে। এতে জনকল্পনায় ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক গোষ্ঠীতে কবির অস্বাভাবিক অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা ধরা পড়ে। 'কবি'র চৌহদ্দিতে ভিন্ন মাধ্যমাবলম্বী শিল্পীদের (যেমন চিত্রশিল্পী কি সঙ্গীতশিল্পী অথবা বাস্তুশিল্পী কি স্থাপত্যশিল্পী ইত্যাদি) টেনে আনলে স্বাভাবিক ও সামাজিক মানুষজনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অধিকতর সুবিচার করা হয়। এবং আমরা যদি এই সঙ্গে পৃথিবীর কিছু শ্রেষ্ঠ শিল্পীমনীষার যাপিত জীবনের ছবি মনের মধ্যে সাজিয়ে রাখি, তো বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না যে, 'স্বাভাবিক' মানুষ ভিন্ন গোত্রের মানুষ চিনতে ভুল করে না। কবিকুলে, বা শিল্পীকুলেও বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের মতো অব্যতিক্রমী মানুষ, সবাই জানেন, আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু এর পরেও যে-মুহূর্তে নৈহাটির হিন্দুমেলায় নবীন সেন ও ঠাকুরবাড়ির ছোট ছেলেটির প্রথম সাক্ষাতের হাস্যকর দৃশ্য আমার মনে পড়ে তখনি রবীন্দ্রনাথকেও আর 'স্বাভাবিকে'র দলে আমি রাখতে পারি না। জীবনানন্দ দাশ হয়তো-বা এক ধরনের পাগলই ছিলেন-– কবিকে প্রত্যক্ষভাবে চিনতেন এমন একাধিক কবির যে অভিজ্ঞতা আমি শুনেছি তাতে আমার এই ধারণা হয়তো অহেতুক নয়। মধুসূদনের ন্যায় পন্ডিত ও প্রজ্ঞাবান মেধাবী মানুষ যেভাবে নিজেকে অপচয়িত করেছিলেন তাতে তাঁকে 'স্বাভাবিক' বুদ্ধির লোক কখনোই বলা যাবে না। আমাদের চেনা মহলের চার জনকে আমি মাঝেমধ্যেই পাশাপাশি বসাই এবং কবি চেনার কৌশলটিকে ঝালিয়ে নিই: রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম। মাইকেলের চেয়ারটি যে কেউ দশ হাত দূরে বসাতে বলবেন। আমিও বসাই, স্বস্কন্ধে বহন করে নিয়ে গিয়ে।

শিল্পীমনীষার সামাজিকভাবে কাম্য আচরণের এই ব্যত্যয় কেন ঘটে? অথবা তর্কটিকে অন্যভাবেও উপস্থাপন করা চলে: সমাজ কেন শিল্পীর কাছ থেকে সামাজিকভাবে কাম্য আচরণ আশা করে না? সমাজ তাতে খুশি হয় না, কবি-শিল্পীকে কোনো ছাড় দিতে চায় না, প্রয়োজনে আঘাত হানতেও দ্বিধা করে না, অথচ মনে মনে আড়ালে নিজের কাছে স্বীকার করে– ও তো আমাদের মতো নয়, ও যে কবি, শিল্পী, অন্য গ্রহের বাসিন্দা, ও তো এমনই হবে।

'আমি অন্য, আর কেউ, তোমাদের কারো মতো নই' – এই কথাটি, আমার নিজের হিসেব বলে, কবি নজরুল তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে প্রমাণ করে গেছেন তা বাংলার ও বাঙালির কাব্যেতিহাসে এক অদ্বিতীয় ঘটনা।

নজরুল এমন ভেবেছিলেন কেন? সে কি এই জন্যে যে কবিকে অন্য দশজনের মতো হতে নেই? অথবা, নাকি এই জন্যে যে দশজনে কবিকে ভাবে 'অন্য এক জন' এবং কবিকে সমাজের ঐ চাওয়ার হিসেবে প্রাপ্তি ঘটিয়ে দিতে হয়? নাকি, 'কবি' বা 'শিল্পী' নামে চিহ্নিত মানুষটি যে-উপাদানে তৈরি তা অন্য দশজনের চেয়ে একেবারেই স্বতন্ত্র, ফলে 'আলাদা' না হয়ে তার উপায় নেই?

গাণিতিক সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন। শিল্পীর মন যে অন্য রকম এ ব্যাপারে সকলেই সংশয়হীন। কিন্তু 'মন' বিষয়টি সমাজ বা পরিপার্শ্ব নিরপেক্ষ নয় বলে কখনোই হিসেব কষে বলা যাবে না যে মনের ঐ বিশেষ গড়নের পিছনে ঐতিহ্যিক উপাদান গোপনে কতখানি ক্রিয়াশীল। নজরুলের ক্ষেত্রে দেখতে পাই কবির একটি নির্দিষ্ট চেহারা তাঁর সমুখে ছিল কবি হবেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও জগৎত্রাতা, কবি দীনাতিদীন হয়েও সম্রাট – সকলে ভয়ে-শ্রদ্ধায়-ভালবাসায় তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বে। এই প্রত্যয়ের ভিতরে ঔচিত্যবুদ্ধির বা যুক্তিনিষ্ঠার যতখানি ন্যূনতা, ঠিক ততখানিই বেশি রয়েছে রোম্যান্টিক কল্পনাচারিতা। সকলেই স্বীকার করবেন যে, নজরুলের অধিকাংশ প্রবন্ধ আজকের যে-কোনো মেধাবী পাঠকের নিকট অপাঠ্য মনে না হয়ে উপায় নেই; কিন্তু তাঁর মনের গড়ন বোঝবার জন্যে ঐসব রচনার কোনো তুলনা হয় না। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', 'আমার সুন্দর' এবং 'যদি আর বাঁশি না বাজে' ছাত্রদের নিরন্তর পাঠে এবং শিক্ষকদের বক্তৃতার অত্যাচারে মুমুর্ষূ এই তিনটি প্রবন্ধের মূল বিষয় একটিই: কবিদৃষ্টি ও কবির ভূমিকা। বাংলা সাহিত্যেই আরেক জন কবি, নজরুলেরই সমসাময়িক, এই একই প্রসঙ্গ নিয়ে বহুগুণ বেশি লিখেছেন। তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। লক্ষ্য করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ সর্বাংশে দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব আশ্রয়ী। অন্যপক্ষে নজরুল সবটুকুই সাবজেক্টিভ, আত্মবিশ্লেষী। আরো একটি পর্যবেক্ষণ বিবেচনা দাবি করে, তা হল– রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল উভয়ের যাত্রাপথ যদিও রোম্যাণ্টিকদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, তবু দু'জনে এক গন্তব্যে পৌছন নি, গন্তব্যও এক ছিল না সম্ভবত।

নজরুলের ব্যক্তিজীবনের যাঁরা পাঠক তাঁরা বোহেমিয়ানিজম সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত আছেন। ঢাকা অবস্থানের বিশেষ একটি বারের কথা তাঁদের স্মরণ করতে বলি, যে বার ঢাকার নওয়াবের নিমন্ত্রণ রক্ষায় তিনি দেরিতে পৌঁছেছিলেন। দেরির জন্য তিনি অপ্রস্তুত হন নি, লজ্জা বোধ করেন নি, বরং বান্ধবমহলে যা বলেছিলেন তার অর্থ দাঁড়ায় – আমি কবি, ওদের চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে পায়ের ধুলো ঝাড়তে ওদের ওখানে গেছি। 'কবি' হওয়ার এই গরিমা কবি নজরুলের আত্মপরিচয়ের এক নির্দিষ্ট চাবিকাঠি যা দিয়ে তাঁর অন্দরমহলের দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে সবটুকু দেখে নেওয়া যায়।

২

শিল্পীর সঙ্গে তাঁর জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের ধরন ও টানাপড়েনের চরিত্র বহু রকমের হতে পারে। ব্যক্তিমানুষ শিল্পীতে রূপান্তরিত হয় নিজস্ব পরিপার্শ্ব, দৈশিক নিসর্গ-ইতিহাস-সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠতে উঠতে। একটি বিশেষ সময়ে ও একটি বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণের ঋণ শিল্পীর তাই থেকেই যায়। শিল্পী সেই ঋণ সজ্ঞানে বা অচেতনভাবে শোধ করে চলেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের ধারায়। সমাজের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা তিনি বোধ করতে পারেন, আবার নাও মানতে পারেন। বোধের তারতম্যঘটিত কারণে শিল্পীস্বভাব ও শিল্পের চরিত্র এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন হয়, হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে-শিল্পীর কোনো অঙ্গীকার থাকে না নিজের সমাজের কাছে তিনিও কিন্তু শিল্পীই; তিনি মানুন বা না-মানুন, বুঝুন বা না-বুঝুন তাঁর শিল্প মানুষের জন্যই গড়ে ওঠে, থেকে যায়। মানবসমাজে মানুষের যেমন হাজারো রকমের বিভিন্নতা থাকে শিল্পীস্বভাবেরও তেমনি বিভিন্নতা থাকে।

কোনো জনগোষ্ঠী তার শিল্পীকুলের ভেতর থেকে এক বা একাধিক শিল্পীকে সনাক্ত করে নেয় একান্তই তার নিজের বলে। তখন এই আপন শিল্পীর কাছে তার নিজস্ব দাবি-দাওয়া তৈরি হয়। শিল্পীকেও তা পূরণ করতে হয়, যেহেতু সমাজের মানুষের কাছে ভালবাসার বন্ধনে তিনি ততদিনে বাঁধা পড়ে গেছেন। ছবিটি স্পষ্ট হয় শিল্পী যদি হন বাণীশিল্পী। চিত্রকলা বা ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো বিমূর্ত মাধ্যমের যিনি কারবারী তাঁর ক্ষেত্রেও কখনো-কখনো এমন ঘটা অসম্ভব নয়, তবে তা ব্যক্তিক্রম হিসেবেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। কারণ রং বা ধ্বনির রাজ্যে গতায়াত বিশেষ ধরনের প্রবণতা বা অনুশীলনের মুখাপেক্ষী। অন্য পক্ষে, শব্দ নির্মাণ করা যাঁর কাজ - শব্দ তথা ভাষা সকলের সাধারণ সম্পত্তি বলে – সেই কবির বা গদ্যশিল্পীর যে-কোনো রচনা সকলের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সেজন্যই কবি-সাহিত্যিকের সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া বা অভিঘাত অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে দ্রুততর হয়, সহজে বোঝা যায়। শিল্পীসমাজের মধ্য থেকে জনগণ তাই বাণীশিল্পীকেই সর্বাগ্রে চিনে নিতে পারে, চিত্রী বা সঙ্গীতনির্মাতাকে বুঝে উঠতে তার সময় লাগে। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল সে কারণেই সহজবোধ্য টপ্পা-টুমরি বা খেয়াল-ধ্রুপদের চেয়ে, যেমন মায়াকোফ্স্কি বা ইসিয়েনিন্ সহজতর প্রতীয়মান হয় চাইকোফ্স্কি কি রাহ্মানিনফের চেয়ে।

৩

কবি নজরুলের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের বিতর্ক এক পাশে সরিয়ে রেখেও বলা যায় বাংলা কাব্যে তিনি অনন্য, অভূতপূর্ব এবং ক্ষণজন্মা এক পুরুষ। তাঁর কাবিতার বজ্রনাদী কণ্ঠ ও কোলাহলের ব্যক্তিগত রসাস্বাদন যদি সর্বাজনীন নাও হয়ে থাকে তবু এ সত্য থেকেই যায় যে আমাদের কবিতায় এই ওজোরস অভাবিতপূর্ব এবং সর্বাংশে অভিনব। তাঁর কবিতার ভেতর লুকোনো এই আগুন সকল বাঙালিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করবারই কথা। অধিকন্তু সময় ছিল অনুকূলে - কি সামাজিকভাবে, কি রাজনৈতিকভাবে, কি কাব্যেতিহাসগতভাবে। বাঙালি কাব্যভোক্তার চিত্ত ঝড়ের গতিতে জয় করে নেয়া তাই প্রত্যাশিতও ছিল।

কিন্তু এরও ওপরে এবং এর বাইরে আরেকটি সত্য দাঁড়িয়ে থাকে; নজরুলের বাঙালি মুসলমানের কবি হয়ে ওঠা। নজরুল শুধুই 'কবি' নন, তিনি 'মুসলমানের' কবি। তাঁর জীবদ্দশায় একদিকে তাঁর 'কাফের' ফতোয়াপ্রাপ্তি বা অপেক্ষাকৃত মৃদু তিরস্কার এবং অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ 'মুসলমান' কবি হওয়ার স্বীকৃতি -এই প্রতিদ্বন্দ্বী ঘটনা অন্য এক সমাজসত্যের দিকে আমাদের চোখ টানে। সেখানে সাহিত্য বা শিল্প মুখ্য নয়, মুখ্য ধর্মীয় পরিচয়। নজরুলের তাতে কিছু যায় আসে নি। তিনি রমণীবল্লভ ছিলেন, হিন্দু কুমারীর পানিগ্রহণ করেছেন, ইসলামী ধর্মসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, পীর-ফকিরের কাছে মানত বা কালীসাধনাও বাদ দেন নি। তিনি কংগ্রেসী রাজনীতি করতেন, নির্বাচনে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেই উত্তাল দ্বিজাতিতত্ত্বের হুজুগেও মুসলিম লীগের অনুসারী হওয়া তো দূরের কথা, অনুকম্পায়ী পর্যন্ত ছিলেন না। তিনি যথার্থ কালাপাহাড়ী ছিলেন, যেমন বঙ্গীয় মুসলিম নারীকুলে বেগম রোকেয়া। 'মুসলিম কবি' হিসেবে নজরুলের সিংহাসন লাভ পাকিস্তানী যুগের ঘটনা এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে যেহেতু মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা তাই তিনি আমদের 'জাতীয়' কবি। নজরুলের মাথায় এই মুকুট পরানো যেমনই অপ্রয়োজনীয় হোক (কেননা এর সঙ্গে তাঁর শিল্পের মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই) আমাদের, এদেশের মুসলমানের, জন্য তা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কবি নয়, স্রষ্টা নয়, স্রষ্টা কবির ধর্মীয় পরিচিতিই প্রধান।

৪

নজরুলের সঙ্গে তার মুসলমান ভক্তবৃন্দের সম্পর্কটি তা হলে কেমন? এই সম্পর্কের ভিত্তিভূমির রচয়িতা কি নজরুল নিজে নাকি তাঁর ভক্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টিকোণ যেখানে শিল্পবোধের জায়গা দখল করে নেয় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনা?

বাঙালি মুসলমানের মন বাঙালিত্ব ও মুসলমানত্বের দোলাচলে দোদুল্যমান বহুকাল থেকে। নিজের আত্মপরিচয় নিয়ে সে এখনো দ্বিধান্বিত। তার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, সংস্কার ও সংস্কৃতি, লোকায়ত জীবনচর্চা ও ইউটোপীয় স্বপ্নপুরাণ ইত্যাদির মধ্যে ঝুলন্ত সে আজও কোনো স্থির নির্দিষ্ট অবস্থান খুঁজে নিতে পারে নি। এই সংশয়ের আবর্তে মজ্জমান মানুষের তৃণখন্ড ধরে বেঁচে যাওয়ার আকুতি নিয়ে সে একদিন 'তার' কবি, তার ভাষার একজন 'মুসলমান' কবিকে খুঁজে ফিরেছে। একজন কবিকে তার মুখ চেয়ে কেন 'মুসলমান' হতেই হবে, সেই চাহিদার বীজ বাঙালি 'মুসলমনের অসম ও মন্থর চেতনাবিকাশের সঙ্গে জড়িত আছে। পরিপ্রেক্ষিতে ধরা থাকে তার সংস্কৃতিচিন্তার অস্বচ্ছতা এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি বিবেচনা করে তার প্রতিপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের বিশুদ্ধ (!) ইসলামী সংস্কৃতিকে জিতিয়ে দেওয়ার প্রবল আত্মবিধ্বংসী আকাঙ্খা।

নজরুল নিজে কখনো এই আকাঙ্খার শিকার হন নি। হলে তাঁর জীবনচর্চা ও জীবনবীক্ষা অন্য রকমের হত। তিনি

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

নিজে তাঁর দ্বৈত ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার ও সংস্কৃতি বিন্দুতম সংশয়ে কখনো ভোগেন নি। ‘কামাল পাশা’, আনোয়ার পাশা, ‘মহররম’ কি ‘শাত-ইল আরব’ ইত্যাদি রচনায় যে ভিনদেশী মুসলিম ঐতিহ্যের পানে তাঁর দৃষ্টিপাত দেখি তার ব্যঞ্জনা প্রতীকী; বাঙালি মুসলমানকে আরবি-তুর্কি-ইরানিতে রূপান্তরিত হওয়ার ডাক দেওয়া নয়। শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থিক সামর্থ্যে প্রাগ্রসর বাঙালি হিন্দুর সামনে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক হীনম্মন্যতার দংশন নজরুল কখনো ভোগ করেন নি; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যবির্তক যেভাবে ‘সাহিত্যে খুন’ প্রবন্ধে ধরা আছে তা স্মরণ করতে বলি। তাঁর কর্তাভজা স্বধর্মী অনুকারীবৃন্দ বা মুগ্ধ পাঠকসমাজের সঙ্গে মানসিকভাবে তিনি কত দূরে অবস্থান করতেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলো পড়লে। এবং তাঁর এতটুকু অন্তত শিল্পবুদ্ধি ও ঐচিত্যজ্ঞান ছিল যে সকল বাঙালির কবি না-হয়ে কেবলমাত্র বাংলার মুসলিম কবি হওয়ার মধ্যে তাঁর গৌরববোধ করার কথা নয়। প্রথমত; কবি হিসেবে তা হত তাঁর আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিকর; দ্বিতীয়ত, বাঙালি সমাজের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ভাগাভাগি ও জাতপাতের কোনো মূল্য তিনি দিতেন না, তাঁর মনের গড়নই এর এত পরিপন্থী ছিল।

বলা চলে, নজরুল ও তাঁর কাব্যানুরাগী মুসলিম সমাজের মধ্যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান ছিল- অনুভূতি ও চিন্তার দিক থেকে। কিন্তু, তার পরেও কথা ঠিক যে, তিনি তাঁর পাঠকদের ইচ্ছার মূল্য দিয়ে তাদের চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করেছেন। আমার বিবেচনায়, তিনি বাঙালি মুসলমানের হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়ার কাজে নিজেকে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় বাঙালি মুসলমানের সমাজচিন্তা ও সংস্কৃতিধারণার বিভ্রান্তির দিকে ইশারা দেওয়া আছে, তিরস্কার ও পরামর্শ আছে। তাঁর কাছে তাঁর এই বিশেষ পাঠকগোষ্ঠীর প্রত্যাশার চেহারা তিনি স্পষ্টই দেখতে পেতেন, কিন্তু প্রশ্রয় ততটুকুই দিতেন যতটুকু নিজের শিল্পরুচি ও যুক্তিবোধ অনুমোদন করত। আমি বুঝতে পারি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই ছিল এ রকমের– কবি-শিল্পীরা হবেন Messiah, ত্রাতা, তাঁরা পথ দেখাবেন, অন্যে সে-পথে চলবে; অন্যের অনুশাসন বা আব্দার মানার দায় তাঁদের নেই। মনে পড়ে যায় রুশ শিল্পসাহিত্যের স্রষ্টাদের মনোজাগতিক বিশ্বাসের কাঠামো: লেখক বা শিল্পী শুধুই শিল্পের নির্মাতা নন, তিনি দার্শনিক, সংস্কারক এবং সমাজের পরিচালনশক্তি। নজরুল একই জগতের বাসিন্দা বলে আমি অনুভব করি।

৫

নজরুলের মতো শক্তিমান কবি কোনো জনগোষ্ঠীতেই প্রায়শ আবির্ভূত হন না। যে-কোনো শিল্পীরই জন্মরহস্য অব্যাখ্যাসম্ভব। শিল্পীপ্রাণকে জন্ম দেওয়ার গভীর ও গোপন কর্মকান্ড সমাজের ভিতরেই চলতে থাকে অদৃশ্যে, অজ্ঞাতে; সময় পূর্ণ হলে তিনি আসেন।

সমাজ বা দেশের তাই কর্তব্য তার কবিকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে হৃদয়ঙ্গম করা, কোনো প্রাক্‌সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে না থেকে নানা দিক থেকে তাঁর মুখের ওপরে আলো ফেলা। ‘জাতীয় কবি’ বা ‘মুসলিম কবি’র মতো অর্থহীন, বুলিসর্বস্ব তক্‌মা খসিয়ে তাঁর পিছনের কবি-আত্মাকে খুঁজে আনাটাই আজ প্রধানতম দায়িত্ব হওয়া দরকার। শিল্পীর জন্যে শিল্পবহির্ভূত যে-কোনো অলঙ্কারই দুর্ভার, দুর্বহ।

তাঁর জীবৎকালের বাঙালি মুসলমানের মন অন্তত এতদিনেও পরিবর্তিত না-হয়ে থাকলে কবি নজরুলের ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের সমূহ সর্বনাশ।

১৯৯২

পুনর্বিন্যাস ১৯৯৯

শিল্পী রফিকুন নবী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

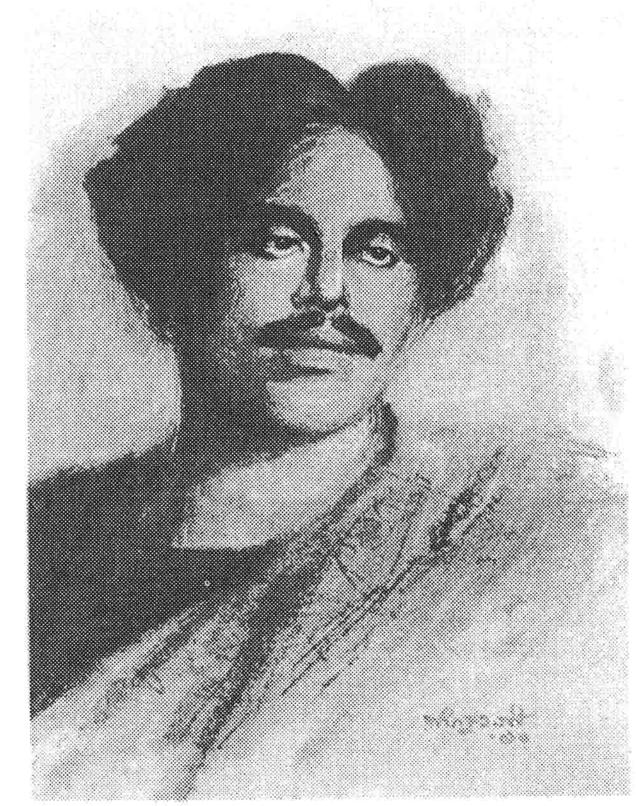

শিল্পী রফিকুন নবী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

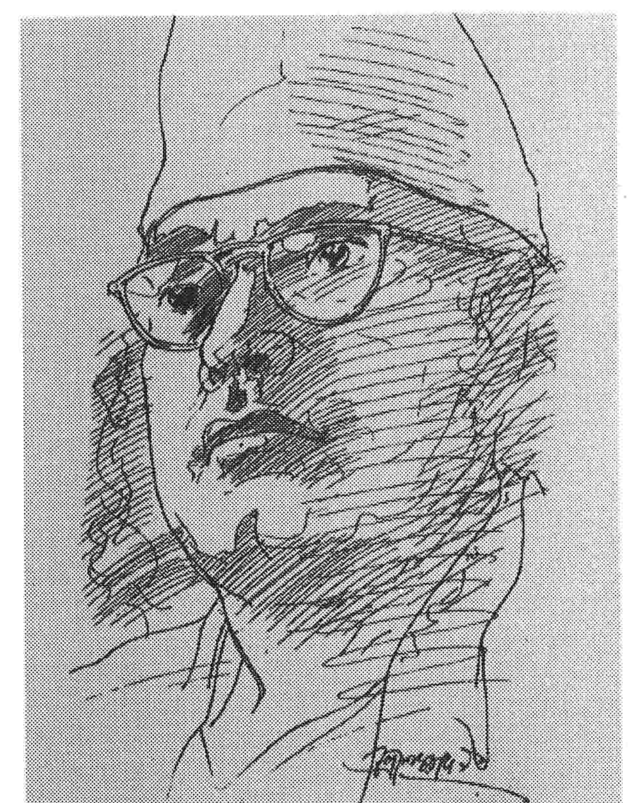

শিল্পী চন্দ্রশেখর দে অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

শিল্পী বীরেন সোম অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

হিমাদ্রীর খ্যাতি হতে
অবহেলার উপত্যকায়

মোঃ গোলাম সোহরাব

কথায় আছে, 'যাকে ভালবাসা যায়না -তাকে নিয়ে আর যাই হোক ঘর করা চলে না'। কবি নজরুলের শততম জন্ম বার্ষিকীতে আমরা যারা নজরুল সঙ্গীত শিল্পী অথবা শ্রোতা, তারা কি কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো যে, আমরা নজরুলকে কতটা ভালবাসি? এই ভালাবাসায় যদি খাদই না থাকে তবে কেন আজ নজরুলের গান / কবিতা / সাহিত্য ধীরে ধীরে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে? তিরিশ ও চল্লিশের দশকে যার খ্যাতি ছিল তুঙ্গে, ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি যার গানে পুনরায় ফিরে এসেছিল নতুন জোয়ার, আশির দশকের শেষ দিক থেকে কেন তার গানে এসেছে ভাটির টান! সত্তর দশকে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন এই উপমহাদেশের নামী-দামী প্রচুর অবাঙ্গালী শিল্পীরাও তাগিদ অনুভব করেছিলেন নজরুলের গান রেকর্ড করতে। কিন্তু স্পষ্টতঃ আজ বোঝা যায় তখন তারা ভালবেসে নয়, এসেছিলেন নজরুলের গানের খ্যাতি দেখে তাকে নিয়ে বাণিজ্য করতে। সফলও হয়েছিলেন তাঁরা, কিন্তু পরবর্তীতে নতুন করে জেগে ওঠা বিভিন্ন অভিভাবকবৃন্দের হস্তক্ষেপ, নজরুলের গানের বাণী ও সুরের শুদ্ধতা নিয়ে বিভ্রান্তি ও কপিরাইট নিয়ে সমস্যার কারণে পিছু হটে গেছেন। তবে একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নতুন প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য এসব নামী-দামী শিল্পীবৃন্দ তাঁদের দক্ষতা ও প্রতিভা দিয়ে নজরুলের গানকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছিলেন, যেহেতু নজরুল গীতির গায়কীর ঢং ৩০ দশকের আঙ্গিকের মত রেখে দিতে যাওয়াটা তখন ছিল নির্বুদ্ধিতা। সে সময়ে শুধুমাত্র হারমোনিয়াম আর তবলা সহযোগে গান রেকর্ড করাটা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের দিনের প্রযুক্তির মাঝে তথা বিভিন্ন যন্ত্রের উদ্ভাবনের / উত্তরণের পর সে সময়ের মত গান রেকর্ড করার প্রবণতা কি কোন যুক্তি রাখে? রাখে না। যাহোক আজকের প্রযুক্তির উৎকর্ষের পরও বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীরা, আমরা যারা নজরুল গীতির চর্চা করে থাকি, তারা প্রতিভা ও নিষ্ঠার অভাবে নজরুলের গানকে জনসাধারণের সামনে হয়ত ঠিকমত উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। গানতো আর পাল্টে যাচ্ছেনা, পাল্টাচ্ছে পরিবেশ, সময় ও শিল্পী যাঁদের দায়িত্ব নজরুলকে ভালবেসে তার গান ও সৃষ্টিগুলোর যথার্থ চর্চা ও তার প্রচার এবং প্রসারে অবদান রাখা। নজরুল গীতিতে শ্রোতাকে মুগ্ধ করার মত উপাদান আজও রয়ে গেছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা জানি নজরুলের গানে বৈচিত্র রয়েছে বিপুল। তার গানে রয়েছে ধ্রুপদ ও খেয়ালের ঢং, আছে ঠুংরী ও গজলের ধাঁচ, কীর্ত্তন ও রামপ্রসাদীর মত ভক্তিগীতি, উন্মুক্ত কন্ঠের জন্য রয়েছে ভাওয়াইয়া, ঝুমুর ও লোকঅঙ্গের গান আবার রয়েছে রাগপ্রধান ও ভাটিয়ালীর আঙ্গিক। সুতরাং নজরুলের বিভিন্ন ধরনের গান যদি সত্যিকার ও ভালভাবে পরিবেশন করতে হয়, তবে আমাদেরকে সর্বপ্রথম তৈরী করতে হবে আমাদের কন্ঠ। কারণ কন্ঠস্বরের বিকল্প কোন যন্ত্রই কোনদিন উদ্ভাবিত হবে না। সুতরং চর্চা করতে হবে রাগসঙ্গীত। অনুশীলনের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হতে কীর্ত্তন অবধি নজরুলের যে কোন আঙ্গিকের গানের সুরে অনায়াসে বিচরণের জন্য কন্ঠের যে দক্ষতার প্রয়োজন, তা সাধনার মাধ্যমে আমাদের করতে হবে রপ্ত। শুরুতেই আমাদের মাঝে গলদ রয়ে যাচ্ছে। আমরা ভালভাবে পারদর্শী না হয়েই মাঠে নেমে পড়ছি নজরুলের দুরূহ গান সমূহ নিয়ে যা কিনা শ্রোতাদের মনে দাগ কাটতে পারছেনা। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মাঝে প্রতিভা ও নিষ্ঠার অভাব নেই। কিন্তু তাকে আমাদের যথার্থভাবে ব্যবহার করতে হবে। নজরুলগীতির আগোছাল ব্যাপারগুলিকে গোছাতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক অথবা কবির সৃষ্টির যে ক'টি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তাদের সহায়তায়ই হোক, গানের প্রামাণ্য রূপ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। একাধিক সুর বা স্বরলিপি পাওয়া গেলে দুটোই সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন। গানের বাণীর যথার্থতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এরপর অনুশীলনের সময় গায়কীর আঙ্গিক নিজের দক্ষতায় গানের চরিত্র ও রস অক্ষুন্ন রেখে ষ্টাইলের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাপেক্ষে যুগোপযোগী করে নিতে হবে যাতে করে সর্ব সাধারণের মাঝে নজরুলের গান ব্যতিক্রমী ধারায় গ্রহণযোগ্য হয়। এ বিষয়ে পুরান ও অভিজ্ঞ নজরুল সঙ্গীত শিল্পীদের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, শ্রোতা তৈরী করার গুরু দায়িত্ব আমরা যারা শিল্পী তাদের উপরই বর্তায়। নজরুল গীতির সংরক্ষণ ও প্রচারের সহায়তার কাজে এই নজরুল জন্মশতবার্ষিকীই একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক হতে পারে। না হয় অনাদরে ও অবহেলায় দিনের পর দিন এ সম্পদ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষতি হবে উত্তর প্রজন্মের। তারা হয়ত ভবিষ্যতে জানবেই না যে নজরুলগীতি কি ছিল বা কেমন ছিল অথবা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ন্যায় নজরুলের গানও কিন্তু আজকাল জন্ম/ মৃত্যু বার্ষিকী আর ঋতুভিত্তিক উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। 'বর্ষা উৎসব' অথবা 'বসন্ত উৎসব' ছাড়া যেন এসব গান পরিবেশনের আজকাল সুযোগ নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সুস্থ অবস্থায় জীবনের প্রথম চৌত্রিশ বছর নজরুল যেমন ছিলেন দুরন্তভাবে সরব, অসুস্থতার পরবর্ত্তী পর্বে বাকী চৌত্রিশ বছর তাকে কাটাতে হয়েছে তেমনিভাবে নীরব। কবির মূক হবার পর থেকেই যেন ক্রমশ তার গানের পরিধি সংকুচিত হতে শুরু করেছে। অপাত্রে পড়ে তার সৃষ্টি হয়েছে বিতর্কিত। কবির ভাগ্য তার সৃষ্টিকে করেছে আত্মঘাতী, কিন্তু আমরা কি করেছি তার জন্য?

আমরা জানি যত প্রভাবশালী ঘরানাই হোক না কেন, তা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পরম্পরার - ভবিষ্যত বংশধরের। তবেই নজরুলকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো যুগ যুগ ধরে। এক্ষেত্রে বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রগুলি যেমন নিতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তেমনি অন্যান্য মিডিয়াও দিতে পারে সহযোগ। নজরুলের প্রচুর গান এখনো বইএর পাতায় বন্দী হয়ে আছে - এই গানগুলিকে সবার কানে কানে পৌছে দেবার উদ্যোগ প্রত্যয়ী শিল্পীদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। নতুন প্রজন্মের সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সম্মিলিত ভূমিকা ক্যাসেট প্রকাশনা সংস্থা গুলিকে উৎসাহিত করতে পারে আবার নজরুলের গানগুলিকে নতুন করে বাজারজাত করতে। আসুন, নজরুলের জন্ম শতবার্ষিকীতে আমরা সেই মাইল ফলক হাতে নেই, যেখান থেকে শুরু হতে পারে নজরুলসঙ্গীতের আর এক নতুন অধ্যায়।

বিদ্রোহী কবি : প্রথম জাতীয় সংবর্ধনা

করুণাময় গোস্বামী

১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর, রবিবার, বাংলা ১৩৩৬ সালের ২৯ অগ্রহায়ণ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কলকাতার এলবার্ট হলে সাড়ম্বর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। নজরুলের বয়েস তখন ৩০। এই বয়েসে একজন কবির পক্ষে এমনি সাড়ম্বর জাতীয় সংবর্ধনা লাভ করা এক অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু নজরুলের ব্যাপারে অভাবনীয় বলে কোন ব্যাপার নেই। বাঙালি জাতির অন্তরে তিনি যে অবিসংবাদিত স্থান করে নিয়েছিলেন আরো আগে, সংবর্ধনা ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ ছিল তাঁর যথার্থই প্রাপ্য স্বীকৃতি।

'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল অসামান্যভাবে জনপ্রিয় হয়ে পড়েন। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই ঘোরতর কালে নজরুল বাঙালির বিবেক, শৌর্য ও কন্ঠস্বরে পরিণত হন। বিদ্রোহীর পর পরই প্রকাশিত হয় ভাঙার গান। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ইংরেজের জেলজুলুমকে উপেক্ষা করার যে অগ্নিক্ষরা আহ্বান ধ্বনিত হয় এই গানে, তাতে তাঁর বীরত্বব্যঞ্জকতা আরো স্থিতিলাভ করে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে বিদ্রোহী নজরুল সাম্প্রদায়িক প্রীতির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হন। অর্ধসাপ্তাহিক ধূমকেতু প্রকাশ করতে নজরুল রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী চাইলে বিশ্বকবি লিখে পাঠান:

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

১৯২২ সালের ১১ আগষ্ট ধূমকেতু প্রকাশিত হয়। নজরুলের বয়স তখন ২৩। দেশের সেই দুর্দিনে বিজয় পতাকা উড়িয়ে অর্ধচেতনদের জাগিয়ে দেবার দায়িত্ব দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ২৩ বছর বয়েসী কবি নজরুলকে। এ থেকেই বোঝা যায়, তরুণ নজরুল সম্পর্কে দেশবাসীর কি প্রত্যাশা, তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে কি গভীর বিশ্বাস তাদের। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে দুর্গশিখরে বিজয় কেতন তুলে ধরবার আহ্বান জানাচ্ছেন।

ধূমকেতু শুরু থেকেই প্রবল ইংরেজ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। নজরুলের কাছ থেকে আশাও করা গিয়েছিল সে রকমই। ইংরেজের সাথে কোনো আংশিক সমঝোতা নয়, ধূমকেতু পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। নজরুলকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। ১৯২২ সালের ২৯ নভেম্বর কবি গ্রেফতার হলেন কুমিল্লায়। বিদ্রোহী কবির গৌরব শত সহস্র গুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেশবাসীর হৃদয়ে। সারা দেশ গর্জে উঠল এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে। ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত' নজরুলকে উৎসর্গ করলেন। উৎসর্গ বাক্যে লিখলেন : 'শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু।' নজরুল তখন আলীপুর জেলে বন্দী। নজরুল-সুহৃদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ডেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন,

'জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত বসন্ত গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি নিজে যখন গিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না, ভেবে দেখলাম, তোমার হাত দিয়ে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো। আমার হয়ে বইখানা তুমি তাকে দিও।'

সে সময় উপস্থিত রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কাব্যকে এইভাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানালেন যে,

'যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, তা মহাকাব্য। কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এও তোমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাধাঁ, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐক্যতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্য তাকে প্রকাশ করবে বৈকি। আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তা হলে আমার কলমেও এই সুর বাজত'।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ নজরুলকে অভিহিত করলেন মহাকাব্য রচয়িতা হিসেবে। এই কারাদন্ড ভোগ কালেই নজরুল হুগলী জেলে যখন অনশন পালন করছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে টেলিগ্রাম করছেন অনশন ত্যাগের অনুরোধ জানিয়ে। টেলিগ্রামে তিনি লিখেছেন; 'গিভ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক। আওয়ার লিটরেচার ক্লেইমস ইউ।' এ-যে কতো বড়ো আহ্বান এবং এতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুলের অবস্থান যে কি বিশাল গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নজরুলের অনশনের সংবাদে সারা বাংলা বিচলিত হয়ে ওঠে। নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী সবাই উদ্বেগ প্রকাশ করেন কোন বিপর্যয় যেন না ঘটে। দেশবন্ধুর আহ্বানে ও সভাপতিত্বে কলকাতায় বিশাল জনসভা হয়, যেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলা ও বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলের জন্য নজরুলের জীবন রক্ষা করতে হবে।' মাত্র ২৩-২৪ বছর বয়েসে এমনি হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলামের ভাবমূর্তি। তখনই তিনি বাঙালীর ঐক্য, সংগ্রাম, শৌর্য, আবেগ ও কল্পনার প্রতিভূ স্বরূপ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, স্বয়ং দেশবন্ধু, স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবাক্যে স্বীকার করছেন। বাঙালির ইতিহাসে এই অভাবিত গৌরব নজরুল অর্জন করেছিলেন।

এর আগে বাংলার নানা স্থানে নজরুলের সংবর্ধনা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় সংবর্ধনা এই প্রথম। এর উদ্যোগ আসে সাহিত্য পত্রিকা সওগাতের পক্ষ থেকে। নজরুল তখন সওগাতের সাথে যুক্ত। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন তাঁর 'সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে এই সংবর্ধনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, 'সওগাত সাহিত্য

মহলেই এ বিষয়ে প্রথম আলোচনা করা হয় এবং এ ব্যাপারে দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের জন্য সংবর্ধনার ধারণাটি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সকলের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। মওলানা আকরাম খাঁর সাহিত্য পত্রিকা মোহম্মদী ছাড়া সকল মহল থেকেই এই ধারণাকে অভিনন্দিত করা হয়। শুধু নগরাঞ্চল থেকে নয় গ্রামাঞ্চল থেকেও বিদ্রোহী কবিকে অভিনন্দিত করার জন্য জাতীয় সংবর্ধনার আয়োজনের প্রতি প্রবল সমর্থন জ্ঞাপন করে সওগাত অফিসে অজস্র পত্র আসতে থাকে।'

স্যার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় টেলিফোনে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনকে বলেন:

সংবাদপত্রে দেখলাম, তোমরা নজরুল ইসলামের সংবর্ধনার আয়োজন করেছ। তা দেখে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমাদের জাতীয় জাগরণের জন্য নজরুল যা লিখেছে এরূপ আর কোন কবি আজ পর্যন্ত লিখতে পারেনি। সংবর্ধনার ব্যাপারে আমি তোমাদের সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।' নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জানালেন:

'আপনারা নজরুল সংবর্ধনার আয়োজন করে একটি মহৎ কাজ করছেন। নজরুল শুধু মুসলমানের নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির গৌরব। এই সংবর্ধনার ব্যাপারে আমি আপনাদের সাথে আছি। যত শীঘ্র সম্ভব সংবর্ধনার আয়োজন করুন।'

আরো অনেক রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, লেখক নজরুল সংবর্ধনার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সওগাতে প্রেরিত এক পত্রে বলেন : 'স্নেহাস্পদ নজরুলের সংবর্ধনার প্রস্তাবে সুখী হইলাম। আমি সর্বপ্রথমেই তাঁহাকে ছয় বৎসর পূর্বে সংবর্ধনা এবং প্রীতি সম্ভাষণ জানাইয়া সামান্য কিছু অর্থোপহার প্রেরণ করিয়াছিলাম। এবার সারা বাঙালি জাতি তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতেছে, ইহাতে আমার কত আনন্দ। আমি অসুস্থ এবং বহু ছাত্র ও বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্যের জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। বড় দুঃখ আজ যদি টাকা থাকিত তাহা হইলে কবিকে স্বর্ণমুকুটে সাজাইয়া আনন্দ লাভ করিতাম। আমার পূর্ণ সহানুভূতি জানিবেন। এ বিষয়ে আমি যতদূর পারি চেষ্টা করিব।'

নজরুল সংবর্ধনার আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি ও মত বিনিময়ের কাজ চলল এক বছর ধরে। প্রস্তুতি কমিটির সভা ডাকা হয় ১৯২৯ সালের ৯ই অক্টোবর। সভার স্থান কলকাতার মুসলিম ইন্সটিটিউট হল। এই উপলক্ষে সকলকে আহ্বান জানিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি আবেদন প্রকাশিত হয়। বলা হয় : 'আগামী ৯ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬-৩০টার সময় মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে (ওয়েলেসলী স্কোয়ার) কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দিবার উদ্দেশ্যে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিবার জন্য এক জনসভায় অধিবেশন হইবে। সাহিত্যপ্রিয় জনসাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।'

আবেদনে স্বাক্ষর করেন এ, কে, ফজলুল হক (এডভোকেট, হাইকোর্ট), শ্রী জয়ধর সেন (রায় বাহাদুর, ভারতবর্ষ সম্পাদক), হেদায়েত হোসেন (শামসুল ওলামা, খানবাহাদুর, প্রিন্সিপাল কলিকাতা মাদ্রাসা), এস ওয়াজেদ আলী (বি এ ক্যান্টার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, আসাদুজ্জামান (খান বাহাদুর এডভোকেট হাইকোর্ট), এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী (বার এট ল), আর আহমদ (ডেন্টিস্ট ও সার্জন), শ্রী দিলীপ কুমার রায় (সুর শিল্পী), শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাশ (কল্লোল সম্পাদক), সৈয়দ বদরুদ্দোজা, মুজাফফর আহমদ, সৈয়দ জালাল উদ্দিন হাশমী ও শ্রী প্রেমেন্দ্রমিত্র। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন যেমন জানিয়েছেন, মোহাম্মদীর নেতৃত্বে এই প্রস্তুতিমূলক সভা পন্ড করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। খান বাহাদুর আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রস্তুতিসভার কাজ শুরু হয়। 'কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তাঁর অসামান্য কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হউক' বলে সভাপতি প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। হর্ষধ্বনি করে সবাই এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। নজরুল সংবর্ধনা সভার মূল সভাপতি মনোনীত হন বিজ্ঞানচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্থান এলবার্ট হল, তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৯, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন এস, ওয়াজেদ আলী বার এট ল, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এম, নাসির উদ্দিন, সম্পাদক সওগাত, যুগ্ম সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদক, কল্লোল। সদস্যগণ হলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ জালালউদ্দিন হাশমী, শাহাদাত হোসেন, নলিনীকান্ত সরকার, হাবিবুল্লাহ বাহার, পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আইনুল হক খান, খান মোহাম্মাদ মঈনুদ্দিন, প্রেমেন্দ্র কুমার মিত্র, শৈলজানন্দ মুখার্জি, মোহাম্মদ আফজালুল হক, আবু লোহনী, দিলীপকুমার রায়, ফজলুর রহমান ও উমাপদ ভট্টাচার্য। সংবর্ধনায় কবিকে উপহার দেবার জন্য সোনার দোয়াত-কলম ও মানপত্র রাখার জন্য রূপার কাসকেট তৈরি করা হলো। মানপত্রটি সওগাত প্রেসেই ছাপা হয়েছিল।

১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর, রবিবার কলকাতার এলবার্ট হলে মহা ধূমধামের সঙ্গে বিদ্রোহী কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। একটি পুষ্পসজ্জিত মোটর গাড়িতে কবিকে হলে নিয়ে যাওয়া হয়। বহু পূর্বেই সেটি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। স্থানাভাবে অনেক আগন্তুক ফিরে যান। সওগাতে এই অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত হয়। তাতে বলা হয় :

'গত ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে বাঙালি জাতির পক্ষ হইতে কবি নজরুল ইসলামকে মহাসমারোহে সংবর্ধিত করা হইয়াছে। সভারম্ভের অনেক পূর্বেই বিরাট হলটি জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনুরাগী শত শত ভদ্রলোককে স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সভায় বহু সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক কর্মী এবং সাহিত্যানুরাগী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বেলা ঠিক দুইটার সময় একখানি পুষ্পসজ্জিত মোটরকারে করিয়া কবিকে সভায় আনা হয়। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করামাত্র উপস্থিত জনমন্ডলী জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সভারম্ভে প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য এম, এ, নজরুল ইসলামের চল্ চল্ চল্ গানটি গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।'

সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সভাপতি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি বলেন :

'আজ বাঙালির কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। ---- আজ আমি এই ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালির কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খ্রীষ্টান ছিলেন, কিন্তু বাঙালি জাতি তাঁহাকে শুধু বাঙালি রূপেই পাইয়াছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন।'

প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্বোধনী ভাষণের পর নজরুল সংবর্ধনা সমিতির এস, ওয়াজেদ আলী অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। অভিনন্দনপত্রে তিনি বলেন :

'তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙালিকে চির-ঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতাসিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর। ----- তুমি বাঙালির ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়াছ। মূর্ছাতুর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছে। আজ আবরণ ঊষার তোরণ-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ-কণ্ঠের জয়-ইঙ্গিত নত মস্তকে বরণ করিতেছে, তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির অভিবাদনে তুমি নয়নপাত কর।-----

ধূলার সামনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়ন-সখিরে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথা বিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের নমস্কার---- মানুষের নমস্কার।'

অভিনন্দনপত্র পাঠের পর সভাপতি কবিকে লেখার দোয়াত-কলম ও রূপোর কাসকেটে অভিনন্দনপত্রের একটি কপি প্রদান করেন। এরপর নজরুলের অভিনন্দনের উদ্দেশ্যে নলিনীকান্ত সরকার রচিত একটি গান গেয়ে শোনান উমাপদ ভট্টাচার্য। এরবার অভিনন্দনের উত্তর দেন সংবর্ধিত কবি নজরুল। তিনি বলেন :

----- বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযানে সেনাদলের তুর্যবাদকদের একজন আমি---- এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ। প্রখরদর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রুকুটি এবং তাদের নখর-দশর্নের ক্ষত আজো আমারি অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাঁকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই আমি কবি।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা ও পায়ে পদ্ম ফুলই দেখেনি। তাঁর চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধাদীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তবস্তুতির।

কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু মুসলমানকে একজায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে।

এরপর সভাপতির আহ্বানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন :

নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়, এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব তখনও তাঁর গান গাইব। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন সেটা তাঁর শুধু নিজের স্বপ্ন নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির।

সংবর্ধনা সভার সমাপনী বক্তব্য দেন সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি বলেন :

আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সঙ্গীত কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীমান সুভাষের মত তরুণ নেতাদের অনুসরণ করিব। ফরাসী বিপ্লবের সময়েরকার কথা একখানি বইয়ে সেদিন পড়িতেছিলাম। তাহাতে লেখা দেখিলাম, সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতিমানুষে পরিণত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবি বংশধরেরা এক একটি অতি মানুষে পরিণত হইবে।

এ এক অসামান্য প্রত্যাশা। এক একটি মানুষকে অতি মানুষে পরিণত করার স্বপ্ন। কিন্তু নজরুলের কাছ থেকে তা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিপ্লবের লক্ষ্যই থাকে মানুষকে বৃহত্তর আহ্বানে জাগ্রত করে ক্ষুদ্রতার গন্ডী থেকে মুক্তি দেওয়া। এরই নাম অতি মানুষ। নজরুলও তাই চেয়েছিলেন : বাঙালির বিবেককে, সকল মানুষের বিবেককে জাগ্রত করা, ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া। তাঁর সমুদয় রচনার অন্তর্গত আহ্বান হচ্ছে অশুভের যাবতীয় বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ব্যক্তি চিত্তকে তার ঊর্ধ্বে নিয়ে বিকশিত করে তোলা। এ তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম, চিরন্তন বিপ্লব। প্রথম জাতীয় সংবর্ধনায় যে প্রশংসা বাক্যগুলো উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর সম্পর্কে, তাঁর সামনে, কবির অনুপস্থিতিতেও সেই সব বাক্য আজও নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্যে। এভাবেই মানুষের ইতিহাসে নজরুলের মত মহাকবিদের নিত্য সংবর্ধনা ঘটে থাকে।

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

সন্ধ্যার তৈলচিত্র

ইকবাল হাসান

তোমার আহলাদগুলো সাদা হাঁস। পালকের
ছোঁয়া। আকাশে বাড়ায় শোভা মেঘের মমতা।
নিসর্গের বিপরীতে তুমি স্নিগ্ধ সন্ধ্যার
কুসুম আলোয়। অন্ধকার জানে সেই রূপের মহিমা।

কিছুটা তুমিও জানো। আকাশ কখনো এসে
স্পর্শ করেনা, তবু ভ্রমঃ আটলান্টিক ছুঁয়েছে ঐ
দূরের আকাশ। তোমার শাড়ির নীল
ফুটে থাকে সন্ধ্যার পুরো দৃশ্য জুড়ে।

কেবল আকাঙ্খাগুলো গলে গলে
সেই দৃশ্যে অভিঘাৎ কিছুটা বাড়ায়।

নজরুল

জন্মশতবার্ষিকী

সেই রোববার তুমি অভিমান করেছিলে খুব

আবু সাঈদ শাহীন

সেই রোববার তুমি অভিমান করেছিলে খুব।

মায়াবী সোহাগ দিয়ে সযতনে বেঁধে দেই তোমার শরীর।
শীতের বরফ তুলে ঢেকে দেই বিরহ সড়ক।
ভালোবাসা মন্দিরে প্রতীক্ষার মোমবাতি জ্বেলে বসে থাকি।

সময় পেড়িয়ে যায় প্রশান্ত সাগরের প্রবাহের মতো,
শীতের নদীর চরে প্রেমিক অতিথি পাখী তবু আসে না যে!
শান্ত, নিরুত্তাপ তোমার শরীর, মন, সব অলিগলি।
সড়কের সমস্ত লাইটপোস্ট রেড সিগন্যালে,
মন্দিরে এলোমেলো বৈশাখী ঝড়ো হাওয়া উঠে।

আমিও বিষণ্ন এক সন্ন্যাসী হয়ে অবশেষে–
ব্রুকলীন ব্রীজ ধরে অরণ্যে ফিরে যাবো ভাবি।
তখুনি হঠাৎ তুমি আমার সামনে এসে নিভৃতে দাঁড়াও।
বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জয়ের আনন্দ যেনো দুচোখে তোমার।

তুমিও আগের মতো অবশেষে হয়ে যাও প্রিয় বান্ধবী।

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

নতুন একটি জাতিসত্তার অভ্যুদয় ও নজরুলের অবস্থান

সরকার কবীরুদ্দীন

জয় যে বয়সে নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' পড়েছিলো ঠিক ঐ বয়েসে, পঞ্চাশ দশকের ঐ সময়টাতে স্কুলে নিচু ক্লাসের কিশোর বয়েসী একজনের স্কুলের পড়া না ক'রে নাটক-নভেল পড়া বিশেষ করে মৃত্যুক্ষুধার মতো উপন্যাস পড়াটা খুব একটা ভালো চোখে দেখা হতোনা। তবে এঁচড়ে পাকা বলে জয়ের একটা অপবাদ ছিলোই, তা দিয়ে এখনকার এই পঞ্চাশোর্ধ বয়েসে এসে ব্যাপারটার মোটামুটি যুক্তিগ্রাহ্য একটা ব্যাখ্যা জয় এখন খাড়া করে নিতে পেরেছে। তা সে যাই হোক- জয় কিন্তু ঐ বয়েসেও মৃত্যুক্ষুধার সাহিত্যরস পুরোপুরিই আস্বাদন করতে পেরেছিলো। শুধু তাই নয় মৃত্যুক্ষুধার রচনাকারের ঘটনা-কাহিনীর বর্ণনার মধ্যেও একটা সামাজিক বির্বতন, একটা সাংস্কৃতিক পলির আস্তরণ পড়ার সূচনাপর্ব, সনাক্ত করাবার উপযোগী একটা অভিনব সামাজিক বিভঙ্গ জয় তার নিজের মতো করে খুঁজে নিতে পেরেছিলো। পরবর্তী জীবনে নজরুলের প্রায় সব লেখার মধ্যেই সত্য-সুন্দরের আরাধনা এবং সেইসঙ্গে সমাজ-পরিচিতির পরস্পর বিরোধিতা নয় বরং সম্মেলক একটা প্রক্ষেপনই জয়ের মন-মানসিকতার উপলব্ধিতে এসেছে। জয়ের তাই সব সময়েই মনে হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামকে শুধুই 'বিদ্রোহী'র জয়তিলক পরিয়ে সীমিত একটা ঘেরাটোপের মধ্যে আটকিয়ে রাখাটা কোনোক্রমেই সঙ্গত নয়। নজরুলের বিভিন্ন লেখায়- কাব্যে, সাহিত্যে যে শৈল্পিক ভাবাবেগ প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক আর গোষ্ঠি পরম্পরার যেসব চিত্র ফুটে উঠেছে আর্থসামাজিক অবস্থানের উত্থান-পতন আর তার টানাপোড়েন এবং সেইসঙ্গে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন আর ভোলবদলের চালচিত্রের প্রেক্ষিতে তার বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার।

বাঙলার কাব্য অঙ্গনে, সাহিত্য ক্ষেত্রে নজরুলের আর্বিভাব সেই উনিশ' শো বিশের দশকে। বিশের দশকেই তাঁর সৃজনী-কর্ম নিয়ে বিস্তর লেখাজোখা হয়েছিলো - প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা আর বিশ্লেষণ-পর্যালোচনার অবতারণা দেখা গিয়েছিলো। তিরিশের দশকে নজরুলের সৃজনী-কর্ম আরো ব্যাপকতরো হয়ে ভিভিন্ন শাখা পল্লবে বিস্তৃত হয়েছিলো। অথচ চল্লিশ দশকে কবি নীরব-ব্যাধিগ্রস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তাঁর সম্পর্কে বিশেষ করে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্য কর্ম নিয়ে সব আলোচনাই যেন স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে, বিশেষ করে দেশ বিভক্তির পর এবং আরো বিশেষ করে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নজরুল সম্পর্কে আলোচনা, তাঁর লেখার বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা, অনেকখানিই রাজনৈতিক লক্ষ্যতাড়িত হয়ে আবার নতুন উদ্যমে আরম্ভ হলেও কবির ঐ বিদ্রোহী ভাবমূর্তির বাইরে নজরুলকে দেখবার বা দেখানোর প্রয়াস খুব একটা হয়েছে বলে জয়ের মনে হয়নি।

নজরুলের দুই বাল্য শিক্ষক-বর্ধমান জেলার মাথরুন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং শিয়ারশোল হাইস্কুলের ফার্সীর শিক্ষক হাফিজ নুরুন্নবীর সান্নিধ্য কিশোর নজরুলের নরম-কাঁচা মনে যে প্রভাব ফেলেছিলো পরবর্তী জীবনে তাই হয়তোবা নজরুলকে একাধারে ইসলামী ভাবধারা-সমৃদ্ধ গজল-গান আর হিন্দু সংস্কৃতির সম্পুরক শ্যামাসঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো বলে জয়ের সব সময়েই মনে হয়েছে। দুই ধর্ম-সংস্কৃতির সহাবস্থানকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সংকীর্ণ-নজরদারীতে বিচার করা হয়েছে বলেই জয়ের ধারণা। নজরুলের বাল্য, কৈশোর এবং পরবর্তীতে কাজী নজরুল ইসলামের সৃজনকাল অতিবাহিত হয়েছিলো যেখানে, যে পরিবেশে তার প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে ঐ সময়টার কথা চিন্তা করলে জয়ের মনে হয় সেটা ছিলো বর্তমান বাঙ্গালী-মুসলমান ধর্ম-সমাজ গোষ্ঠীর উঠতি বয়স। জয় নজরুলের লেখায় বৈষম্য-বিভাজন নয় তারই সম্মেলক একটা সহাবস্থান দেখতে পায়। এবং জয়ের এও মনে হয়-কালে ঐ অবস্থানটাই আরো পোক্ত হয়েছে। সেদিনকার বাঙ্গলায় এবং আজকের বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের বিশাল এক জনগোষ্ঠী বাঙ্গালী মুসলমানদের ধর্ম যে ইসলাম এবং সেই একই সঙ্গে তাদের পরম্পরাগত সংস্কৃতির ঐতিহ্য যে বিশেষ একটি ধারায় পরিপুষ্ট, ধর্মের সঙ্গে বা ধর্মীয় চিন্তাধারার সঙ্গে তার যে পরস্পর বিরোধিতার কোনো হেতুই নেই -এটা স্বীকার করতে লজ্জার অথবা কোনোরকম হীনমন্যতার কি কারণ থাকতে পারে জয় তা একেবারেই বুঝতে পারেনা। স্বাধীন চেতনা আর নির্ভিক চিন্তাধারার স্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটাতে গিয়ে নজরুলকে সেদিন কাফের- যবন- দু'ধারের দুই অসহনশীল চক্রের তরফ থেকে গালমন্দ শুনতে হয়েছিলো, অপমানিত হতে হয়েছিলো। কিন্তু জবাব দিতেও ছাড়েননি। বলেছিলেন - আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তারা যেন সকলের করে দেখেন। সুন্দরের ধ্যান তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি- সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।

জয় নিয়মিত কোরান পাঠ করে থাকে- সকাল-সন্ধ্যায়তো বটেই। ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ছাপানো কোরান পড়ে জয় -বাংলায়। আরবী জানা থাকলে জয় খুশিই হতো কিন্তু এটাতেও তার সুবিধেই হয়েছে- সব কিছু বুঝে বুঝে পড়তে পারে। কোরানের কোথায় কি আছে জয়ের সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে গেছে। কোরান পড়েই জয় জানতে পেরেছে- আজ থেকে ১৪শোরও বেশী বছর আগে দারিদ্রের কারণে, সামাজিক হীনমন্য রীতির কারণে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত সমাধিস্থ্ করবার যে প্রচলন ছিলো, ইসলামে তা কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে- নারীর অধিকারকে মর্যাদার অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার আগে এবং এখনো আসমানী আর কোনো কিতাবে, ধর্মীয় অন্য কোনো বিধানে নারীর সামাজিক অবস্থানকে মর্যাদামন্ডিত করবার কথা জয়ের অন্তত জানা নেই। কিন্তু তা সত্বেও বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ গোষ্ঠীর ভেতরেও যে নারীর

নজরুল

জন্মশতবার্ষিকী

জন্যে অসম্মানজনক, অন্যায্য, অমানবিক ঘটনা ঘটে অন্য আর সবার মতোই জয়ও তা অস্বীকার করেনা মোটেও। এবং জয়ের ধারণা সেটা ধর্মকে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির সংকীর্ণ পরিসরে বিশ্লেষণ করারই ফল-ধর্মীয় অনুশাসন সঠিকভাবে মেনে না চলবার ফন্দি-ফিকির ছাড়া আর কিছু নয় সেটা। নজরুলের লেখাতেও জয় এ ধারণারই প্রতিধ্বনি শুনেছে। নজরুলের লেখায় জয় ইসলামী আদর্শকে সমুন্নতই দেখতে পেয়েছে। নজরুল লিখেছেন-

ইসলামের প্রথম উষার ক্ষণে সুবহ্-সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারী শক্তিরূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে আমাদের শুধু সহধর্মিনী নয়, সহকর্মিনী হয়েছিলেন, যে নারী সর্ব প্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে - তাঁর রসুলকে -তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দুর্গে বন্দীনী করে - সকল আনন্দের সকল খুশির হিসসায় মহরূম করে।

অনাগত যুগের মশাল বরদারদের উদ্দেশ্য করে নজরুল বলেছেন –

‘তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাঁদের সামনের ঐ অসুন্দরের চটের পর্দার কুশ্রীতা - ইসলাম জগতের মুসলিম জাহানের আর কোথাও যা নেই।’

মৃত্যুর পরেও মূয়াযযিনের সুমধুর আজানধ্বনি শোনবার বাসনায় যে কবি মসজিদেরই পাশে সমাধিস্থ হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন সেই তাঁকে কাফের চিহ্নিত করা হয়েছিলো কিভাবে জয়ের সেটা বোধগম্য হয়না। নিয়মিত ধর্মাচার পালন হয়তো তিনি করেননি। সেতো জয়ের চেনাজানা অনেক ইসলাম পসন্দকেই জয় করতে দেখেনি- তার বেলা! জয় নিজেও তো জীবনের দীর্ঘ সময় নিয়মিত ধর্মাচার পালন করেনি। সেটা সে যে ঠিক সঙ্গত মনে করে করেছিলো তা নয় মোটেও। কিন্তু শুধু ঐ অপরাধেই সে ধর্ম থেকে খারিজ হয়েও যায়নিতো। অন্তত তার নিজেরতো সেটা মনে হয়না মোটেও। জয় বিশ্বাস করে পাপ-পুণ্য পরিমাপ তো করবেন রোজ হাশরের দিন - আল্লাহ সোবহানু তায়ালা। এটা জয়ের ঈমানের অংশ। সেই একই সঙ্গে এটাও জয় বিশ্বাস করে- পরধর্ম সহিষ্ণুতা, অন্যের প্রতি সহনশীলতা, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হতে দূরে সরে থাকা, পরিচ্ছন্ন সৎ জীবন যাপন- এসবই তো শান্তি-সৌভ্রাতৃত্বের ধর্ম ইসলামের শ্বাশত বাণী। আর তাই সমাজ সচেতন কবি নজরুল সমাজকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সাম্যের গান গেয়েছিলেন। -

‘গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই, নহে কিছু মহিয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে, তিনি মানুষেরই জ্ঞাতি।’

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ইসলামী চেতনায় ঋদ্ধ। এটা যেমন বাস্তব সত্য, ঠিক তেমনিভাবে এটাও অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে তাদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রচলিত ধারাও পরম্পরার ঐতিহ্যে ঐশ্বর্যমন্ডিত। ভিন্নতরো এই দুই বাস্তবতার মধ্যে পরস্পর বিরোধী সংঘাত হবে কেন। এর মধ্যে দিয়েইতো সত্য-সুন্দরের আশির্বাদধন্য সম্মেলক অবস্থান নিয়ে নতুন, অভিনব আর মহান একটা জাাতিসত্তার অভ্যুদয় ঘটেছে– নাম যার বাংলাদেশ। এটাই তো আমাদের জাতি -পরিচিতির ন্যায্যভাবে অর্জিত আত্ম-শ্লাঘার উৎস। নজরুলের ‘বিদ্রোহী’র স্তবকে স্তবকে জয় এই পরিচ্ছন্ন, স্বর্গীয় সংস্কার আহ্বানেরই তূর্যধ্বনি শুনতে পেয়েছে।

‘বেদনা-সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি- বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে- যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন পচা, - সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভন্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়তো আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপার খাপের ঝকমকানিটাকেই দেখাইনি- এইতো আমার অপরাধ! এরই জন্য তো আমি বিদ্রোহী।’

জয় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির আসনে অধিষ্ঠিত করে বাংলাদেশ নিজের পরিচয়টাকেই আরো মর্যাদাসম্পন্ন করেছে - জাতির আত্মশক্তি তাতে আরো সুসংবদ্ধই হয়েছে।

চির বোহেমিয়ান নজরুল
সুরের রাজা নজরুল

দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়

বোহেমিয়ান কথাটার আভিধানিক অর্থ হল বোহেমিয়ার অধিবাসী বা সামাজিক রীতি নীতি ভাঙা ভবঘুরে। সরল বাঙলায় যার মানে দাঁড়ায় ছন্নছাড়া এক বাউন্ডুলে। এক সময় অনেক বাঙালি সাহিত্যিক ‘বোহেমিয়ানার অভ্যাস’ রপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। শক্তি চ্যাটার্জী সহ কেউ কেউ ইদানীংকালেও সেই ‘রাগী’ হবার প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু আখেরে দেখা গেছে তাঁরা মূলতঃ সৌখীন রোম্যান্টিক। চালচলনে কিছু উচ্ছৃংখল উদ্দামতা মাঝে মধ্যে প্রকাশ পেলেও সময়মত সবাই এষ্টাব্লিস্টমেন্টের দাঁড়ে বসে বাঁধাবুলির ছোলা খেয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন নজরুল ইসলাম। তিনি আদ্যন্ত আপোষহীন একজন খাঁটি বোহেমিয়ান। স্বভাব চরিত্রে বলুন, সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি ভাঙার ব্যাপারে বলুন, যাবতীয় ভন্ডামীর প্রতিবাদী হিসাবে বলুন, নিদেন পক্ষে স্থান ও পেশা পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক বদনেশা সমেত যে নিরিখেই বিচার করুন, নজরুল হচ্ছেন জাত বোহেমিয়ান। অতীতে তাকালে মিয়াঁ তানসেনের সমসাময়িক বৈজু-বাওরা নামক এক প্রতিভাশালী সঙ্গীতজ্ঞের সন্ধান পাই। কিন্তু প্রেমে প্রত্যাখ্যাত বৈজু জাত বোহেমিয়ান ছিলেন না। এবং সামগ্রিক সাহিত্য, সংগীত সহ অন্যান্য গুণাবলীর বিচারে নজরুলের ধারে কাছেও তাঁকে আনা যায়না।

বোহেমিয়ান স্বভাবের একটি প্রধান বিশেষত্ব হল খাপছাড়া দ্বন্দ্বময় জীবন যাপন ও আপাত বিরোধী কাজ করার প্রবণতা। এই নিয়ম মেনেই যেন নজরুল চরিত্রে অসংখ্য বিপরীত সত্তার উপস্থিতি। একাধারে তিনি ভোগী ও যোগী, আত্মভোলা ও ভালবাসার কাঙাল, বিদ্রোহী ও সংগঠক কর্মী; একাধারে তিনি সমাজসেবী, কবি, সাংবাদিক, চিত্রাভিনেতা, নাট্যকার, নারীমুক্তির প্রবক্তা, সুরসাধক, চির কিশোর, চির শিশু। অর্থাৎ কি নন তিনি? তাঁর রচনায় করুণরস, সৌন্দর্য সাধনা, হাস্যরসের পাশাপাশি পাই অস্থিরতা, অমার্জনা, উদ্দামতা, ভায়োলেন্স। অর্থাৎ বৈপরীত্যের এক আশ্চর্য সহাবস্থান। যোগসূত্র একটাই। সেটা হল তাঁর অলৌকিক প্রতিভা জড়ানো প্রবল প্রাণশক্তি। দারিদ্র্য তাঁকে আজীবন ছিন্নভিন্ন করেছে কিন্তু কোনদিন দমাতে পারেনি। নীচে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে নজরুলের অভাব অনটন পীড়িত বোহেমিয়ানার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে ধারাবাহিক লড়াই শুরু হয়েছিল সেই শিশুকাল থেকেই। নজরুল পিতার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় সন্তান। জ্যেষ্ঠসন্তান সাহেবজানের জন্মের পর চার পুত্রের অকালমৃত্যু হয়। তারপর জন্মান কবি। দুঃখের মধ্যে জন্ম বলেই নজরুলের ডাকনাম রাখা হয় দুখু মিয়া। কেউ কেউ তাঁকে তারা খ্যাপা বলেও ডাকতো। এই তথাকথিত খ্যাপামিই হচ্ছে বোহেমিয়ানার উৎসমুখ। দুখু মিয়ার দারিদ্র্যদুঃখ সারাজীবন উশ্‌কে দিয়েছে তাঁর সহজাত বোহেমিয়ানাকে। তাঁর নিজের ভাষায়–

‘দরিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী / দরিদ্র মোর ভাই।’

কবি পিতৃহীন হন মাত্র ৮ বছর বয়সে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। অভাবের তাড়নায় তাঁর খেলার বয়সেই তিনি গ্রামের মক্তবে কাজ নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে মাজার শরীফের খিদমতগিরি। তাঁর গজলগান ও ইসলামী সংগীতে আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দের যে যথোপযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায় তার বীজ সুপ্তাকারে এখানেই নিহিত। বয়স যখন ১২ বছর তখন যুক্ত হন লেটো নাচের গোষ্ঠীর সঙ্গে। লেটোদলের প্রয়োজনেই হিন্দু উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে ছোট ছোট পালাগান সম্বলিত নাটিকা লিখতেন ও তাতে গাইতেন। কিন্তু সদাচঞ্চল নজরুলের পক্ষে লেটো দলেও দীর্ঘদিন অবস্থান সম্ভব হলনা। ভর্তি হলেন স্কুলে। আবার স্কুলও ছাড়লেন অবিলম্বে। এরপরে তাঁকে দেখা গেল বাসুদেবের কবিগানের আসরে ঢোল বাজিয়ে গান গাইতে। গান শুনে মুগ্ধ এক বাঙালি ক্রিশ্চান রেলের গার্ড তাঁকে নিয়ে গেলেন প্রসাদপুরের বাংলোয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই মদ্যপ গার্ড সাহেবের চাকরি ছেড়ে চলে এলেন আসানসোলে। নিলেন এক টাকা মাস মাইনেতে এম বক্‌শের চা-রুটির দোকানে ময়দা মাখার কাজ। থাকার জায়গা ছিলনা। শেষ রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোতেন পাশের তিনতলার বাড়ির সিঁড়ির নীচে। এরপর পুলিশ সাব ইন্‌সপেক্টর কাজি রফিউল্লাহ’র বাড়িতে মাসিক পাঁচটাকা বেতনে গৃহভৃত্যের কাজ করেছিলেন তিন মাস। তাঁরই আগ্রহে ও চেষ্টায় কবি ময়মনসিংহ জেলার সিমলা গ্রামের স্কুলে ১৯১৪ সালে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার আগেই কাউকে কিছু না জানিয়ে সে স্থান ত্যাগ করেন। এরপর ভর্তি হলেন অষ্টম শ্রেণীতে বর্দ্ধমান জেলার শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে। প্রায় তিন বছর পড়েছিলেন। সদাচঞ্চল নজরুল লাগাতার তিন বছর একই জায়গায় ছিলেন তার অন্যতম কারণ হল এই যে স্কুলের সহকারী শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল তাঁকে নিজ বাড়িতে নিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম দিতেন। কিন্তু অস্থিরচিত্ত নজরুল দশম শ্রেণীর পরীক্ষা না দিয়েই সৈনিক হিসাবে চলে গেলেন করাচীতে। সেটা ছিল ১৯১৭ সাল, বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বছর। মধ্যপ্রাচ্যটা নিজের চোখে দেখলেন, নির্ভরযোগ্য দক্ষতার জন্য হাবিলদার পদে প্রোমোশনও পেলেন। কিন্তু আড়াই বছর পরেই সৈনিক জীবন ত্যাগ করে চলে এলেন কলকাতায়। শুরু হয়ে গেল কবিতা লেখা এবং সাংবাদিক জীবনে মহা প্রবেশ। এরই পাশাপাশি গান রচনা ও সুর সৃষ্টির পাগলাঝোরা বয়ে চললো। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২১ সালে ১৭ই জুন ত্রিপুরা জেলার দৌলতপুর গ্রামে নার্গিস খানমের সাথে বিয়ে হল। কিন্তু নানান কারণে বিয়ের রাতেই দৌলতপুর ত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে সেনগুপ্ত পরিবারে। সেখান থেকে মুজাফফর আহমেদ তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। তাঁর তালতলা লেনের বাসায় থাকাকালীন নজরুল লিখলেন চিরস্মরণীয় কবিতা বিদ্রোহী। সারা দেশ তোলপাড় হয়ে গেল বাইশ বছরেরর এক তরুণের লেখা পড়ে। একেবারে অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় ব্যাপার। বাকীটা ইতিহাস। কারণ এরপর সমগ্র

বাঙালি জাতিকে তিনি ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন কবিতা ও গানের জোয়ারে।

বছর না ঘুরতেই 'ধূমকেতু' কাগজ প্রকাশ এবং এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের মাঝে ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট। এরপর ১৯২৪ সালের ২৫শে এপ্রিল কুমিল্লার প্রমীলা সেনগুপ্তের সাথে বিবাহ। বিবাহের আগে কিংবা পরে কোন সময়ই কিন্তু দারিদ্র ও অভাব অনটন তাঁকে রেহাই দেয়নি। সপরিবারে ক্লিষ্ট বিপর্যস্ত হয়ে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছেন। কখনও হুগলিতে কখনও কৃষ্ণনগরে, কখনও নলিনীকান্ত বা মুজফফরের বাসায়। আজ যদি তাঁর ঠিকানা ১১ নং ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রিট তাহলে আগামীকাল ছিল ৮/১ পান বাগান লেন, এন্টালি। এমনি করে আর্থিক ভাবে নিঃস্ব নজরুল ১৯২৬ সালে আইন সভার পদপ্রার্থী হন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন প্রবল উৎসাহে। কিন্তু পরাজিত হয়ে আরও নিঃস্ব হয়ে যান। ফিরে আসেন গ্রামোফোন কোম্পানীতে সুরকার ও গীতিকার হিসাবে ১৯২৯ সালে। নারদের ভূমিকায় অভিনয় সহ রচনা ও পরিচালনা করেন ধ্রুব চলচ্চিত্রটিকে ১৯৩৫ সালে। তারপর বিদ্যাপতি সাপুড়ে ছবির সুরসংযোজনা করেন ১৯৩৯ সনে।

অল ইন্ডিয়া রেডিওর সাথে যুক্ত হন ১৯৪০ সালে। কিন্তু পুত্রের মৃত্যু, স্ত্রীর পক্ষাঘাত, ঋণ, পাওনাদারের তাগিদ সব মিলিয়ে মানসিক দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করা কবির পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। দুরারোগ্য 'পিকস ডিজিজ' এ মাথার ফ্রন্ট লোব সংকুচিত হয়ে ১৯৪২ সালের ১০ই জুলাই থেকে কবি চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সদামুখর কবি ফুলের জলসায় নীরব থাকবে-এই ভয়াল চিত্রটি তিনি বোধ হয় পূর্বাহ্নেই অনুমান করেছিলেন। তাই বুঝি মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলির উৎসবে তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণে বলেছিলেন – 'যদি আর বাঁশী না বাজে আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন। মনে করবেন পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।' দীর্ঘ রোগভোগের পর কবি মারা যান ২৯শে আগষ্ট ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে।

উপরে প্রদত্ত অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একই স্থানে কোন কিছুতে সংপৃক্ত হয়ে দীর্ঘদিন কাজ করা নজরুল মানসিকতার বিরুদ্ধে ছিল। কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে বোহেমিয়ান নজরুল কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে আটকে পড়েননি। এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্তে চলে গেছেন অনায়াসে, অবহেলায়। সাংসারিক দিক থেকে এ চরিত্র অনুকরণযোগ্য নয়, কিন্তু রম্যতা যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যই নজরুল হলেন নজরুল। এই মুক্তপ্রাণ বোহেমিয়ানিজমের কারণেই নজরুল অতি অক্লেশে জাতি, ধর্মের সংকীর্ণ মতবাদ ও যাবতীয় ভন্ডামীর জাল ছিঁড়ে প্রেম পূজারী একজন মানুষ হিসেবেই বহু উর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন। কবি বোদলেয়ারের ভাষায় 'তাঁর দেশের দ্রাঘিমা ছিলনা '। জন্ম বাউলের মত সব লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর আপন বাড়ি।

আত্মভোলা গান পাগল এই লোকটি ছিলেন শুধু একটি জিনিসের কাঙাল। তা হচ্ছে মানুষের ভালাবাসা। সময়ের হিসাব হারানো নজরুল যে বাড়িতে ঢুকতেন সে বাড়িতে কেউ ঘড়ির দিকে তাকাতো না। জোর করে একবার ধরে আনতে পারলে নিশ্চিত, ওঠবার নামগন্ধ আর করবেন না। কথার চেয়ে বেশি তাঁর হাসি; হাসির চেয়ে বেশি তাঁর গান। জরুরী এনগেজমেন্ট ভেস্তে যাচ্ছে! তা যাক! অহেতুক প্রশ্ন করে কে? বেফাঁস প্রশ্ন কেউ যদি করেই ফেলে তখন হা-হা-হা করে অট্টহাসি হেসে বলবেন –'দে গরুর গা ধুইয়ে'। যথেষ্ট পরিমাণ চা ও পান এবং একটা হারমোনিয়াম দিয়ে বসিয়ে দিতে পারলে তাঁকে দিয়ে একটানা সাত আট ঘন্টা গান গাওয়ানো কোন শক্ত কাজ ছিল না। মুড এলে পুরানো গান গাইতে গাইতেই নতুন গান রচনা করেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা আবার কথার মাদকতা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। হুগলির বাড়িতে নজরুলের বড় ছেলের 'আকিকা' উৎসবের নিমন্ত্রণ। সারাদিনময় কবিতা, গান, হই হল্লা। সন্ধ্যায় ভুরিভোজ। কলকাতা থেকে আগত গৃহস্থ বন্ধুরা ফিরতি ট্রেনের খবর নিচ্ছেন। আহা-বাড়ি ফিরে না গেলেই বা ক্ষতি কি! দিব্বি না ঘুমিয়ে আড্ডা দেওয়া যায় সারারাত। ফিরতি ট্রেনটার খবর ফিরতি ট্রেনটাকে আগামীকাল জিজ্ঞেস করো! এই হচ্ছে নজরুল জীবনের সহজপাঠ। ফুটবলে গড়ের মাঠে মোহনবাগান ক্লাবের জিৎ হল। আনন্দের ঝোঁকে খেলার মাঠ থেকেই চলে গেলেন শেয়ালদা ষ্টেশন। সেখান থেকে কল্লোল গোষ্ঠীর চার পাঁচ জন বন্ধুর সঙ্গে চলে গেলেন ঢাকা। থাকলো পড়ে বাড়ি ঘরদোর। কদিন সেখানে থাকবেন কে জানে? কোন আহাম্মক যদি সেই বেয়াড়া প্রশ্ন করেই ফেলে, তাহলে নজরুলেরও হা-হা হাসি সহ উত্তর তৈরীই আছে - 'দে গরুর গা ধুইয়ে'।

কবি যতীন্দ্র নাথ বাগচীর বাড়িতে বিরাট সাহিত্য সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে নজরুল এসেছেন। উদীয়মান অখ্যাত সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনাহুতের মত সভার পিছনে দাঁড়িয়ে। সভা ভাঙতেই অনেকখানি দ্বিধা নিয়ে নজরুলকে অতি কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।' কবির সহজ আন্তরিক উত্তর এলো - 'তাহলে আসুন হাঁটি'। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তখন থাকতেন কলকাতার পূর্ব উপান্তে- চিংড়িহাটায়। নজরুল বন্ধু আফজল উল্‌ হকের সঙ্গে হেঁটে চলে গেলেন নৃপেন্দ্র কৃষ্ণের বাড়ি পর্যন্ত। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন আপনারা পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারবেন না।-চলুন এগিয়ে দিই। সবাই হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলেন মধ্য কলকাতায়, নজরুলের তৎকালীন আস্তানায়। এবার তাহলে ফিরি– বললেন নৃপেন্দ্র। একা যাবেন - তা কখনও হয়! পথতো চেনা হয়ে গেছে। চলুন আপনাকে ফের এগিয়ে দিই বললেন নজরুল। এইভাবে নজরুল বন্ধুদের

কতবার এগিয়ে দিয়েছিলেন সে কথা অবশ্য বন্ধু অচিন্ত্যকুমার জানান নি। কিন্তু এই জাতীয় অজস্র কাহিনীর খোঁজ পাওয়া যাবে সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকদের লেখায়। আসলে যে বোহেমিয়ানটি পথের নেশায় নেশাগ্রস্ত তাকে কি থামানো যায়? প্রাণশক্তির এই অসংবৃত উচ্ছ্বাস দেখেই কবি গোলাম মুস্তফা একবার ছড়া কেটেছিলেন – কাজী নজরুল ইসলাম / বাসায় একদিন গিছলাম। ভায়া লাফ দেয় তিন হাত / হেসে গান গায় দিনরাত / প্রাণে ফূর্তির ঢেউ বয় / ধরায় পর তার কেউ নয়। পাঁড় গৃহস্থ গোলাম মুস্তফার ছড়া শুনে বোহেমিয়ান নজরুলের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল – গোলাম মুস্তফা / দিলাম ইস্তফা।

বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নজরুলকে খুব কাছ থেকে দেখেই লিখেছিলেন 'অস্থির এলামেলোমী শুধু পোষাকে আষাকে নয়, তার লেখায়, তার সমস্ত জীবন যাপনে ছড়িয়ে ছিল। -- সব কিছু অতিক্রম করে তার উন্মাদনার মাধুর্য, ইহসংসারে কোথাও তার তুলনা নেই----। প্রখরতার মধ্যে সেকি প্রবলতা, কার সাধ্য তার প্রতিরোধ করে'। আর এক জায়গায় লিখেছেন – নজরুলের বিদ্রোহ, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও আত্মভোলা বন্ধুত্বের পরিচয় পেলাম তারপর স্বাদ পাব তার দারিদ্রজয়ী মুক্তপ্রাণের আনন্দ, বিরতিহীন সংগ্রাম ও দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজমের।

কিন্তু অপরূপ ছিল তাঁর ঐ দায়িত্বহীনতা। প্রাণশক্তির উচ্ছৃংখল অপচয়ের পরেও সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তিনি বাংলা-সংস্কৃতিকে যা উপহার দিয়ে গেছেন সত্যিই তা অভাবনীয়। বোহেমিয়ানা, সারাজীবন যেমন তাঁকে আগুন হয়ে পুড়িয়েছে তেমনি মশাল হয়ে সাহিত্য ও সুরলোকের বহু অজানা পথের সন্ধানও দিয়ে গেছে। অখন্ড বাংলা রাজনৈতিক কারণে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেও নজরুলকে বাঙালি কোনদিন ভাগ করতে চায়নি। অন্নদাশংকরের এই মূল্যায়ন সত্য – ভুল হয়ে গেছে বিলকুল্‌ আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে – ভাগ হয়নি কো নজরুল।

কেন নজরুলকে ভাগ করা হয়নি? কারণ প্রতিভাধর নজরুলকে ভাগ করা যায়না বলে। এবং ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নির্বিশেষে আপামর বাঙালি এই বাউন্ডুলে চির বোহেমিয়ানটিকে চিরকাল ভালবাসে বলে।

(নেপারভিল-ইলিনয়।)

স্মৃতি

বদিউস সালাম

ভাটিয়ালী গান গেয়ে গেয়ে
জীবনের উত্তাল তরঙ্গ গুলি
পাড়ি দিয়ে, কি হবে বলনা মাঝি,
না হয় দু'দন্ড থেমে ভালবেসে গেলে।
বলেছিল কোন এক রমণীয় রমণী কখনো।
আরো বলেছিল,
না হয় আমার কোলে মাথা রেখে
শোনালেই দু'একটা গান।

সেইসব স্বপ্নীল জীবনের দিন
ভালবাসা, রমণীয় রমণীর ডাক
আর নেই। গোধূলীতে অস্তমিত সূর্য্যের ম্লান আলো,
তাপহীন রোদ,
ভালবাসা, অনুরাগ বিরাগের পালা
সব শেষ।

আজো দাঁড় টানি,
জলে ঢেউ তুলে চলে যাই ধীরে
রাত্রির আঁধারে
স্মৃতির আড়ালে।

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী

বিফল রাত্রির গান

বদিউজ্জামান নাসিম

তোমার কাছে পৌঁছাতেই
বিফল রাত্রির গান
নীল যমুনায় ----

আমি নতমুখ লজ্জায়;
তুমি ছড়িয়ে দিলে শান্তনা
দু'হাতে;
বেশতো
আরেক বসন্তে না হয় এসো।

যৌবন

বিদ্যুৎ রায়

যৌবন শিহরণে
ভেঙ্গে যায় ঘুম;
রাত পোহায়
যুদ্ধের দামামায়
নতুন করে চাই স্বাধীনতা
পরাজিত শক্তির কাছ থেকে।

ক্যামব্রীজ
এম. এ.- ০২১৩৯

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

নজরুল ঃ ২৬ বছর বয়সে

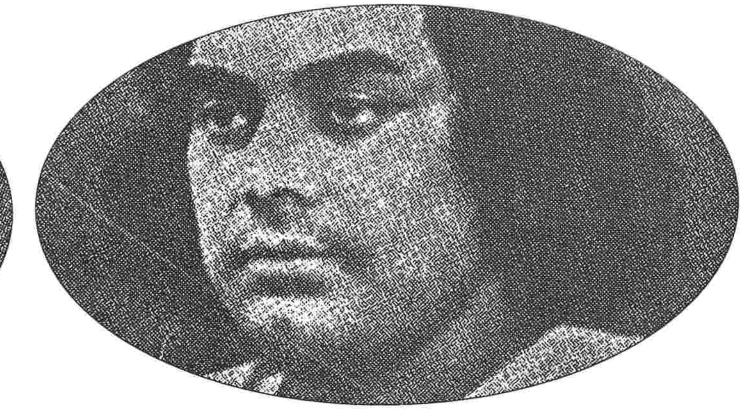

নজরুল ঃ ৩২ বছর বয়সে

নজরুলের কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদ

কবির মন, নজরুল ও বাঙালি মুসলমানের মন

হায়াৎ মামুদ

১

মাত্র এক চুলের ব্যবধানে কবি ও উন্মাদের আসন – এ-হেন ভুয়োদর্শী আপ্তবাক্য সব ভাষাতেই সম্ভবত চালু আছে। এতে জনকল্পনায় ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক গোষ্ঠীতে কবির অস্বাভাবিক অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা ধরা পড়ে। 'কবি'র চৌহদ্দিতে ভিন্ন মাধ্যমাবলম্বী শিল্পীদের (যেমন চিত্রশিল্পী কি সঙ্গীতশিল্পী অথবা বাস্তুশিল্পী কি স্থাপত্যশিল্পী ইত্যাদি) টেনে আনলে স্বাভাবিক ও সামাজিক মানুষজনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অধিকতর সুবিচার করা হয়। এবং আমরা যদি এই সঙ্গে পৃথিবীর কিছু শ্রেষ্ঠ শিল্পীমনীষার যাপিত জীবনের ছবি মনের মধ্যে সাজিয়ে রাখি, তো বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না যে, 'স্বাভাবিক' মানুষ ভিন্ন গোত্রের মানুষ চিনতে ভুল করে না। কবিকুলে, বা শিল্পীকুলেও বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের মতো অব্যতিক্রমী মানুষ, সবাই জানেন, আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু এর পরেও যে-মুহূর্তে নৈহাটির হিন্দুমেলায় নবীন সেন ও ঠাকুরবাড়ির ছোট ছেলেটির প্রথম সাক্ষাতের হাস্যকর দৃশ্য আমার মনে পড়ে তখনি রবীন্দ্রনাথকেও আর 'স্বাভাবিকে'র দলে আমি রাখতে পারি না। জীবনানন্দ দাশ হয়তো-বা এক ধরনের পাগলই ছিলেন-– কবিকে প্রত্যক্ষভাবে চিনতেন এমন একাধিক কবির যে অভিজ্ঞতা আমি শুনেছি তাতে আমার এই ধারণা হয়তো অহেতুক নয়। মধুসূদনের ন্যায় পন্ডিত ও প্রজ্ঞাবান মেধাবী মানুষ যেভাবে নিজেকে অপচয়িত করেছিলেন তাতে তাঁকে 'স্বাভাবিক' বুদ্ধির লোক কখনোই বলা যাবে না। আমাদের চেনা মহলের চার জনকে আমি মাঝেমধ্যেই পাশাপাশি বসাই এবং কবি চেনার কৌশলটিকে ঝালিয়ে নিই: রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম। মাইকেলের চেয়ারটি যে কেউ দশ হাত দূরে বসাতে বলবেন। আমিও বসাই, স্বস্কন্ধে বহন করে নিয়ে গিয়ে।

শিল্পীমনীষার সামাজিকভাবে কাম্য আচরণের এই ব্যত্যয় কেন ঘটে? অথবা তর্কটিকে অন্যভাবেও উপস্থাপন করা চলে : সমাজ কেন শিল্পীর কাছ থেকে সামাজিকভাবে কাম্য আচরণ আশা করে না? সমাজ তাতে খুশি হয় না, কবি-শিল্পীকে কোনো ছাড় দিতে চায় না, প্রয়োজনে আঘাত হানতেও দ্বিধা করে না, অথচ মনে মনে আড়ালে নিজের কাছে স্বীকার করে– ও তো আমাদের মতো নয়, ও যে কবি, শিল্পী, অন্য গ্রহের বাসিন্দা, ও তো এমনই হবে।

'আমি অন্য, আর কেউ, তোমাদের কারো মতো নই' – এই কথাটি, আমার নিজের হিসেব বলে, কবি নজরুল তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে প্রমাণ করে গেছেন তা বাংলার ও বাঙালির কাব্যেতিহাসে এক অদ্বিতীয় ঘটনা।

নজরুল এমন ভেবেছিলেন কেন? সে কি এই জন্যে যে কবিকে অন্য দশজনের মতো হতে নেই? অথবা, নাকি এই জন্যে যে দশজনে কবিকে ভাবে 'অন্য এক জন' এবং কবিকে সমাজের ঐ চাওয়ার হিসেবে প্রাপ্তি ঘটিয়ে দিতে হয়? নাকি, 'কবি' বা 'শিল্পী' নামে চিহ্নিত মানুষটি যে-উপাদানে তৈরি তা অন্য দশজনের চেয়ে একেবারেই স্বতন্ত্র, ফলে 'আলাদা' না হয়ে তার উপায় নেই?

গাণিতিক সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন। শিল্পীর মন যে অন্য রকম এ ব্যাপারে সকলেই সংশয়হীন। কিন্তু 'মন' বিষয়টি সমাজ বা পরিপার্শ্ব নিরপেক্ষ নয় বলে কখনোই হিসেব কষে বলা যাবে না যে মনের ঐ বিশেষ গড়নের পিছনে ঐতিহ্যিক উপাদান গোপনে কতখানি ক্রিয়াশীল। নজরুলের ক্ষেত্রে দেখতে পাই কবির একটি নির্দিষ্ট চেহারা তাঁর সমুখে ছিল : কবি হবেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও জগৎত্রাতা, কবি দীনাতিদীন হয়েও সম্রাট – সকলে ভয়ে-শ্রদ্ধায়-ভালবাসায় তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বে। এই প্রত্যয়ের ভিতরে ঔচিত্যবুদ্ধির বা যুক্তিনিষ্ঠার যতখানি ন্যূনতা, ঠিক ততখানিই বেশি রয়েছে রোম্যান্টিক কল্পনাচারিতা। সকলেই স্বীকার করবেন যে, নজরুলের অধিকাংশ প্রবন্ধ আজকের যে-কোনো মেধাবী পাঠকের নিকট অপাঠ্য মনে না হয়ে উপায় নেই; কিন্তু তাঁর মনের গড়ন বোঝবার জন্যে ঐসব রচনার কোনো তুলনা হয় না। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', 'আমার সুন্দর' এবং 'যদি আর বাঁশি না বাজে' ছাত্রদের নিরন্তর পাঠে এবং শিক্ষকদের বক্তৃতার অত্যাচারে মুমূর্ষুএই তিনটি প্রবন্ধের মূল বিষয় একটিই : কবিদৃষ্টি ও কবির ভূমিকা। বাংলা সাহিত্যেই আরেক জন কবি, নজরুলেরই সমসাময়িক, এই একই প্রসঙ্গ নিয়ে বহুগুণ বেশি লিখেছেন। তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। লক্ষ্য করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ সর্বাংশে দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব আশ্রয়ী। অন্যপক্ষে নজরুল সবটুকুই সাবজেক্টিভ, আত্মবিশ্লেষী। আরো একটি পর্যবেক্ষণ বিবেচনা দাবি করে, তা হল– রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল উভয়ের যাত্রাপথ যদিও রোম্যান্টিকদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, তবু দু'জনে এক গন্তব্যে পৌছন নি, গন্তব্যও এক ছিল না সম্ভবত।

নজরুলের ব্যক্তিজীবনের যাঁরা পাঠক তাঁরা বোহেমিয়ানিজম সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত আছেন। ঢাকা অবস্থানের বিশেষ একটি বারের কথা তাঁদের স্মরণ করতে বলি, যে বার ঢাকার নওয়াবের নিমন্ত্রণ রক্ষায় তিনি দেরিতে পৌঁছেছিলেন। দেরির জন্য তিনি অপ্রস্তুত হন নি, লজ্জা বোধ করেন নি, বরং বান্ধবমহলে যা বলেছিলেন তার অর্থ দাঁড়ায় – আমি কবি, ওদের চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে পায়ের ধুলো ঝাড়তে ওদের ওখানে গেছি। 'কবি' হওয়ার এই গরিমা কবি নজরুলের আত্মপরিচয়ের এক নির্দিষ্ট চাবিকাঠি যা দিয়ে তাঁর অন্দরমহলের দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে সবটুকু দেখে নেওয়া যায়।

২

শিল্পীর সঙ্গে তাঁর জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের ধরন ও টানাপড়েনের চরিত্র বহু রকমের হতে পারে। ব্যক্তিমানুষ শিল্পীতে রূপান্তরিত হয় নিজস্ব পরিপার্শ্ব, দৈশিক নিসর্গ-ইতিহাস-সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠতে উঠতে। একটি বিশেষ সময়ে ও একটি বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণের ঋণ শিল্পীর তাই

থেকেই যায়। শিল্পী সেই ঋণ সজ্ঞানে বা অচেতনভাবে শোধ করে চলেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের ধারায়। সমাজের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা তিনি বোধ করতে পারেন, আবার নাও মানতে পারেন। বোধের তারতম্যঘটিত কারণে শিল্পীস্বভাব ও শিল্পের চরিত্র এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন হয়, হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে-শিল্পীর কোনো অঙ্গীকার থাকে না নিজের সমাজের কাছে তিনিও কিন্তু শিল্পীই; তিনি মানুন বা না-মানুন, বুঝুন বা না-বুঝুন তাঁর শিল্প মানুষের জন্যই গড়ে ওঠে, থেকে যায়। মানবসমাজে মানুষের যেমন হাজারো রকমের বিভিন্নতা থাকে শিল্পীস্বভাবেরও তেমনি বিভিন্নতা থাকে।

কোনো জনগোষ্ঠী তার শিল্পীকুলের ভেতর থেকে এক বা একাধিক শিল্পীকে সনাক্ত করে নেয় একান্তই তার নিজের বলে। তখন এই আপন শিল্পীর কাছে তার নিজস্ব দাবি-দাওয়া তৈরি হয়। শিল্পীকেও তা পূরণ করতে হয়, যেহেতু সমাজের মানুষের কাছে ভালবাসার বন্ধনে তিনি ততদিনে বাঁধা পড়ে গেছেন। ছবিটি স্পষ্ট হয় শিল্পী যদি হন বাণীশিল্পী। চিত্রকলা বা ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো বিমূর্ত মাধ্যমের যিনি কারবারী তাঁর ক্ষেত্রেও কখনো-কখনো এমন ঘটা অসম্ভব নয়, তবে তা ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। কারণ রং বা ধ্বনির রাজ্যে গতায়াত বিশেষ ধরনের প্রবণতা বা অনুশীলনের মুখাপেক্ষী। অন্য পক্ষে, শব্দ নির্মাণ করা যাঁর কাজ - শব্দ তথা ভাষা সকলের সাধারণ সম্পত্তি বলে – সেই কবির বা গদ্যশিল্পীর যে-কোনো রচনা সকলের অধিকারের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায়। সেজন্যই কবি-সাহিত্যিকের সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া বা অভিঘাত অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে দ্রুততর হয়, সহজে বোঝা যায়। শিল্পীসমাজের মধ্য থেকে জনগণ তাই বাণীশিল্পীকেই সর্বাগ্রে চিনে নিতে পারে, চিত্রী বা সঙ্গীতনির্মাতাকে বুঝে উঠতে তার সময় লাগে। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল সে কারণেই সহজবোধ্য টপ্পা-ঠুমরি বা খেয়াল-ধ্রুপদের চেয়ে, যেমন মায়াকোফ্স্কি বা ইসিয়েনিন্ সহজতর প্রতীয়মান হয় চাইকোফ্স্কি কি রাহ্মানিনফের চেয়ে।

৩

কবি নজরুলের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের বিতর্ক এক পাশে সরিয়ে রেখেও বলা যায় বাংলা কাব্যে তিনি অনন্য, অভূতপূর্ব এবং ক্ষণজন্মা এক পুরুষ। তাঁর কবিতার বজ্রনাদী কণ্ঠ ও কোলাহলের ব্যক্তিগত রসাস্বাদন যদি সর্বাজনীন নাও হয়ে থাকে তবু এ সত্য থেকেই যায় যে আমাদের কবিতায় এই ওজোরস অভাবিতপূর্ব এবং সর্বাংশে অভিনব। তাঁর কবিতার ভেতর লুকোনো এই আগুন সকল বাঙালিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করবারই কথা। অধিকন্তু সময় ছিল অনুকূলে - কি সামাজিকভাবে, কি রাজনৈতিকভাবে, কি কাব্যেতিহাসগতভাবে। বাঙালি কাব্যভোক্তার চিত্ত ঝড়ের গতিতে জয় করে নেয়া তাই প্রত্যাশিতও ছিল।

কিন্তু এরও ওপরে এবং এর বাইরে আরেকটি সত্য দাঁড়িয়ে থাকে; নজরুলের বাঙালি মুসলমানের কবি হয়ে ওঠা। নজরুল শুধুই 'কবি' নন, তিনি 'মুসলমানের' কবি। তাঁর জীবদ্দশায় একদিকে তাঁর 'কাফের' ফতোয়াপ্রাপ্তি বা অপেক্ষাকৃত মৃদু তিরস্কার এবং অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ 'মুসলমান' কবি হওয়ার স্বীকৃতি -এই প্রতিদ্বন্দ্বী ঘটনা অন্য এক সমাজসত্যের দিকে আমাদের চোখ টানে। সেখানে সাহিত্য বা শিল্প মুখ্য নয়, মুখ্য ধর্মীয় পরিচয়। নজরুলের তাতে কিছু যায় আসে নি। তিনি রমণীবল্লভ ছিলেন, হিন্দু কুমারীর পানিগ্রহণ করেছেন, ইসলামী ধর্মসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, পীর-ফকিরের কাছে মানত বা কালীসাধনাও বাদ দেন নি। তিনি কংগ্রেসী রাজনীতি করতেন, নির্বাচনে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেই উত্তাল দ্বিজাতিতত্ত্বের হুজুগেও মুসলিম লীগের অনুসারী হওয়া তো দূরের কথা, অনুকম্পায়ী পর্যন্ত ছিলেন না। তিনি যথার্থ কালাপাহাড়ী ছিলেন, যেমন বঙ্গীয় মুসলিম নারীকুলে বেগম রোকেয়া। 'মুসলিম কবি' হিসেবে নজরুলের সিংহাসন লাভ পাকিস্তানী যুগের ঘটনা এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে যেহেতু মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা তাই তিনি আমদের 'জাতীয়' কবি। নজরুলের মাথায় এই মুকুট পরানো যেমনই অপ্রয়োজনীয় হোক (কেননা এর সঙ্গে তাঁর শিল্পের মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই) আমাদের, এদেশের মুসলমানের জন্য তা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কবি নয়, স্রষ্টা নয়, স্রষ্টা কবির ধর্মীয় পরিচিতিই প্রধান।

৪

নজরুলের সঙ্গে তার মুসলমান ভক্তবৃন্দের সম্পর্কটি তা হলে কেমন? এই সম্পর্কের ভিত্তিভূমির রচয়িতা কি নজরুল নিজে নাকি তাঁর ভক্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টিকোণ যেখানে শিল্পবোধের জায়গা দখল করে নেয় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনা?

বাঙালি মুসলমানের মন বাঙালিত্ব ও মুসলমানত্বের দোলাচলে দোদুল্যমান বহুকাল থেকে। নিজের আত্মপরিচয় নিয়ে সে এখনো দ্বিধান্বিত। তার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, সংস্কার ও সংস্কৃতি, লোকায়ত জীবনচর্চা ও ইউটোপীয় স্বপ্নপুরাণ ইত্যাদির মধ্যে ঝুলন্ত সে আজও কোনো স্থির নির্দিষ্ট অবস্থান খুঁজে নিতে পারে নি। এই সংশয়ের আবর্তে মজ্জমান মানুষের তৃণখন্ড ধরে বেঁচে যাওয়ার আকুতি নিয়ে সে একদিন 'তার' কবি, তার ভাষার একজন 'মুসলাম' কবিকে খুঁজে ফিরেছে। একজন কবিকে তার মুখ চেয়ে কেন 'মুসলমান' হতেই হবে, সেই চাহিদার বীজ বাঙালি মুসলমানের অসম ও মন্থর চেতনাবিকাশের সঙ্গে জড়িত আছে। পরিপ্রেক্ষিতে ধরা থাকে তার সংস্কৃতিচিন্তার অস্বচ্ছতা এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি বিবেচনা করে তার প্রতিপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের বিশুদ্ধ (!) ইসলামী সংস্কৃতিকে জিতিয়ে দেওয়ার প্রবল আত্মবিধ্বংসী আকাঙ্খা।

নজরুল নিজে কখনো এই আকাঙ্খার শিকার হন নি। হলে তাঁর জীবনচর্চা ও জীবনবীক্ষা অন্য রকমের হত। তিনি

নিজে তাঁর দ্বৈত ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিন্দুতম সংশয়ে কখনো ভোগেন নি। 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা', 'মহররম' কি 'শাত-ইল আরব' ইত্যাদি রচনায় যে ভিনদেশী মুসলিম ঐতিহ্যের পানে তাঁর দৃষ্টিপাত দেখি তার ব্যঞ্জনা প্রতীকী; বাঙালি মুসলমানকে আরবি-তুর্কি-ইরানিতে রূপান্তরিত হওয়ার ডাক দেওয়া নয়। শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থিক সামর্থ্যে প্রাগ্রসর বাঙালি হিন্দুর সামনে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক হীনম্মন্যতার দংশন নজরুল কখনো ভোগ করেন নি; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যবির্তক যেভাবে 'সাহিত্যে খুন' প্রবন্ধে ধরা আছে তা স্মরণ করতে বলি। তাঁর কর্তাভজা স্বধর্মী অনুকারীবৃন্দ বা মুগ্ধ পাঠকসমাজের সঙ্গে মানসিকভাবে তিনি কত দূরে অবস্থান করতেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলো পড়লে। এবং তাঁর এতটুকু অন্তত শিল্পবুদ্ধি ও ঐচিত্যজ্ঞান ছিল যে সকল বাঙালির কবি না-হয়ে কেবলমাত্র বাংলার মুসলিম কবি হওয়ার মধ্যে তাঁর গৌরববোধ করার কথা নয়। প্রথমত; কবি হিসেবে তা হত তাঁর আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিকর; দ্বিতীয়ত, বাঙালি সমাজের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ভাগাভাগি ও জাতপাতের কোনো মূল্য তিনি দিতেন না, তাঁর মনের গড়নই এর এত পরিপন্থী ছিল।

বলা চলে, নজরুল ও তাঁর কাব্যানুরাগী মুসলিম সমাজের মধ্যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান ছিল- অনুভূতি ও চিন্তার দিক থেকে। কিন্তু, তার পরেও কথা ঠিক যে, তিনি তাঁর পাঠকদের ইচ্ছার মূল্য দিয়ে তাদের চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করেছেন। আমার বিবেচনায়, তিনি বাঙালি মুসলমানের হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়ার কাজে নিজেকে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় বাঙালি মুসলমানের সমাজচিন্তা ও সংস্কৃতিধারণার বিভ্রান্তির দিকে ইশারা দেওয়া আছে, তিরস্কার ও পরামর্শ আছে। তাঁর কাছে তাঁর এই বিশেষ পাঠকগোষ্ঠীর প্রত্যাশার চেহারা তিনি স্পষ্টই দেখতে পেতেন, কিন্তু প্রশ্রয় ততটুকুই দিতেন যতটুকু নিজের শিল্পরুচি ও যুক্তিবোধ অনুমোদন করত। আমি বুঝতে পারি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই ছিল এ রকমের– কবি-শিল্পীরা হবেন ধ্রধটদ, ত্রাতা, তাঁরা পথ দেখাবেন, অন্যে সে-পথে চলবে; অন্যের অনুশাসন বা আব্দার মানার দায় তাঁদের নেই। মনে পড়ে যায় রুশ শিল্পসাহিত্যের স্রষ্টাদের মনোজাগতিক বিশ্বাসের কাঠামো: লেখক বা শিল্পী শুধুই শিল্পের নির্মাতা নন, তিনি দার্শনিক, সংস্কারক এবং সমাজের পরিচালনশক্তি। নজরুল একই জগতের বাসিন্দা বলে আমি অনুভব করি।

<u>৫</u>

নজরুলের মতো শক্তিমান কবি কোনো জনগোষ্ঠীতেই প্রায়শ আবির্ভূত হন না। যে-কোনো শিল্পীরই জন্মরহস্য অব্যাখ্যাসম্ভব। শিল্পীপ্রাণকে জন্ম দেওয়ার গভীর ও গোপন কর্মকান্ড সমাজের ভিতরেই চলতে থাকে অদৃশ্যে, অজ্ঞাতে; সময় পূর্ণ হলে তিনি আসেন।

সমাজ বা দেশের তাই কর্তব্য তার কবিকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে হৃদয়ঙ্গম করা, কোনো প্রাক্‌সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে না থেকে নানা দিক থেকে তাঁর মুখের ওপরে আলো ফেলা। 'জাতীয় কবি' বা 'মুসলিম কবি'র মতো অর্থহীন, বুলিসর্বস্ব তক্‌মা খসিয়ে তাঁর পিছনের কবি-আত্মাকে খুঁজে আনাটাই আজ প্রধানতম দায়িত্ব হওয়া দরকার। শিল্পীর জন্যে শিল্পবহির্ভূত যে-কোনো অলঙ্কারই দুর্ভার, দুর্বহ।

তাঁর জীবৎকালের বাঙালি মুসলমানের মন অন্তত এতদিনেও পরিবর্তিত না-হয়ে থাকলে কবি নজরুলের ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের সমূহ সর্বনাশ।

১৯৯২

পুনর্বিন্যাস ১৯৯৯

নজরুল ও শিশু সাহিত্য

হাসানুর রহমান

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য দিকপাল; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একচ্ছত্র কিরণচ্ছটায় যখন বাংলা সাহিত্য দীপ্যমান, ঠিক তেমনি সময়ে কাজী নজরুল ইসলামের আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে। রবি বলয়ের বাইরে তাঁর সরব অভ্যুদয় বিজ্‌লী চমকের সাথে তুলনীয়। নজরুল ছিলেন সব্যসাচী লেখক। সাহিত্যের এমন কোন শাখা-প্রশাখা নেই, যেখানে তাঁর সমুজ্জল পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

সাহিত্যের অন্যতম শাখা শিশু সাহিত্য। নজরুল মূলতঃ বড়দের কবি বা লেখক হলেও শিশু সাহিত্যের প্রাংগনে তাঁর অপ্রতিহত পদচারণা সবিশেষ লক্ষণীয়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা হতে শিশু সাহিত্যের ব্যাপার গুলো একটু ভিন্নধর্মী। শিশু সাহিত্য করতে গেলে লেখককে শিশু কিশোরদের মন-মানসিকতার সাথে মিশে গিয়ে লিখতে হবে তাদের পছন্দনীয় ঢঙে ছড়া-কবিতা-গান, গল্প, নিবন্ধ, নাটিকা এবং সম্পর্কিত শিশুতোষ রচনা। কল্পনার ফানুস উড়িয়ে শিশুদের মনকে নিয়ে যেতে হবে কখনো বা সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পাড়ে, আবার কখনো বা বাস্তব ধ্যান-ধারণার কথা তাদের বোঝাতে হবে মন ভোলানো কথার মালা গেঁথে। শিশুর মনোজগতে করতে হবে স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নজরুল এই শক্ত কাজটি করতে পেরেছিলেন অত্যন্ত অনায়াসে তাঁর বিবিধ শিশুতোষ রচনায়।

শিশু সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অপরিসীম। শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা তাঁর ছড়া-কবিতা-গানে মুখরিত হয়েছে স্বদেশ ও স্বজাতি, দুঃসাহসী অভিযান, সর্বহারাদের কথা, মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস, হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রসংগ এবং ইংরেজ খেদানো, স্বাধীনতা, দেশাত্ববোধ ইত্যাদি। ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর বইগুলোর মধ্যে–কবিতার বই 'ঝিঙে ফুল' (১৩৩২ বাং), কবিতার সংকলন 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৩৩ ইং), নাটিকা ও কবিতা 'পুতুলের বিয়ে'(১৩৪০ বাং), পাঠ্যবই 'মক্তব সাহিত্য' (১৩৪২ বাং), কবিতার বই 'সঞ্চয়ন' (১৩৬২ বাং), কবিতা ও গদ্যের সংকলন 'ঝড়' (১৩৬৭ বাং), কবিতা ও নাটিকা 'পিলে পট্‌কা পুতুলের বিয়ে' (১৩৭০), কবিতার বই 'ঘুম জাগানো পাখি' (১৩৭০ বাং), 'ঘুম পাড়ানি মাসী-পিসি' (১৩৭২ বাং) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের অগ্রন্থিত বিশেষ করে শিশু-সংগীত চোখে পড়ে।

ছন্দের অনুরণন নজরুলের ছড়া-কবিতার ছত্রে ছত্রে। ছন্দপ্রিয় শিশুদের মনের কথা জেনেই চির উপেক্ষিত 'ঝিঙে ফুল' নিয়ে লিখেছিলেন এক অনন্য কবিতা –

'ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল –
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলো দুল –
ঝিঙে ফুল॥''

কিংবা সেই অবিস্মরণীয় কবিতা 'খুকি ও কাঠবেড়ালি'র কথাই ধরা যাক।

'কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ?
বেড়াল-বাচ্চা? কুকুর ছানা? তাও? –'

শিশুর মনোজগত চিত্র-বিচিত্র। মানুষ নয় – এখানে এক কাঠবেড়ালির সাথে হয়েছে তার কথোপকথন।

অথবা সেই 'খাঁদু-দাদু' কবিতা –

'অ মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খ্যাঁদা নাকে নাচ্‌ছে ন্যাদা – নাক ডেঙাডেং ড্যাং।'

মায়ের বাবাকে নিয়ে কি সুন্দর রসিকতা। স্বভাবতই এগুলো শিশু মনকে আকষর্ণ করে। শিশুর মনোজগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। নজরুল নিজেও ছিলেন সদা চঞ্চল।

পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুনিয়া থানার ছোট্ট গ্রাম চুরুলিয়ায় বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে, ১৮৯৯ ইং) নজরুলের জন্ম হয়েছিল পর পর চার ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর পর জাহেদা খাতুন আর বাবা কাজী ফকির আহমদের বড় দুঃখের পাওয়া ধন; মাত্র আট বছর বয়সে হলেন পিতৃহীন। শেষে হতভাগিনী মায়ের মুখে অন্ন যোগাবার জন্যে দুখু মাত্র দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তবের শিক্ষক হলেন – মসজিদে ইমামতি করলেন। পাড়ার ছেলেরা তাদের প্রিয় দুখু মিয়াকে অবশ্য প্রথম থেকেই 'ছোট ওস্তাদজী' বলে ডাকত।

বাবার মৃত্যুর পর শাসন করার মত কেউ না থাকায় ছেলে বেলায় দুখু হয়ে পড়েছিলেন দুরন্ত। দুপুরের খর রোদ্দুরে দুরন্তপনা করে বেড়াতেন। সাঁতার কাটা, গাছে চড়া, মাছ ধরা থেকে শুরু করে যত রকমের দুরন্তপনা আছে, তা' সবই করেছেন। গ্রামের লোকেরা কম বিরক্ত হয়নি দুখু মিয়ার ডানপিটেমিতে। দুখু প্রাণখোলা হাসি হাসতেন। কেউ বলত – 'দুখু হাসির রাজা', কেউ বা বলত – 'দুখু মরা মানুষ হাসাতে পারে।'

এই দুখু মিয়া অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলাম তাইত শিশু-কিশোরদের ভুলে যাননি। শিশু সাহিত্যের ভান্ডার পূর্ণ করেছেন অজস্র গল্প-কবিতা-ছড়া আর গান লিখে। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম মিলনের গান গেয়েছেন, যেমন–

'মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান,
মুসলিম তার নয়ন মনি, হিন্দু তাহার প্রাণ।'

আবার ইসলামী গান লিখে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছেন –

'বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা
শির উচুঁ করি মুসলমান–
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার

ভাঙা কেল্লায় ওড়ে নিশান।'

ইংরেজী ১৯৪২ সনের দিকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মূক হয়ে যান কাজী নজরুল ইসলাম। সুস্থ থাকলে শিশু সাহিত্যের রত্ন ভান্ডার তাঁর অঢেল অবদানে ধন্য হত। তবু সীমিত সময়ের মধ্যে যতটুকু দিয়েছেন তাতেই তিনি অমর। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর নজরুলকে ঢাকায় আনা হয়। বাংলাদেশ তাঁকে 'জাতীয় কবি' হিসেবে বরণ করে নেয়। ১৯৭৪ সনের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে সম্মান সূচক 'ডক্টর অব লিটারেচার ' উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার 'একুশে স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মানিত করা হয় তাঁকে।

বাংলদেশের মাটিতেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ১৩৮৩ সনের ১২ ভাদ্র (২৯ আগষ্ট ১৯৭৬ ইং) ইন্তেকাল করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন চত্বরে চির শয্যায় শায়িত আছেন তিনি। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে একজন কবি বা সাহিত্যিককে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়, তাঁর নাম – কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর রচিত ছড়া-কবিতা-গান বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে। তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের গর্বের অন্ত নেই।

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী

'ধ্রুব' চলচ্চিত্রে নারদের ভূমিকায় নজরুল

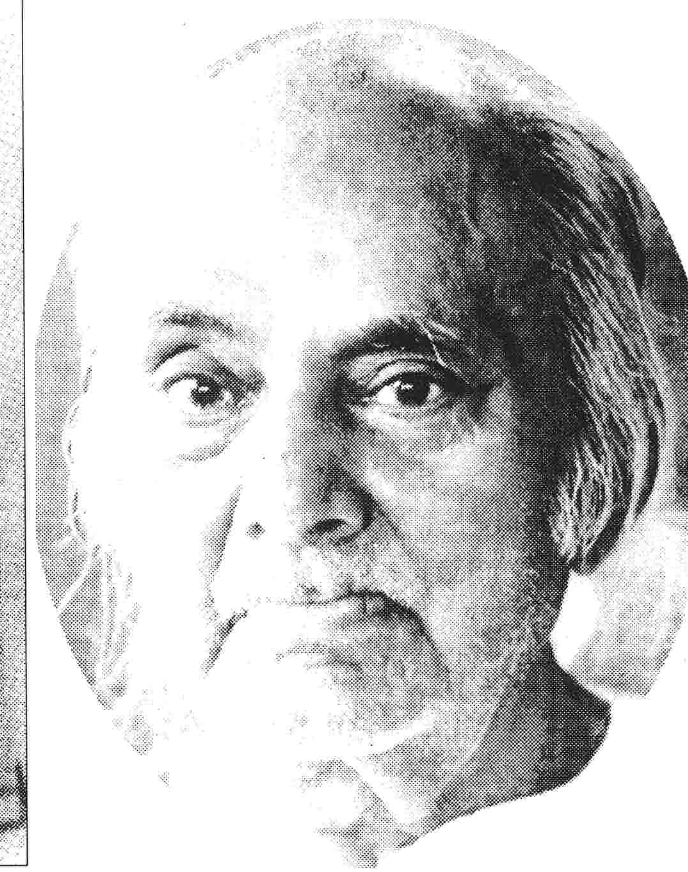

প্রশান্তচিত্ত নজরুল

অনতিক্রান্ত নজরুল

আতাউর রহমান

কবিতা মানুষের আবেগ ও কল্পনার প্রকাশ - মাধ্যম। এই প্রকাশ মাধ্যমের প্রধান উপকরণ ভাষা ও ছন্দ। ছন্দ মানে ভাষার গতি- তার সৌন্দর্য ও সংগীতগুণ। রবীন্দ্রনাথ বলেন - 'মানুষের অন্তরের আবেগ বাহিরের রূপ গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক হচ্ছে। এই জন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্তি হয়, তখন তার গতি না হোলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, জাতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে। আমরা ভাষায় বলে থাকি কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরের বাধন, অন্তরের মুক্তি কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ।'

প্রত্যেক শিল্পের গঠন প্রক্রিয়া আছে। সেই গঠন প্রক্রিয়ায় থাকে শিল্পীর সযত্ন প্রয়াস। সেই প্রয়াসের ফলে শিল্প হয়ে উঠে সার্থক সুন্দর। কবিতা, সঙ্গীত, চিত্রশিল্পের সব শাখা সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতাকে Spontaneous overflow of powerful feelings বলেছেন। আবার কোলরিজের মতে কবিতা হলো Best words in the best order. অপরিহার্য শব্দের বিন্যাসে কবিতা হয়ে উঠে সুন্দর – চিরসুন্দর চিরস্থায়ী। এ জন্য কেউ কেউ কবিতাকে স্মরণীয় বাক্য (Memorable speech) বলেছেন। কবির উপলব্ধি ও উক্তির সার্থক সমন্বয়েই কবিতা হতে পারে স্মরণীয় - চিরস্থায়ী। বাংলায় চন্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের – ইংরেজীতে সেকস্পীয়ার, মিল্টন, শেলী কীটসের – বহু রচনায় আমরা প্রায় স্মরণীয় বাক্য পেয়ে থাকি। নজরুল ইসলামের কবিতায় ও এ রকম অনেক স্মরণীয় পংক্তি ও বাক্য রয়েছে যা আমাদের চেতনা চিন্তা আবেগ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

অনেকের ধারণা নজরুল ইসলাম স্বভাব কবি – তাঁর কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত হলেই তা অবহেলার বস্তু হবে এমন কথা বলা যায় না। ধরা যাক, নজরুলের বিদ্রোহীর কথা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনুধাবন করলে এই কবিতাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলা যাবে না। এর প্রতিটি পংক্তিকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তুলতে কবিকে রীতিমতো ভাবতে হয়েছে। এই কবিতায় আমরা অনেক স্মরণীয় বাক্যের সাক্ষাৎ পাই। সে সব বাক্য আমাদের চৈতন্য আবেগ ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে – আমাদের সত্তাকে রীতিমতো নাড়া দেয়। এই কবিতায় Best words এর বিন্যাস চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌচেছে। বিদ্রোহী একটি সুনির্মিত হর্ম্যের মতো– যার একটি অংশের ও পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভব নয়। এতে অপরিহার্য শব্দ প্রযোজিত হয়েছে। এতে মধ্যমিল, অন্ত্যমিল অনুপ্রাস উপমা রূপক সফলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। পৌনে এক শতাব্দীর পরও এ কবিতা উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল।

'খেয়া পারের তরণী'র মতো ছোট কবিতা শিল্প-সৌকর্যে নতুনত্বে ঝলমল করে। কবি মোহিতলালের মতো সমালোচক এই কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মোসলেম ভারত পত্রিকার সম্পাদককে তিনি জানান – 'খেয়া পারের তরণী শীর্ষক কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও, মাত্রা বিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুরসৃষ্টি করিয়াছে। ছন্দকে রক্ষা করিয়া তালের মধ্যে এই যে একটা অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ ; কবি কোথায় তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই, ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে – কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লংঘন করে নাই – এই প্রকৃত কবিশক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে।'

'শাত-ইল আরব' এমনি আর একটি কবিতা। এ কবিতার ভাষা এবং ছন্দের অপূর্ব কুশলতা পাঠক শ্রোতার প্রাণ ও কাল উভয়কে তৃপ্ত করে।

'দুষমন লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিলমিল
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে
পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর।
জিন্দাবীর

জুলফিকার আর হায়দরী হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর শাতিল আরব! শাতিল আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।

কামাল পাশা কবিতায় –
কামাল! তুনে কামাল কিয়া ভাই
এবং 'মোহররম' কবিতায় –
নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
'আম্মা' লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া –।

সে কালের পাঠকদের বিস্মিত করেছিল। এই বিস্ময়ের প্রকাশ দেখি বুদ্ধদেব বসুর লেখায়। তিনি লিখেছেন – বিদ্রোহী পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পড়ে – মনে হলো, এমন কখনো পড়িনি, কামাল পাশা, কোরবাণী ইত্যাদি কবিতা পড়ার পর তিনি মন্তব্য করেছেন – তাদের দুরন্ত অভিনবত্ব, আমাদের প্রশংসা করবার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিল। তাঁর নিখাদ নির্ঘোষ আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগলো

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়।

নতুনের কেতন সত্যি উড়লো। নজরুল বিখ্যাত হলেন। (কবিতা ত্রৈমাসিক কার্তিক-পৌষ ১৩৫১)

'ধূমকেতু' কোরবাণী, আনোয়ার, রক্তাম্বর ধারিণী মা, মোহররম প্রভৃতি কবিতার গঠন প্রক্রিয়ায় এক রকম অসাধারণ কুশলতা ফুটে উঠেছে – যার ফলে এসব কবিতা হয়েছে অবিস্মরণীয়।

নজরুলের কবিতায় সমাজ ধর্ম ও রাজনীতির কথা অনেক আছে। এ জন্য তার কবিত্বকে অনেকে সাময়িক মনে করেন। কিন্তু তাঁর সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক কবিতা ও গানে সৌন্দর্য ও সার্বজনীনতা আছে। তাঁর কবিতায় ও গানে তিনি বাঙালিত্বের ছাপ দেননি। 'বিষের বাঁশীর সুরে বিদ্রোহের সঙ্গে দার্শনিকতা যুক্ত হয়েছে যে দার্শনিকতায় বন্ধনহীন মুক্ত মনের প্রকাশ ঘটেছে। তার স্বাধীনতার গানের সঙ্গে সত্য সাধনার প্রকাশ অবিচ্ছেদ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন –

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কিরে কেউ সত্য সাধক বুক ফুলে আজ দাঁড়ায়?
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।
(সেবক)

বল নাহি ভয়, নাহি ভয়।
বল মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়।

ওরে সত্য যে চির স্বয়ম প্রকাশ
রোধিবে কি তারে কারাগার ফাঁস?
ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন? আছে তার আছে ক্ষয়।
সেই সত্য মোদের ভাগ্য,- বিধাতা, যার হাতে শুধু রয়।
বল নাহি ভয়; নাহি হয় –
(অভয় মন্ত্র)

এমন বলিষ্ঠ সত্য-প্রীতি কি সাময়িক বিষয় হতে পারে? 'শিকল পরার গান' শুধু পরাধীন বাঙালির নয়। যে কোন দেশের যে কোনো কালের বন্দী পরাধীন মানুষের মুক্তির গান এটি। 'যুগান্তরের গান' বিশ্বমানবের জাগরণের গান। কবি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন –

ভুলেছি পর ও আপন
ছিঁড়েছি ঘরের বাঁধন --
যারা ভাই বন্ধ কুঁয়ায়
খেয়ে মা'র জীবন গোয়ায়
তাদের শোনাই প্রাণ-জাগা মন্তর রে।
(যুগান্তরের গান)

'জাতের বজ্জাতি' গানটি সাম্প্রদায়িকতা ও ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে একটি বজ্রবাণী। সত্যই যদি সৌন্দর্য হয় তবে নজরুলের এইসব সামাজিক বক্তব্য সুন্দর না হয়ে পারে না। এবং সুন্দর বলেই কবির এসব বক্তব্য স্মরণীয়। মানুষের রচিত সমাজ বিধানকে নজরুল ইসলাম স্বীকার করেন নি। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন –

'পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর
বিধির বিধান সত্য হোক
বিধির বিধান সত্য হোক।'

তিনি বিশ্বাস করেন –

'জাতের চেয়ে মানুষ সত্য
অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ ঘরে সব এক সমান।'

ফরাসী দার্শনিক রুশো বলেছেন – Men is born free but every where he is in chains. নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ এই বন্ধনের বিরুদ্ধে এক দুর্নিবার বিদ্রোহ ঘোষণা। এতে বিদ্রোহের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং মানব সমাজে 'যুগ-যুগান্ত' সঞ্চিত ব্যথা-বেদনার প্রতিকারের পথ নির্দেশিত হয়েছে। 'সাম্যের গান গাই' কথাটা সহজ কিন্তু তার তাৎপর্য বহু বিস্তৃত। মানব সমাজের ব্যবস্থায় যত রকম বৈষম্য অসাম্য বর্তমান তা এতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বলতে গেলে এটা একজন সাম্যবাদীর ম্যানিফেষ্টো। এ কাব্যের বহু বাক্য বহু চরণ- উহু উক্তি বহুকাল ধরে মানব মনে সাড়া জাগাবে। পরাধীন পীড়িত বিক্ষুব্ধ নর-নারীর বেদনা ও বিদ্রোহ একই সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে এই কাব্যে। একজন বিক্ষুব্ধ মানুষ কুলি মজুরের পক্ষ নিয়ে বর্তমান সভ্য সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন–

'বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল–
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই ক্রোর পেলি বল?'

কিন্তু এই কবিতা শেষ হয় একজন ধীরস্থির ঋষি কণ্ঠের ঘোষণা দিয়ে–

'সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশি।
একজনে দিলে ব্যথা
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।'

নারী কবিতায় একই সঙ্গে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রহস্য গাঁথা এবং তাদের সামাজিক বৈষম্যের দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নারী স্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী প্রিয়া হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে বহুযুগ ধরে নিপীড়িতা নির্যাতিতা বঞ্চিতা। এই বঞ্চিতা নারীকূলের অভিমান অভিযোগ এ কবিতাকে করেছে চিরস্মরণীয়? সাম্যবাদীর সারল্যই এর সৌন্দর্য। এর অনেক কথাই আমাদের মনে দাগ কাটে, এর অনেক উক্তি সহজ সত্য বলেই আমরা বিস্মৃত হতে পারি না।

'কান্ডারী হুঁশিয়ার' গানটিকে বুদ্ধদেব বসু যথার্থভাবে 'উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী' বলেছেন। বিশেষ করে – ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান চরণটি অপূর্ব অসাধারণ ও অমর। সর্বহারা 'কৃষানের গানে' শোষন পীড়নের যন্ত্রনার সঙ্গে বিপ্লবের আহবান ঘোষিত হয়েছে। তেমনি শ্রমিক বিপ্লবের ধ্বনি

ধ্বংস পথের যাত্রী দল
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল।

বাংলা কবিতায় শ্রেণী সংগ্রামের উদ্দীপনা নজরুলই সৃষ্টি করেছেন এবং তা করেছেন সার্থক ভাষায় সার্থক সুরে।

কারার লৌহ কপাট ভাঙার জন্য যে সাহস – উদ্দীপনা উন্মাদনা প্রয়োজন 'ভাঙার গানে' তাও সার্থক ভাষায় সার্থক ছন্দে ব্যক্ত হয়েছে। নির্যাতিত মানুষের কাছে এ গানের আবেদন কোনদিন ফুরাবে না।

স্বাধীনতার মহিমা যতই ঘোষণা করা হোক তার সার্থকতা মানুষের প্রয়োজন মেটানোতেই –

ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ
চায় দুটো ভাত একটু নুন,

কবি নজরুলের এই উচ্চারণে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। দারিদ্র্য, সিন্ধু, অনামিকা প্রভৃতি কবিতা নিটোল শিল্পকর্মের নিদর্শন এবং আমাদের আবেগের স্মরণীয় প্রকাশ।

হে দারিদ্র্য! তুমি মোরে করেছ মহান–
একথা প্রায়ই স্মরণ করে থাকি।

বহু স্মরণীয় প্রেমের গান, হামদ, নাত, শক্ত সঙ্গীত রচনা করেছেন নজরুল। মানব হৃদয়ের প্রেম প্রীতি ভক্তি ভালোবাসা সে সব গানে সার্থক ভাষায় সার্থক সুরে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে দুটো গানের উল্লেখ করবো– ঐতিহাসিক কারণে। প্রতি বছর ঈদ-উল-ফেতর এলেই আমাদের গাইতে হয় –

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশির ঈদ।

এ গান ছাড়া যেন ঈদের আনন্দই প্রকাশ হয় না। অর্ধশতাব্দীর বেশী কাল পার হয়ে গেল অথচ এমন গান আর রচিত হয়নি আমাদের ভাষায়। মুসলিম জগতের ইতিহাসে এক হৃদয় বিদারক বিষয় কারবালার ঘটনা। ‘মোহররম’ মাস এলেই মুসলিম মানসে আসে বেদনা ঢেউ। এই বেদনার চিরস্থায়ী প্রকাশ নজরুলের এই গান–

‘মোহররমের চাঁদ এ লো ওই
কাঁদাতে ফের দুনিয়ায় ---

তেরশত বছরের রুদ্ধ বেদনা নজরুল ইসলামের এই গানে ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য গদ্যে মীর মোশাররফ হোসেন এই বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন সার্থকভাবে।

বিংশ শতাব্দী শেষ হতে যাচ্ছে। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে যেভাবে যে ভাষায় কবিতা ও গান রচনা করেছেন – আজও তা মানুষের চেতনাকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। সমাজের কথা বলতে গিয়ে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি, রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে তাঁকে স্মরণ করছি, আমাদের প্রেম বিরহের কথা বলতে গিয়ে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি। এই স্মরণীয়তা তিনি অর্জন করেছেন – তাঁর রচনার সার্থকতার জন্য।

নজরুলের সাহিত্য সাধনার কাল ১৯১৯-২০ থেকে ১৯৪০-৪১ পর্যন্ত। এই সময় তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে ছিলেন এক সর্তক সাহসী প্রহরী। সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ সাম্প্রদায়িকতাবাদের মত দুরন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ছিল আপোষহীন ক্ষমাহীন। তাঁর সাহিত্যই এর প্রমাণ।

তাঁরপর অর্ধশতাব্দী কালের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলো – সত্য কথা বলতে গেলে আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর মতো শক্তিমান সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব আর আসেনি। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর নজরুলই বাঙালি সমাজে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক যিনি দেশের সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তার করেছেন। আর এ দেশের এক চির পরিচিত দুশমন সাম্প্রদায়িকতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। মানবতার আহবানে স্বাধীনতার জয়গানে তাঁর কবিতা গানের ভাষা ছিল ক্লান্তিহীন। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর সৈনাপত্য নিঃসন্দেহে আজ পর্যন্ত অনতিক্রান্ত।

রাজেন্দ্র কলেজ

হাসান আল আব্দুল্লাহ্

পুকুরের জলে হাত দেইনি কখনো।

পুরোনো প্রাচীর- রোয়া ওঠা লাল ইটে
ভাবনার অবাক উচ্ছাসগুলো ল্যাম্পপোষ্টের বাতির মতো
সেঁটে যেতে চাইলেই
গোবিন্দ স্যারের ডেরিভেটিভ চিৎকার–
ঐচ্ছিক ম্যাথের কাছে সমবেত হই।

দাবা, কেরামের ঘুঁটি অথবা বিশাল মাঠে ফুটবল দৌড় নয় –
তরল ডালের মজা কেড়ে নয়, দুরূহ সাহস সেই সবদিনে কারোই ছিলো না।
‘উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে----’
অথবা টিউনিং ফর্ক হাতে ক্ষুদে আইনেষ্টাইন, বায়োলজির ব্যাঙের মতো
লাফাতে লাফাতে ছুটে আসা সবচে’ রাগি অধ্যাপিকার কথাও
শেষে চিরচেনা হাসির খোরাক।
টেবিলের দুইপাশে সারিবদ্ধ
প্লেটের শরীর জুড়ে সুস্বাদু ডালের বুকউঁচু বিভোল সাঁতার।

তারুণ্যের সংজ্ঞা না-জানা জীবনসংজ্ঞাহীন তরুণের দল
ছিপছিপে নাহার আপার বুটিক আঁচল –
জানালার ধার ঘেঁষে ছুটে আসা আলোর ফোয়ারা পেয়ে
‘এইতো তরুণ’ বলে জাগতিক নীতিমালা চিৎকারে ফাটাবে যখন
প্রবাসী স্বামীর সাথে তিনিও উধাও---

সারদা সুন্দরী মেয়ে
বার্ষিক ক্রীড়ায় ষ্টেডিয়াম মাঠে ‘যেমন খুশি’র সাজে ডিমের দোকানী–
‘এই দিকে দু’টি ডিম’, আমিও ফারুক। ‘এই দিকে দু’টি ডিম’, ছেলেরা সবাই।
‘এই দিকে দু’টি ডিম’, পুরোটা শহর।
দুই হাতে মুখ ঢেকে ছুটন্ত ট্রেনের বগি সব ফেলে চলে যায়, একে একে
চলে যায় তারুণ্যের ফুটন্ত আশ্বাস---
ডাক্তার ফারুক মধ্যপ্রাচ্যে রোগী দেখে, মিটিমিটি হাসে।
নতুন বউয়ের সাথে পন্টিয়াক গাড়ির ভেতর বোষ্টনে রনক।
নাসিরের গানগুলো রেডিও নিয়েছে অবশেষে। শওকত ম্যাজিষ্ট্রেট----।
আর কবিতার খাতা হাতে
প্রতিদিন যাই আমি গণিত পড়াতে।

স্মৃতি ঘেরা ‘হোম’ থেকে খুব ভোরে
আন্দোলিত ছুটে আসি একে একে রাজেন্দ্র কলেজ।

০১, ২৪, ৯৯
ব্রায়ারউড, নিউইর্য়ক।

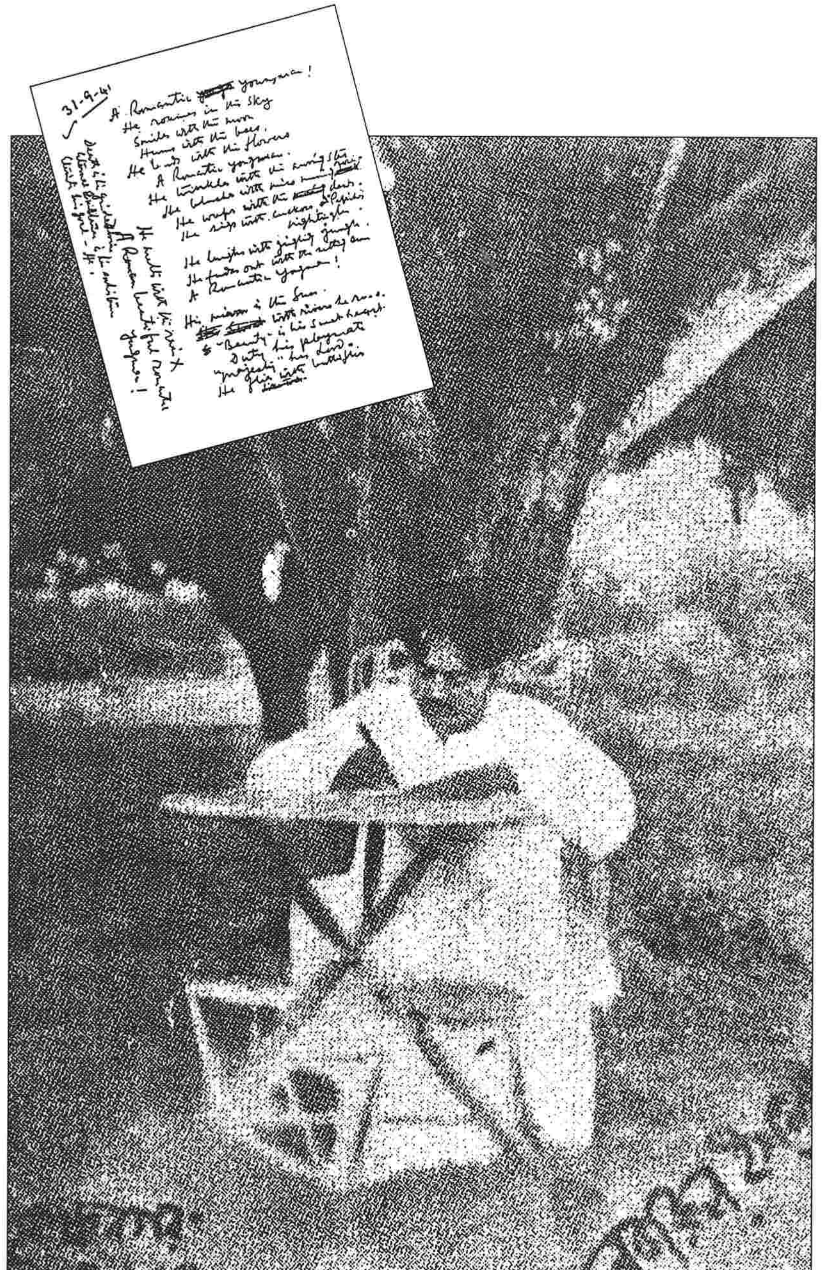

কৃষ্ণ নগরে নজরুল (১৯২৭)

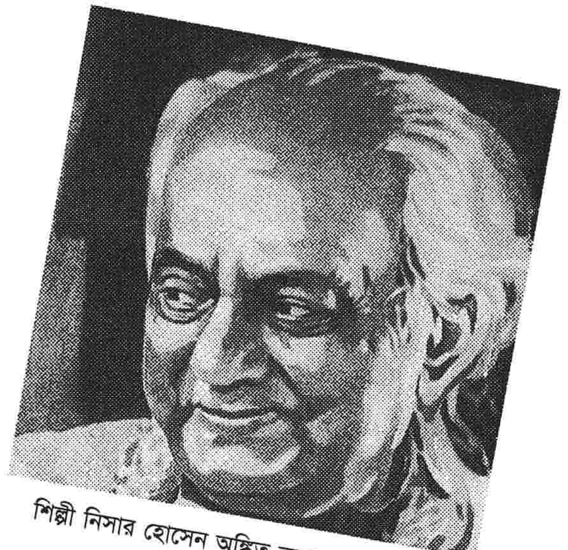

শিল্পী নিসার হোসেন অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

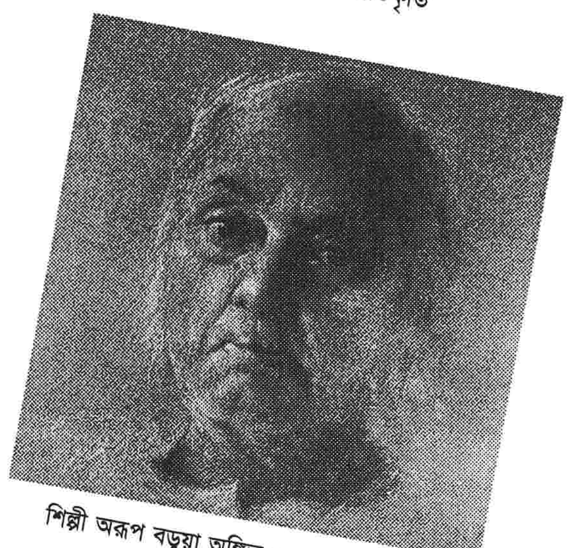

শিল্পী অরুপ বড়ুয়া অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

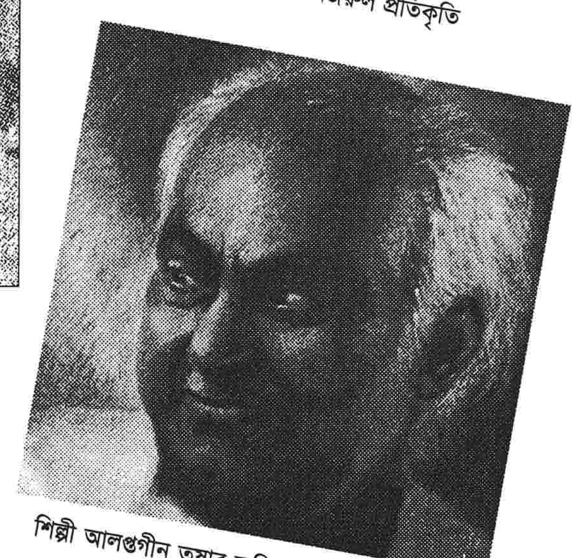

শিল্পী আলপ্তগীন তুষার অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

'সৌখিন' ও নজরুল সম্মেলন

দলিলুর রহমান

১৯৮৭ সালে নিউজার্সী বাংলাদেশ সোসাইটি দর্শনীর বিনিময়ে তাদের প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রথম পর্বে ছিল আমিনুর রশিদ পিন্টু রচিত ও পরিচালিত নাটক 'রাজপথ জনপথ' ও দ্বিতীয় পর্বে মাহমুদ বিল্লাহ পরিচালিত গানের অনুষ্ঠান 'অঞ্জলী'। গোটা অনুষ্ঠানটি ভিডিও করে 'সোসাইটি' বিক্রি করে - উদ্দেশ্য ফান্ড বাড়ানো। যখন দেখা গেল গানের ভিডিও পরিষ্কার আসেনি, তখন গানের শিল্পীরা কিছুটা মনক্ষুন্ন হন। মাহমুদ বিল্লাহ প্রস্তাব করলেন আবার রেকর্ড করার। সে প্রস্তাবে সকলেই সাড়া দিলেন - মাস খানেকের রিহার্সেল ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল কে না দেখতে চায়! গানের শিল্পীরা সবাই একটা করে ভিডিও কপি করে নিয়েছিলেন। ব্যাপারটা 'সোসাইটির' কয়েকজন ভাল চোখে দেখেননি। 'অঞ্জলী' নিয়ে সমালোচনা যখন তুঙ্গে, মাহমুদ বিল্লাহ তখন মাসে একবার ঘরোয়াভাবে বসে গান চর্চার আহ্বান জানালেন। জন্ম হ'ল সৌখিনে'র।

১৯৮৯ সনের ফেব্রুয়ারীতে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে–

'সৌখিনে'র প্রয়াস শুধু সংগীতে আবদ্ধ না রেখে অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও এতে যোগ করা এবং একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করা।

এর মধ্যে ১৯৮৮ সনের ৩১ ডিসেম্বর রাতে আসন্ন নববর্ষ উপলক্ষ্যে 'সৌখিন' এক জলসার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ বাংলাদেশ থেকে সদ্যাগত নজরুল সঙ্গীতের প্রখ্যাত শিল্পী গোলাম সোহরাব। তিনি প্রায় দু'ঘন্টা ধরে গান শুনিয়ে সকলকে বিমোহিত করেন।

নিউজার্সীতে আর যাই হোক নিরলস সাংস্কৃতিক চর্চার চেষ্টাটিকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। ১৯৮৯ সনের ২৭ শে মে 'রবীন্দ্রমেলা'য় যোগ দিতে বাংলাদেশ থেকে বিশেষ অতিথি হিসাবে প্রখ্যাত রবীন্দ্র শিল্পী ও স্কলার সন্‌জীদা খাতুনকে নিউজার্সী বাংলাদেশ সোসাইটি স্পনসর করে আনে। তিনি একক অনুষ্ঠান ছাড়াও সোসাইটির শিল্পীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন। সুপরিকল্পিত এই মেলায় রবীন্দ্র প্রতিভা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয় - মেলার কেন্দ্রবিন্দু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের পর পরই কবি ও গান রচয়িতা হিসেবে যার নাম আসে তিনি হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম। 'রবীন্দ্রমেলা' চলাকালীন আমি নিউজার্সী বাংলাদেশ সোসাইটির বেশ ক'জন কর্মকর্তার কাছে কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে এমন ধরনের অনুষ্ঠান করার জন্য অনুরোধ করি। তারা তখন খুব উৎসাহ দেখালেও পরে কোন উদ্যোগ নেননি।

এদিকে একই বছর বঙ্গ সম্মেলন হতে যাচ্ছে লং আইল্যান্ডে। আমি সৌখিনের নিয়মিত সঙ্গীত চর্চার শেষে কোন একদিন প্রস্তাব রাখি নজরুলের উপর একটি অনুষ্ঠান তৈরী করে বঙ্গ সম্মেলনে উপস্থাপন করার। আমার এই প্রস্তাবটিকে মাহমুদ বিল্লাহ ও মোসাদ্দেক হুসেইন খুব গুরুত্ব দেন। সৌখিনের পরবর্তী আসরে মোসাদ্দেক হুসেইন (তখন

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী

নিউজার্সী বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক) 'নীরব কেন কবি' নামে সৌখিন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান বঙ্গ সম্মেলনে উপস্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। 'নীরব কেন কবি' অনুষ্ঠানটির ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমি ও মাহমুদ বিল্লাহ নিউইয়র্কে গোলাম সোহরাবের বাসায় যাই। অনুষ্ঠানটি পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব এবং সেই সাথে মাসে একবার সৌখিনের গান চর্চায় সাহায্য করার অনুরোধ করলে তিনি রাজী হন। তখন থেকেই সত্যিকার অর্থে - গানের ক্লাশ ভালভাবে শুরু হয়। শিল্পীরা সময় আর অসম্ভব ধৈর্য্য দিয়ে অনুশীলন করেছিলেন দুটো অনুষ্ঠানের জন্য। দুটোই ভাল হয়েছিল।

কবি নজরুল সম্পর্কে আমরা সবাই আবেগ প্রবণ ছিলাম। 'নীরব কেন কবি' অনুষ্ঠানটির পর আমরা মাঝে মধ্যেই আলাপ করতাম - নজরুলকে নিয়ে বড় কিছু করা দরকার। এর মধ্যে বিভিন্ন বৈঠকে নজরুল সম্মেলনের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এই সব জল্পনা কল্পনা কলকাতা অবধি পৌছায় এবং একদিন নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ধীরেন বসু কলকাতা থেকে মোসাদ্দেক হুসেইনকে টেলিফোন করে অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকায় নজরুল সম্মেলন হলে তাতে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঘটনাটির চমৎকার আকস্মিকতায় আমরা সবাই সম্মেলনের ব্যাপারে আরো উৎসাহী হয়ে উঠি। সৌখিনের নিয়মিত গানের স্কুল শুরু করার আগে সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনার জন্য চারটি দায়িত্ব চারজনকে ভাগ করে দেয়া হয়। মাহমুদ বিল্লাহ সার্বিক ব্যবস্থাপনায়, কাশফিয়া বিল্লাহ সাংস্কৃতিক, মোসাদ্দেক হুসেইন আর্থিক ও আমাকে প্রকাশনার ভার। আমি তখন 'সৌখিন' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করেছিলাম। নজরুল সম্মেলনের যে দিকটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল সেটা ছিল আর্থিক যোগান। সম্মেলনের ব্যাপারে তখনও কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব ছিল না। ১৯৮৯ সনের শেষ দিনটিতে আমার নতুন কর্মস্থল রোডআয়ল্যান্ডে চলে যেতে হয়। ফলে সৌখিনের বর্ষশেষের অনুষ্ঠানটি হয় নিউজার্সীর ওমর শামশের বাসায়। বলাবাহুল্য সৌখিনের নিয়মিত স্কুলের জায়গাটিও হাতছাড়া হয়ে যায়।

'সৌখিনে'র বর্ষশেষ অনুষ্ঠানটি অনেককেই চমৎকৃত করে। ১৯৯০ কে স্বাগত জানিয়েই সম্মেলনের ব্যাপারে অনেকে তৎপর হন। জানুয়ারীর মাঝামাঝি মাহমুদ বিল্লাহর বাসায় প্রথম বৈঠক হয়। সবার মনে এক প্রশ্ন, সৌখিনের মত ছোট গোষ্ঠির পক্ষে এতবড় একটা ঝুঁকি নেয়া সম্ভব কি? আগেই বলেছি আর্থিক অবস্থা সুবিধের নয়। ঐ বৈঠকে মোশারফ হোসেন (যিনি পরে সম্মেলন কমিটির আহ্বায়ক হন) মন্তব্য করেন, 'আমাদের সবার প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, তার জন্য আমরা এতটুকু ঝুঁকি নিতে পারবনা? না, পিছুপা হলে চলবে না-----।' ঐ বৈঠকে প্রচার অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে বিভিন্ন পত্রিকায় নজরুল সম্মেলনের ঘোষণা দেয়া হয়। সাড়া পাওয়া যায় উত্তর

আমেরিকার বিভিন্ন সংগঠনের। অনেকেই আর্থিক সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেন। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে কিছুটা জটিলতা দেখা দেয়, কারণ সৌখিন তখনও কোন রীতিসিদ্ধ সংগঠন নয়। এই জটিলতা দূর করার জন্য ১৯৯০ সনের মার্চ মাসে সৌখিনের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়। সৌখিন একটি সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে – by laws লেখা হয় এবং নিউজার্সী ষ্টেটে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়। সেই সঙ্গে সৌখিন tax exempt status ও পায়।

প্রথম নজরুল সম্মেলন - মোশাররফ হোসেনকে আহ্বায়ক করে ৮ সদস্যের প্রস্তুতি কমিটি তৈরী করা হয়। সদস্যরা ছিলেন - আমিনুর রশিদ পিন্টু, ওমর শামশ, ফাহীম আহমদ, জাফর বিল্লাহ, জিয়াউর রহমান, মোসাদ্দেক হুসেইন ও মাহমুদ বিল্লাহ। সম্মেলন কমিটি উভয় বাংলার শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়ে সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত নজরুলগীতি শিল্পী ফিরোজা বেগম ও ধীরেন বসুকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। একই সময়ে কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ধীরেন বসুর উপর বর্তালে তিনি আসতে পারেননি। ফিরোজা বেগম সাথে নিয়ে আসেন জনপ্রিয় শিল্পী সাদিয়া আফরীন মল্লিককে। সম্মেলন উদ্বোধন কালে তিনি বলেন, 'আমাদের বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতি ও সংগীতের ভান্ডারে পরিপূর্ণতা এনেছেন যিনি, তিনি আমাদের প্রিয়, মানুষের কবি – কাজী নজরুল ইসলাম। এই কালজয়ী কবি তার অনন্যসাধারণ সৃজনী প্রতিভার অবদান রেখে গেছেন তাঁর গানে----- আমার মনে হয় কবি নজরুলের এই অমর সৃষ্টির শুধুমাত্র সংরক্ষণ এবং যথাযথ প্রচার ছাড়াও বিশ্বের সর্বত্র সুধীসমাজের কাছে উপস্থাপন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সুদূর উত্তর আমেরিকায় সৌখিন শিল্পী গোষ্ঠি নজরুল সম্মেলনের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।'

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী

যথেষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও উত্তর আমেরিকা প্রথম নজরুল সম্মেলন সম্পূর্ণ হয়। উত্তর আমেরিকার অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসেন তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সময় ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে সম্মেলন সফল করতে। নিউজার্সীর বিভিন্ন সরকারী দপ্তর Proclamation পাঠায় এবং জার্সী সিটির মেয়র ২৭ শে মে ১৯৯০ কে 'নজরুল দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেন।

এরপর আরো চারটি নজরুল সম্মেলন হয়ে গেছে। বষ্টন, ওয়াশিংটন ডিসিতে, নিউইয়র্ক এবং আটলান্টায়। এই সম্মেলনগুলি যেমন নজরুল সম্মেলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছে, তেমনি এর লক্ষ্য অর্জন করে সম্মেলনের উদ্দেশ্যকে স্বার্থক করে তুলেছে। এ বছর বিপা'র সুযোগ্য আয়োজনে নিউইয়র্কে কবি নজরুলের বিশেষ জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। আমরা আশাবাদী যে এ বিশেষ সম্মেলন শুধু আগের ঐতিহ্য বজায় রাখবে না – এ সম্মেলন সুষ্ঠু, সুন্দর হবে এবং বিশেষ আকর্ষণীয় ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হবে।

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

একনজরে উত্তর আমেরিকা
নজরুল সম্মেলনে
এ পর্যন্ত প্রকাশিত
স্মরণিকার প্রচ্ছদসমূহ

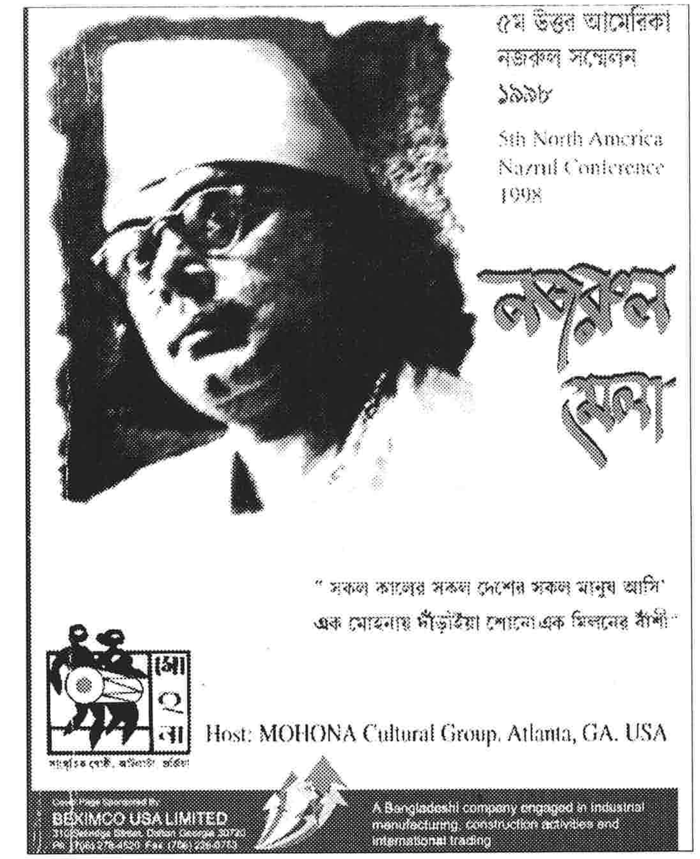

একনজরে উত্তর আমেরিকা
নজরুল সম্মেলনে
এ পর্যন্ত প্রকাশিত
স্মরণিকার প্রচ্ছদসমূহ

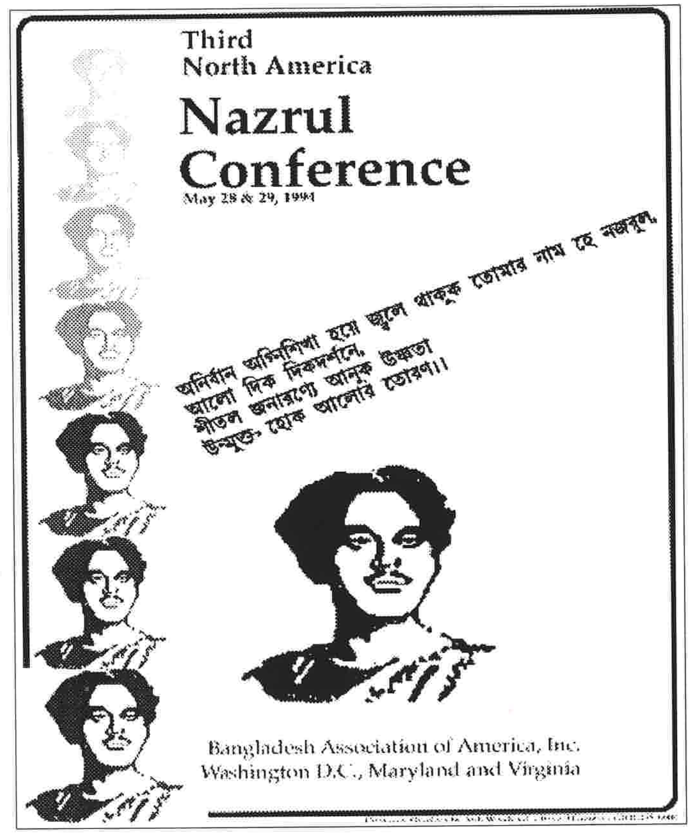

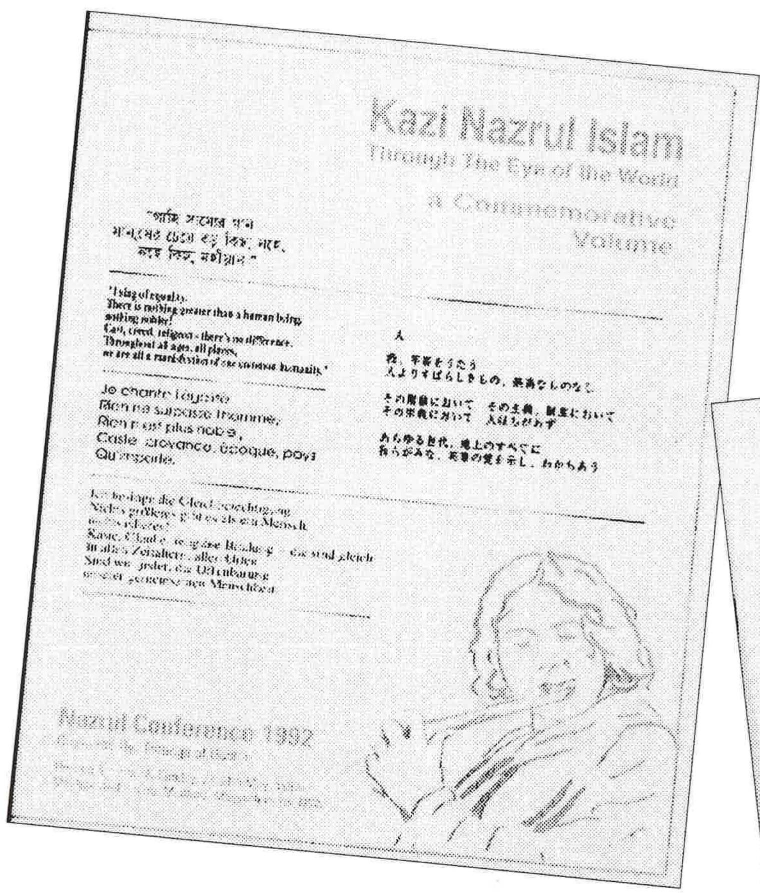

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন' ৯৯

নজরুলের তিনটি শিশুতোষ কবিতা

নাসরিন চৌধুরী

বাংলাদেশের জাতীয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য পরিধি এত বিশাল ও ব্যাপক, কি গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, হাস্যরসের নাটক এমন কোন বিষয় নেই যাতে অসাধারণ নজরুলের প্রতিভার স্বাক্ষর নেই।

ঝাকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ শিশু সাহিত্যে তার প্রতিভার নিবিড় ছায়া রেখে গেছেন। তাই বড়দের পছন্দের কবি যেমন তিনি, ছোটদেরও তেমনি প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

দরিদ্র পরিবারের দুখু নামের ছেলেটি একদিন সূর্যের মত ঝলসে উঠবে, কেউ কি ভাবতে পেরেছিল? অর্থের অভাবে যার পড়া লেখা বেশী দূর এগোয়নি, যাকে অল্প বয়সেই স্কুল ছাড়তে হয়েছিল। বিধাতা প্রদত্ত অমূল্য প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে না, তা যতই প্রতিবন্ধকতা আসুক!

দুখু নামের আড়ালে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যকে করেছেন গৌরবান্বিত, তার ক্ষুরধার কলম তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের চমকে দিয়েছিল। অসির চে মসি বড়, তা নজরুলের লেখা থেকেই প্রমাণিত হয়। অসি শক্তির কাজে সব সময় মসি পরাজিত হয়েছে এবং হবে।

আজ আমি নজরুলের শিশুতোষ তিনটি অসাধারণ কবিতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। নজরুলের কবিতা ছোটদেরও মন কেড়ে নিয়েছে। এ তিনটি কবিতা কোন দিনই পুরনো হবে না। শিশু সাহিত্য রচনা কিছুটা দুষ্কর, কেননা নিজের অন্তরটুকুকে তখন শিশু-কিশোর পর্যায়ে পৌছে দিতে হবে। নজরুল অনায়াসে নিজের অন্তরকে শিশু পর্যায়ে পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নজরুলের খোকার সাধ, খুকি ও কাঠ বেড়ালী এবং লিচু চোর এই তিনটি কবিতা পর্যালোচনা করলে আমরা তার অন্তরের আলোটুকু স্পর্শ করতে পারবো। নজরুল ছোটদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তিনি অত্যন্ত আমুদে মানুষ ছিলেন। হৈ চৈ আনন্দ-উচ্চস্বরে কথা বলা, আসর মাতিয়ে রাখা সবই তাকে মানায়; তার ডাগর দুটি চোখে ছিল পৃথিবীর প্রতি, ছোটদের প্রতি অসীম ভালোবাসা। বড় চোখের সাগরে প্রেম ছাড়া কোন হিংস্রতা ছিল না।

খোকার সাধ কবিতাটি একটি স্বপ্নময় কবিতা। ছোট বড় সবারই সাধ বা স্বপ্ন থাকে। স্বপ্ন বিহীন মানুষ হয়না। স্বপ্ন নিয়েই মানুষের জীবন। ছোটদের মনেও কত সাধ বা স্বপ্ন জাগে বৈকি!

আমি হবো সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুম বাগে উঠবো আমি ডাকি।
সূয্যি মামা জাগার আগে উঠবো আমি জেগে
হয়নি সকাল ঘুমো এখন, মা বলবেন রেগে।
বলবো আমি আলসে মেয়ে ঘুমিয়ে তুমি থাকো
হয়নি সকাল তাই বলেকি সকাল হবে নাকো।

প্রতিটি ছত্রে ছত্রে এক অবোধ বালকের ইচ্ছার বাসনা ফুটে উঠেছে। খোকা কেন সকাল বেলার পাখি হতে চায়? পাখিরা ভোরের আলো ফুটে উঠবার আগেই জেগে যায়। কণ্ঠে সুর তোলে। পবিত্র পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে দেয়। তেমনি খোকাও জেগে যাবে। সূর্য মামা জাগার আগেই তার জেগে উঠবার আকাংখা।

মা তো একটা আলসে মেয়ে, রেগে খোকাকে আরো ঘুমাতে বলবে। মায়েরাতো সচরাচর এমনই। অথচ খোকা বলে দিয়েছে, 'তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে'।

অর্থাৎ সূর্য উঠলেই সকাল হবে এমন তো কোন কথা নেই, নিজেকে সে সূর্যের সঙ্গে, পাখির সঙ্গে তুলনা করছে। ছোট্ট খোকার চমৎকার স্বপ্ন, সূর্যকেও সে হার মানাবে। এমন শ্রুতি মধুর কবিতা ছোটরা চিরকালই ভালোবাসবে।

খুকি ও কাঠবেড়ালী, কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতাটিও বাংলা শিশু সাহিত্যে অনবদ্য সৃষ্টি। একটি ছোট্ট মেয়ে, গাছে চড়ার সাধ্য নেই। গাছভর্তি পেয়ারা, ডাসা ডাসা। একটা চঞ্চল কাঠবেড়ালী পেয়ারা গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে ছুটছে, ছোট্ট মেয়েটা লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এমন একটি সাধারণ দৃশ্য আমাদের চোখেও পড়তে পারে। কিন্তু কজন নজরুলের মত সেই মুহূর্তে ছোট্ট খুকিটি হয়ে যেতে পারে। কেউ পারে না। পারে শুধু একজন, তিনি সবার প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনিই লিখতে পারেন এমন কবিতা।

কাঠ বেড়ালী কাঠ বেড়ালী পেয়ারা তুমি খাও?
গুড় মুড়ি খাও? বাতাবি লেবু? বেড়াল বাচ্চা কুকুর ছানা তাও?
ডাইনি তুমি হোৎকা পেটুক খাও একা পাও যেথায় যেটুক
পেটে তোমার পিলে হবে কুড়ি কুষ্টি মুখে
হে ভগবান একটি পোকা যাস্ পেটে ওর ঢুকে।

প্রতিটি ছত্রে ছত্রে এক দ্যোতনা। সুরের লহরি। কাঠ বেড়ালী খুকুর কথা শুনে ছুটে ছুটে এ ডাল ও ডাল করছে। ভারী মজা তার কেননা, সে অনেক উচুতে। খুকুর পছন্দের গুড়মুড়ি খেতে যেতে যেন ওর বয়েই গেছে ভাব খানা এমন।

খুকি রেগে বলে –
যা তুই উচাঁ
তাই তোর নাকটা বোঁচা।

সত্যিই তো উপরে যতই লাফাও তোমার কিন্তু বোচা বোচা নাক, খুকির মত তুমি সুন্দর নও। খুকির হৃদয়ের আকুলতা ভারি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে প্রতিটি ছত্রে ছত্রে।

কাঠ বেড়ালীকে সে কখনও বৌদি হতে বলছে, রাংঙাদি হতে বলছে, আবার মুহূর্তেই হেসে গড়াগড়ি খেয়ে বলছে,

এমা তুমি ন্যাংটা পুটু?
ফ্রকটা নেবে?
জামা দুটো?

না? এত উপঢৌকন তাতেও দুষ্টু কাঠবেড়ালীর সাড়া মিলছে না। একটা পেয়ারা সে দিচ্ছে না। খুকির রাগের মাত্রা উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। শেষ অস্ত্র হিসেবে সে বলে রাঙাদাকে ডাকবো? দেবে ঢিল। বড়রা যে সব সময়ই শক্তিতে বুদ্ধিতে ছোটদের চাইতে অধিক খুকি তা স্বীকার করছে। রাঙাদা যার আছে, তার আর ভাবনা কি? রাঙাদা একটা ঢিল ছুড়লেই যথেষ্ট। অথচ শেষ মেষ কাঠ বেড়ালীই ভেংচি কেটে চলে যাচ্ছিলো। খুকির তখন ক্রোধের উদ্রেক হয়। তখন সে বলে –

দাতঁ দেখিয়ে দিচ্ছ ছুট
কাঠবেড়ালী তুমি মর.
তুমি কচু খাও।

এই অসাধারণ কবিতাটি নজরুল কুমিল্লার কান্দির পাড় থাকাকালিন সময়ে লিখেছিলেন। খুকির বয়সি শিশু কিশোরীরা পৃথিবীতে যতদিন থাকবে, এ কবিতা তাদের মুখে থাকবেই। এখানেই এ কবিতাটি রচনার সার্থকতা।

দুরন্ত প্রকৃতির নজরুলের আরো একটি কিশোর বিষয়ক কবিতা লিচু চোর।

বাবুদের তাল পুকুরে
হাবুদের ডাল কুকুরে
সেকি বাস করলে তাড়া
বলি থাম একটু দাঁড়া।

আমাদের চারপাশে দুরন্ত এবং চঞ্চল প্রকৃতির বালকদের অভাব নেই। তাদেরই একজন লিচু চুরি করতে যেয়ে কিভাবে মালির হাতে ধরা পড়ে, শেয়াল ভেবে কুকুর দেখে আৎকে উঠে সবই লিচু চোর কবিতার ছত্রে ছত্রে অসাধারণ ভাবে ফুটে উঠেছে।

গ্রাম বাংলার চিরন্তন সবুজ প্রকৃতি, গাছপালা গ্রাম্য বালকের চরিত্র সবই নজরুলের কবিতায় সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। গ্রামের কিশোর বালকেরা নিজের বাগানের চেয়ে অন্যের বাগানের ফলমূল, ফুল সবই পেতে অধিক ভালোবাসে। এটাই তাদের সহজাত প্রকৃতি। লিচু চোর কবিতাটিতে আমরা লক্ষ্য করি অবশ্য বালকটি কান মলেছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছে, সে আর কখনও অমন করে চুরি করতে যাবে না। কেননা, এমন ভয়ংকর পরিবেশ যেখানে সৃষ্টি হয়, প্রাণ বাঁচানো দায়, অমন চুরিতে কারো আকষর্ণ না থাকারই কথা।

কাজী নজরুল ইসলাম ছোটদের জন্য দুহাত ভরে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন। ছোটদের প্রতি তার ছিল অসীম ভালবাসা। বাংলা সাহিত্য নজরুলকে দিয়ে হয়েছে সমৃদ্ধ। জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃত আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, দীর্ঘ কাল তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে বেঁচে ছিলেন, তাতে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা না হলে আমরা আরো অনেক সমৃদ্ধ হতে পারতাম। আমাদের বাংলা সাহিত্য এই অমিত তেজের অগ্নি পুরুষ নজরুলের স্পর্শে ধন্য হয়েছে। নজরুল চিরকাল বেঁচে থাকবেন তার লেখনির মাধ্যমে। ছোট বড় সবার প্রিয় কবি নজরুল ইসলাম চির অমর, চির ভাস্মর।

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন '৯৯

বাংলাদেশ ও ভারত থেকে আগত নজরুল বিশেষজ্ঞ ও শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

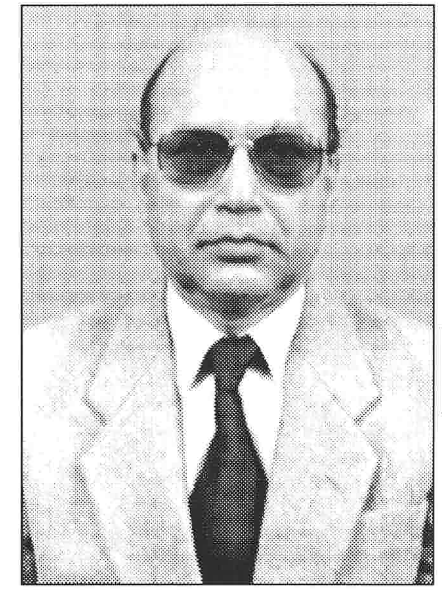

অধ্যক্ষ করুণামময় গোস্বামী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ করুণামময় গোস্বামী শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ও নজরুল গবেষক হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গীতবোদ্ধা মহলে তিনি উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। দুই দশকের অধিককাল যাবত তিনি নিরন্তর সঙ্গীত বিষয়ক গবেষণায় এবং লেখালেখিতে লিপ্ত। বিভিন্ন জার্নালে, ম্যাগাজিনে ও জাতীয় দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীতে তাঁর বহু সংখ্যক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পত্রস্থ হওয়া ছাড়াও ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে তাঁর মোট ২৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে তিনটি অনুবাদ গ্রন্থ, ছয়টি ইংরেজী গ্রন্থ ও ছয়টি শিশু-কিশোরদের জন্যে লিখিত। ২৪টি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র দু'টি ব্যতীত অন্য সবগুলিই সঙ্গীত বা সঙ্গীত ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কিত। এছাড়া তাঁর সম্পাদনায় ও সংকলনে আরও দশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গবেষণাকর্ম ও লেখনী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। এই বছরের জুনে অর্থাৎ আগামী মাসে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিতব্য ঐটরফটভঢ ঋভডহডফমযণঢধট মত ঘমরফঢ ুল্রধড এর নতুন সংস্করণের দক্ষিণ এশীয় সঙ্গীত বিষয়ক খন্ডে Music of Bangladesh and West Bengal শিরোনামে বাংলা গানের সামগ্রিক ইতিহাস বিষয়ে তাঁর লিখিত প্রায় ২০ হাজার শব্দের একটি সুবিশাল নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে গৃহীত হয়েছে।

সঙ্গীত গবেষণার ব্যাপক অঙ্গনে বিচরণের জন্যে সুপরিচিত হলেও ডঃ করুণামময় গোস্বামী নজরুল গবেষণার জন্যেই সমধিক খ্যাতিমান। শুধুমাত্র কবি নজরুলের সঙ্গীত ও সৃষ্টিকর্ম বিষয়ে তাঁর লিখিত বইয়ের সংখ্যা সাত। তন্মধ্যে তিনটি ইংরেজীতে। তাঁর পিএইচডি অর্থাৎ ডক্টরেট ডিগ্রীর গবেষণার বিষয়বস্তুও ছিল মূলত নজরুল সঙ্গীত যার শিরোনাম ছিল 'বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান'। এটিও বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকার নজরুল ইনষ্টিটিউট তাঁকে ১৯৮৭ সালে নজরুল স্মৃতি পুরস্কার ও স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করে। এ ছাড়া তিনি আরো বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি সরকারী প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ভারত ও পাকিস্তান সফর করেছেন এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গবেষণাকর্মের বিবরণী আমেরিকান বায়োগ্রাবিক্যাল ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত Who's Who of Cotemporary Achievement গ্রন্থের আসন্ন পঞ্চম সংস্করণে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

গবেষণাগ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশের বাইরেও ডঃ করুণামময় গোস্বামীর সংকলনে ও সম্পাদনায় বাংলা সঙ্গীত বিষয়ে চারটি সিরিজে অনেকগুলি অডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে।

এসব ব্যাপক ও বিপুল কর্মযোগের স্বীকৃতি স্বরূপ অধ্যক্ষ করুণামময় গোস্বামীর নাম আমেরিকার The International Directory Distinguished Leadership গ্রন্থের নতুন সংস্করণে প্রকাশের এবং ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ এর ইন্টারন্যাশনাল বায়োগ্রাফিক্যাল সেন্টারের অর্ডার অব ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপ এর জন্যে নির্বাচিত হয়েছে।

শারমিন সাথী ইসলাম

বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী শারমিন সাথী ইসলামের জন্ম কুমিল্লায়। তাঁর গানে হাতে খড়ি অলোকা দাশ, মানস কুমার দাশ এর কাছে। পরবর্তীতে তিনি ঢাকায় আনন্দ ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওয়াহিদুল হক এর কাছে সঙ্গীতে তালিম নেন। ভর্ত্তি হন ছায়ানট-এ এবং সুমন চৌধুরী ও খায়রুল আনাম শাকিল এর কাছেও গান শেখেন। এ বছর ছায়ানট থেকে সঙ্গীতের কোর্স সমাপন করেন তিনি। শিল্পী শারমিন সাথী ইসলাম বিবাহিত ও এক সন্তানের জননী। স্বামী বুলবুল ইসলামও একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও আনন্দ ধ্বনির সঙ্গে জড়িত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য।

বাংলাদেশ ও ভারত থেকে আগত নজরুল বিশেষজ্ঞ ও শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শিপ্রা বসু

দক্ষিণ এশীয় সঙ্গীতের ভুবনে শিপ্রা বসু একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি লক্ষ্ণৌ ঘরনার ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একজন প্রখ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী। প্রথিতযশা পন্ডিত প্রয়াত চিন্ময় লাহিড়ীর শিষ্যা শিপ্রা বসু ঠুমরী, গজল, দাদরা এবং অন্যান্য ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একজন বিশিষ্ট সাধক। তাঁর গায়নভঙ্গী লক্ষ্ণৌর অনন্যসাধারণ শিল্পী বেগম আখতারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নজরুল সঙ্গীতের একজন অতি উচ্চ মানের শিল্পী হিসেবেও শিপ্রা বসু সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর গায়কী, পরিশীলিত কণ্ঠ, সুরের রাজ্যে অনায়াস বিচরণের পারঙ্গমতা তাঁকে উপমহাদেশের সঙ্গীতের রাজসভায় আসন দিয়েছে।

শিপ্রা বসু আজ শুধু উপমহাদেশেই সমাদৃত নন, অন্যান্য যেসব দেশে উপমহাদেশীয়দের বসবাস সে সব স্থান থেকেও তাঁর আমন্ত্রণ আসে। তিনি ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠান করেছেন।

লন্ডনের বিখ্যাত রয়াল আলবার্ট হল এবং কুইন এলিজাবেথ হল- এ তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে প্রশংসিত হয়েছেন।

নন্দিত শিল্পী শিপ্রা বসু'র বেশ কয়েকটি সিডি ও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে।

গোবিন্দ বসু

গোবিন্দ বসু উপমহাদেশের সঙ্গীতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তবলার একজন উঁচু মানের সাধক। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তিনি দেশে ও বিদেশে বহু অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে প্রশংসাধন্য হয়েছেন।

তাঁর বিখ্যাত পিতা প্রয়াত সঙ্গীতাচার্য অনন্তনাথ বসুর কাছে দীক্ষা নেন গোবিন্দ বসু এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও সহজাত দক্ষতার গুনে আজ তিনি কতটা বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই তথ্য থেকে যে, তিনি স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপমহাদেশের সঙ্গীতের দিকপাল বলে পরিচিত পন্ডিত রবিশংকর (সেতার), ওস্তাদ বেলায়েত খান (সেতার) পন্ডিত নিখিল ব্যানার্জী (সেতার), হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া (বংশী), শিবকুমার শর্মা (সন্তুর), ওস্তাদ আমির খান (ক্লাসিক্যাল- কণ্ঠ), গিরিজা দেবী (ক্লাসিক্যাল-কণ্ঠ), ওস্তাদ আমজাদ আলী খান (সরোদ), বেগম আখতার (ক্লাসিক্যাল-কণ্ঠ), পন্ডিত যশরাজ (ক্লাসিক্যাল-কণ্ঠ) এবং ভীমসেন যোনা (ক্লাসিক্যাল-কণ্ঠ) প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে তবলা বাদন করেছেন।

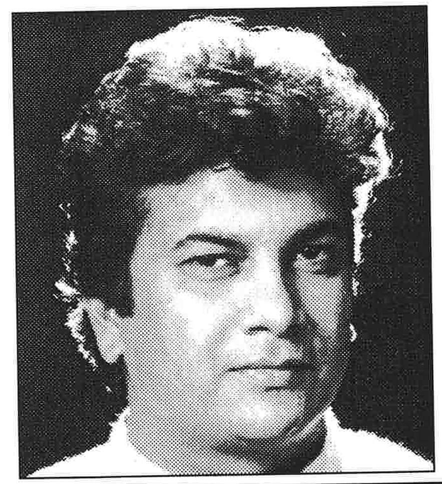

খায়রুল আনাম শাকিল

নজরুল সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা বাংলাদেশে কাজ করেছেন, নজরুল সঙ্গীতের যাঁরা অনুরাগী, নজরুলের গানের যাঁরা একনিষ্ঠ শ্রোতা, খায়রুল আনাম শাকিলের নাম তাদের কাছে অজানা থাকার কথা নয়। দীর্ঘদিন ধরে রেডিও, টিভি, মঞ্চসহ বিভিন্ন মাধ্যমে শুদ্ধ নজরুল গানের চর্চাকে যাঁরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন খায়রুল আনাম শাকিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শাকিল শুদ্ধ নজরুল চর্চার পাশাপাশি নজরুল সঙ্গীতের শিক্ষার্থী ও শ্রোতা তৈরি করে চলছেন তাঁর নিজস্ব গায়কিতে। শাকিল বাংলাদেশের প্রথম সারির সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ছায়ানটের সচিব। এটাই তাঁর বড় পরিচয় নয়, ছায়ানটের তিনি একজন শিক্ষক।

এই খায়রুল আনাম শাকিলের সঙ্গীত জীবন ছোটবেলা থেকে শুরু হলেও নির্দিষ্ট কোন ছকে বাঁধা গন্ডির মধ্যে ছিলেন না। মামা মাহমুদুর রহমান বেনুই তাঁর প্রথম শিক্ষক। শাকিল তখন নজরুল, রবীন্দ্র রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, ডিএল রায়সহ বিভিন্ন জনের গান পরিবেশন করতেন। '৬৮ সালে তৎকালীন টিভি শিশু প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রথম হন।

স্বাধীনতার পর শাকিল নজরুল সঙ্গীতের শিল্পী হয়ে উঠলেন। শাকিলের কথায় 'খেয়াল ভাঙ্গা গান নজরুল'। খায়রুল আনাম শাকিল বিভিন্ন সময়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছেন মাহমুদুর রহমান বেনু, পাবনার নারায়ণ চন্দ্র বসাক, ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদ সাগীর উদ্দীন খান প্রমুখের কাছে। আর নজরুলের গানের তালিম নিয়েছেন অঞ্জলী রায়, সোহরাব হোসেন, শেখ লুৎফুর রহমান প্রমুখের কাছে। খায়রুল আনাম শাকিল ১৯৭৪ সাল থেকে টিভিতে গান গেয়ে চলেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর চারটি একক গানের ক্যাসেট বেরিয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে খায়রুল আনাম শাকিল একজন প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী। এক সন্তানের জনক শাকিলের সহধর্মিনী মাসুদা আনাম কল্পনাও নজরুল সঙ্গীতের শিল্পী এবং ছায়ানটের শিক্ষিকা।

বিপার তিন শিল্পীর প্রকাশিত সিডি

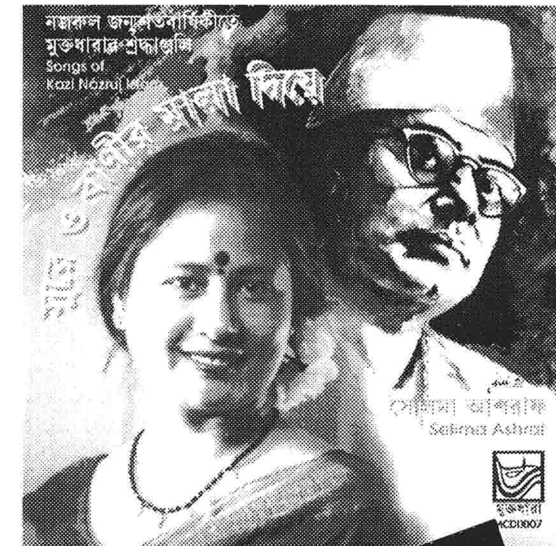

সেলিমা আশরাফ

নিউইয়র্কের বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সেলিমা আশরাফ দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে সঙ্গীত সাধনা করে আসছেন। সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী এই শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক গান ও পল্লীগীতিতেও সমভাবে পারদর্শী। শিল্পী সেলিমা আশরাফের সুরঋদ্ধ কণ্ঠ মাধুর্য সুধী মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। নজরুল জন্মশতবর্ষে শিল্পীর একটি সিডি প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তধারার পরিবেশনায় ও কলকাতার দুর্বাদল চট্টোপাধ্যায়ের আয়োজনে 'সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে' শীর্ষক এই সিডিতে ১২টি গান স্থান পেয়েছে।

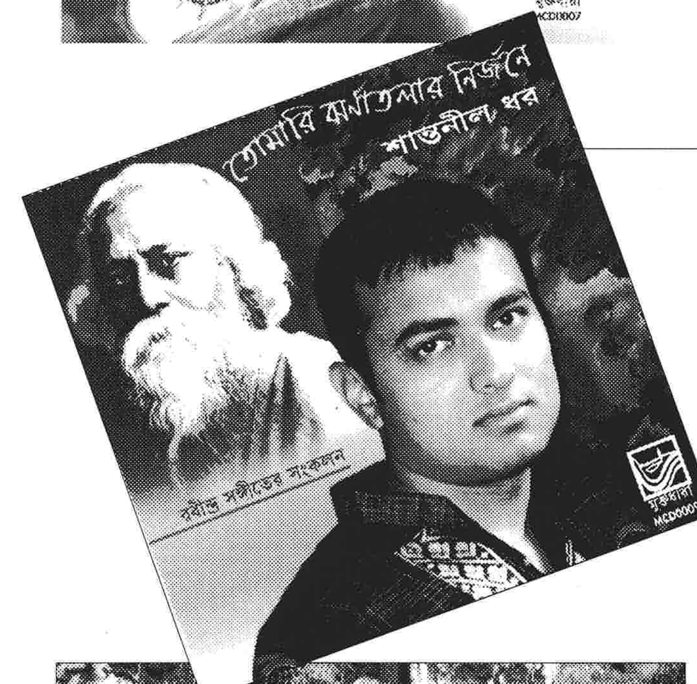

শান্তনীল ধর

অসাধারণ কণ্ঠসুধার অধিকারী তরুণ সঙ্গীতশিল্পী শান্তনীল ধর যিনি বাংলাদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ আয়োজিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় 'অনন্য' নির্বাচিত এবং জাতীয় শিশু পুরুস্কার প্রতিযোগিতায় পর পর দু'বার স্বর্ণ বিজয়ী হন। প্রবাসে স্বল্পতম সময়ে তাঁর কণ্ঠ বোদ্ধামহলের দৃষ্টি কেড়েছে। সুরের খেলায় অনায়স বিচরণে পারদর্শী শিল্পী শান্তনীল ধরের একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিডি প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তধারার পরিবেশনায় ও কলকাতার দুর্বাদল চট্টোপধ্যায়ের আয়োজনে 'তোমারি ঝর্ণাতলার নির্জনে' শিরোনামে প্রকাশিত এই সিডিতে শিল্পীর ১৪টি গান স্থান পেয়েছে।

জাকির হোসেন মামুন

প্রবাসের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী জাকির হোসেন মামুন বাংলাদেশে সঙ্গীত ভবন, সুমন চৌধুরী ও রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার কাছে সঙ্গীতের তালিম নেন। সম্প্রতি তাঁর একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিডি প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাধনায় একনিষ্ঠ এই শিল্পী দীর্ঘকাল থেকে প্রবাসে বসবাস করছেন।

Scripture

Nazrul's poem Lekha translated
by Soud A. Choudhury

Always I hide myself
Behind my own scripture,
All others but I live
Sipping those melodies' necter.

Bathed under the stream of moonlight
While the nature sparks,
The moon spends sleepless night
Grabing her sullying marks.

My fist's strike-thunderous
Their memory well bears,
But know not why thunder roars
In a rainy day of tears.

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন '৯৯

TEENAGE NAZRUL IN KAZI SHIMLA

(As narrated by Kazi Shamsun Nessa)

by **Dewan A. Ahmed**

She was sitting on an armless wooden chair in her verandah. It was a bright winter morning. The sun was full on her face. She was sitting, as usual, as she had nothing to do. With two pull-overs on, she was just sitting. At a distance the kids of the neighborhood were at play in the sun. She was casting occasional looks on them, at times enjoying the vigor and vivacity of the children, at times drawing her eyes from them and falling, as if, into a reverie.

She now lives in her memories :

An old lady of well-to-do and aristocratic Muslim stock, over seventy-five years of age, she was looking back into the days of her youth. The days when she was married to a police officer, the days when her husband was posted at Asansole on his first appointment after the necessary training at Sardah, the days when her husband happened to meet a young boy at a bakery and the days when she was given the responsibility of rearing up the young lad --- all the unforgettable moments come crowding in her mind. On slightest suggestion she was being transported on the wings of her imagination to the world that is no more. The time has gone with the wind. Her husband had left her long ago. The boy whom she tried to rear up with motherly affection had long stopped addressing her 'maa'. She felt she was carrying the burden of her life without any purpose. She was living only in her memories.

Far from the noisy city :

This lady whom I met recently on an assignment from this newspaper is still living. Far from the mading crowd's ignoble strife in the heart of a village in Mymensingh she passes the fag end of her life. Kazi Shimla, wherein her husband's homestead is located, is only eight miles off the district head quarter. But the old lady prefers the serene tranquillity of the sights and sounds of nature to the din and bustle of city life.

I was sitting close to her. She had spectacles on. Yet I could see in her eyes her voice choking when she was giving me some details of her association with Boy Nazrul who came to be recognized as one of the greatest poets in his later life.

She was not worth the task, She sighed:

It was a bit difficult to get the sequence of time in her narration. Time has effaced much of her memory, but surprisingly enough, she recollected all about Boy Nazrul. She could

hardly forget that God given her the responsibility of bringing up a great son, but indeed she was too incapable of controlling and educating this uncontrollable and indomitable genius. "I am an ordinary woman", she sighed. After a training at Sardah Police Academy, her husband, Kazi Rafizullah, was posted at Asansole. She also accompanied her husband there. Her husband was a very great hearted man and he used to help the poor and meritorious boys whenever he found an occasion to do it.

The boy at a bakery in Asansole:

One day, it so happened that a boy at a bakery shop caught his eyes. On inquiry he came to know that the boy belonged to a respectable family in Churulia, but at the sudden death of his father, he had to drive headlong into the stern realities of life. At the bakery he was employed at a monthly salary of Rs 5/-. Kazi Rafizullah was drawn to the boy for his intelligence. Boy Nazrul had uncommon sharpness in his talks. He had also sweet voice. Kazi Rafizullah heard his Gazals and at once decided to take charge of his education. But he did not give his mind straight-away. He started frequenting the bakery more often than he used to. He kept an eye on him and after a close observation he was confirmed that the boy was destined to be a great man. The boy had an uncommon personality and his face and the expression of his eyes marked him off the common run of humanity. He was genius and the stamp of his talent was discernible.

One day, on one of his usual visits to the bakery, Kazi Rafizullah called the boy and asked:

"Do you like to continue your studies?"

Quick came a counter query from the boy, "I have no money. Who will defray my educational expenses?"

Kazi Rafizullah knew that a straight

proposal might wound sentiment or prestige of the boy. He therefore, took time to tell the boy his plan to educate him. The boy was moved by the sincerity of the proposal and he agreed to it. But he was also aware that his admirers-associates in Asansole would not allow him any time for study. It was on his desire that he was brought to Kazi Shimla, the ancestral home of Kazi Rafizullah.

Passage to Kazi Shimla:

Boy Nazrul was put in the Dari Rampur High School which is now connected with Mymensingh by a 13 mile long dirt road. Boy Nazrul used to attend this school walking down from Kazi Shimla, which is five miles away from the institution. Mohim Babu was the Head master of the school at that time. Among Nazrul's classmates was Abul, the younger brother of Kazi Rafizillah, but he is no more in this world. Many of his classmates are now dead.

But Kazi Rafizullah's wife who was in charge of Nazrul soon found that she was too weak to mother this indomitable boy. She showered all of her affection upon Nazrul who, is turn, took full advantage of her soft corner for him. Boy Nazrul, hardly attended school. He used to while away his time in wild pastimes with his fellows. He was much adept in mimicking the peculiarities of other people. By and by he composed verses extemporaneously to tease others. Under the shade of a tree near the marshy land of Thoni Bhanga he held conferences with his band of naughty young boys and relished tobacco in a hukka which was kept in the branch of a tree. Instead of preparing his lessons he wrote songs in his script and next moment he tore off the pages. He used to roam about singing songs and his band of boys followed him. The flute was a favorite instrument to him and he could play upon it with some command. One of his songs which is still fresh in the memory of the grand old lady of Kazi Shimla runs as follows if rendered into English: "I have no home anywhere, I live here and there."

Nazrul failed to pass Bengali:

Boy Nazrul, whenever he liked, spent the whole night singing songs. He stole Kalai fruits from the farm and shared the booty with the friends. Angling was one of his hobbies and he brought many catches everyday. Nazrul also used to visit the father's house of Kazi Shamsun Nessa, the wife of Kazi Rafizullah and whenever he went there his visits touched off great enjoyment in the village. This was the quality of the boy that young and old all were drawn to his company for merriment and songs. In this way Nazrul spent a full year at Kazi Shimla and Dari Rampur. At the annual examination, he composed a few poems in the examination script of Bengali. Nazrul failed to pass in Bengali but got through in other subjects somehow. When Kazi Rafizullah came home from Asansole, he called him and wanted to know why he could not study seriously and

what were his difficulties. He also took him seriously to task for the negligence of studies. Nazrul was promoted to class IX and Kazi Rafizullah managed his food and lodging near the school so that he could attend classes regularly and went away to his place of work. The lady could not tell me how much under the new arrangement Nazrul devoted himself to his studies, but she said that whenever Nazrul got an opportunity he came to Kazi Shimla and spent his time in the usual manner. He collected pitchers full of date juice and prepared 'Gur' 'Patali' (indigenous sweets) by boiling the juice throughout the night. He was very fond of 'Khir' etc. He was never attentive to studies. He was promoted to class X in this way next year. One day on the pretext of going home from which he was away for nearly two and half years, Nazrul left Kazi Shimla never to return to that place.

Kazi Shamsun Nessa, now in the fag end of her life, told me in a choked voice that her husband searched for Nazrul, but in vain. The young boy had by that time joined war.

The lady whom Nazrul called 'Maa' told me all about the school life of the poet. There was much digression in her talks. Occasionally her voice fell and she had to control her emotion by an effort.

"Haven't you met Nazrul since he left your home?" I inquired.

'No. But my husband tried to meet him once in the early thirties when Nazrul's fame had spread far and wide. We were in Burdwan. My husband went to Calcutta on official business and on that occasion he went to Nazrul's house. Unfortunately Nazrul was out. My husband had no time to wait for long. Therefore he came back disappointed. Later, Abul Kalam Shamsuddin (Editor of Dainik Pakistan) married in our family and on many occasion he met Nazrul at different literary forums. By the by Nazrul came to know about his relationship with us and expressed his desire to visit Kazi Shimla sometime. But he never came.

With rapt attention I had been listening to the memories of the old lady. The day was far advanced. I took my leave and made it a point to bend my way through Dari Rampur. The school where Nazrul studied still exists. In the same campus Nazrul Academy under the patronage of the local people has been established. Near this school and Nazrul Academy there are two other institutions named after the poet. There are Nazrul Free Primary School and Nazrul Forkania Madrassah. Both these institutions are in most wretched condition. There has been no effort by the government to preserve the documents of Dari Rampur school in which many accounts of Nazrul's school life can be obtained. A the cross Suta river at a distance, there stands the Banyan tree at the foot of which Nazrul and his band of merry young boys used to gather and spend a lot of time singing songs and making fun. The foot of the tree is now cemented. While I was taking photographs of these places with which poet Nazrul as a boy had a deep association, I wished the mute objects of nature could speak out the pang of their seperation with the boy who loved both man and nature and sang their glories.

(Note: This article was written as a special assignment for news paper on Kazi Nazrul's life in Kazi Shimla when he was a teenage boy of fifteen years old. Published on June 8, 1968 in The Wave. Some of the facts mentioned here may have changed after the independence of Bangladesh.)

১৯২৯ সালে রাজশাহ মুসলিম ক্লাবে নজরুল। বাম থেকে দাঁড়িয়ে ঃ মুহম্মদ আবদুল মজিদ, শেখ উমেদ আলী, আবুল ফজল শামসুল ইসলাম (নাবালক মিয়া), অজ্ঞাত, এজাজউদ্দীন আহমেদ, আবদুল হাকিম খান চৌধুরী, আজীজুল আলম উকিল, কালু মিয়া, অজ্ঞাত, একামউদ্দীন সরকার। চেয়ারে উপবিষ্ট ঃ নজরুল (মধ্যস্থলে); বাম থেকে ঃ নবীরউদ্দীন, মুহাম্মদ শরাফুদ্দীন জির, অধ্যাপক শেখ শরফুদ্দীন, বালক আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, মহসীনউদ্দীন আহমদ, আবদুল জব্বার (ওরফে কালু মিয়া) ও আবদুস সামাদ

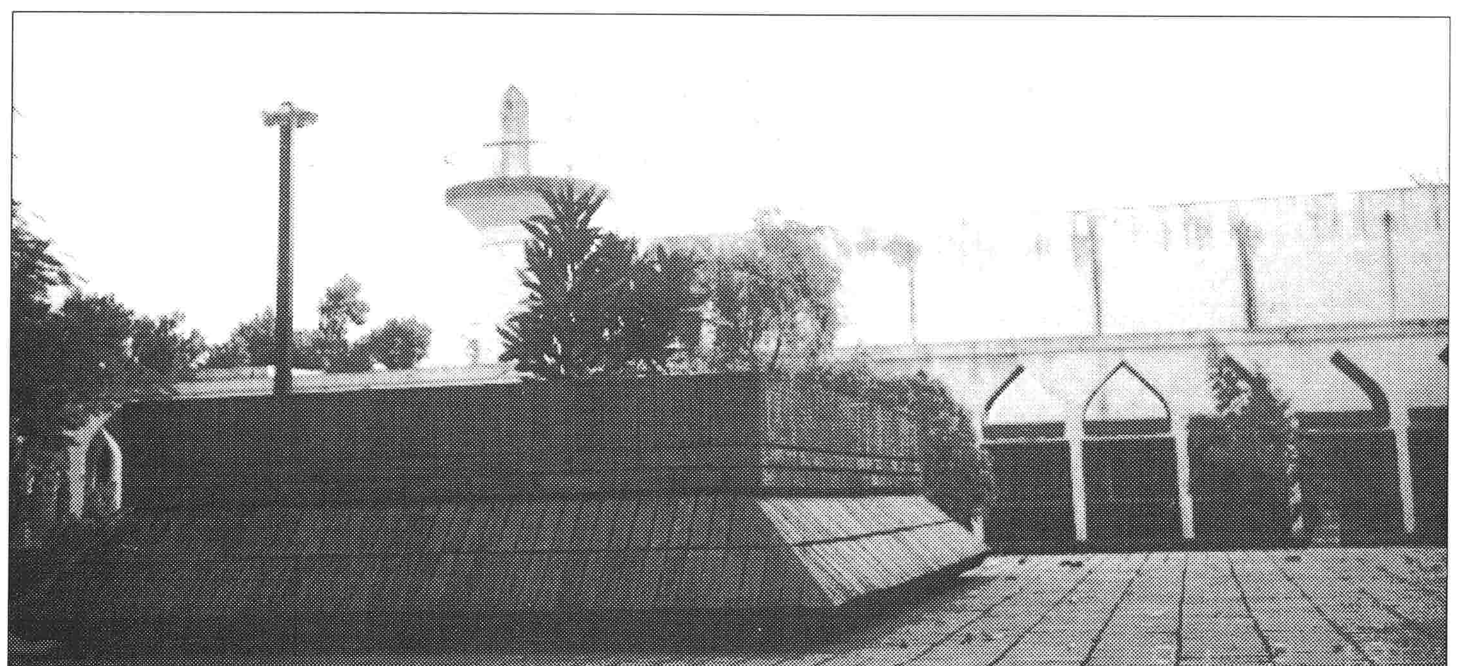

কবির সমাধি-সৌধ

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

KAZI NAZRUL ISLAM AND THE VOICE OF POETRY IN THE AFFAIRS OF HUMANKIND

BY **Winston E. Langley,** *Professor*

International Relations Program, Political Science Department, University of Massachusetts-Boston

In one of his most incisive essays, "The Voice of Poetry in the Conversation of Mankind"[1,2], the late Michael Joseph Oakeshott, one of the few outstanding political philosophers of the twentieth century, details for his readers his view of the role of poetry in human life. That essay, in the view of this author, properly places poetry in the special position it has unofficially occupied in the cultural evolution of humankind. Oakeshott, however, while having sought to focus on human beings in general, meditated exclusively on Western sources. Had he gone beyond the West, he might have encountered one of the most remarkable poets of all time, the Bangladeshi Kazi Nazrul Islam, who was born in 1899 and lost his mental capacities in 1942, although he lived until 1976. With that encounter, Oakeshott would not only have returned to examine more deeply and widely the poetry of the West, but he would have, as well, expanded the role he associated with the voice of poetry.

The objective of this essay is to give a brief look at Oakeshott's view of the role of poetry, to examine Nazrul Islam's conception of that role, and to show how much more comprehensive and enriching is the latter's outlook. The work will conclude by noting how pertinent Nazrul's poetry is to some major concerns of contemporary life.

In his written meditative journey to an illumination of what he viewed as the voice of poetry, Oakeshott pointed to a number of views which other thinkers have urged as defining of that voice. Among them is that of "a regrettable distraction from the proper business of living", a "holiday excursion" from which one always hopes to return to work and other practical activities, and a mode of thought which affords us particular kinds of criticism of human conduct. Further, other thinkers have opined, it offers a record and disseminates a special kind of moral education in which good emotions are not merely described and re-commended but actively awakened within us. And while it reflects the structures and operations of so-

1

2 See Michael Okeshott, *Rationalism in Politics and Other Essays* (Indianapolis, IN: Liberty Press, 1991), pp. 488-541.

ciety, poetry also helps to purify the corrupt consciousness those structures and operations produce. Finally, Oakeshott looked at the view of the German poet Schiller—a view which sees poetry as providing a relief from the uniformities and rigidities of life narrowly concentrated upon practical endeavor. And in what he described as "a notorious piece of hyperbole", Oakeshott took note of the contention by some that poetry is unacknowledge legislation.[3]

The actual or supposed role of poetry cited in the preceding paragraph, notwithstanding, Oakeshott's view is that the voice of poetry resides elsewhere. It is the human activity which engages in the making and moving of and among images—an activity which seeks not to provoke either moral approval or disapproval, or to communicate an emotional experience or evoke such an experience in others, but one which expresses something unique, the uniqueness of self. That self, not communicable in advance, cannot be chosen; it merely unfolds from the imagining function of poetry. And because of its uniqueness, it cannot imitate the voice of practice without risking becoming a counterfeit. So the voice of poetry is fresh, and, like children, delights in activties; it is a voice which shapes a disposition which, while reflecting itself in its unique utterance, seeks not the assimilation of other selves, or to confirm or refute another, but to "evoke another and join... to compose another and more complex image of the same kind."[4]

The above definition from Oakeshott has multiple suggestions, especially as it seeks to distinguish between the voice he assigns to poetry from that which others, as quoted above, have associated with it.For our consideration in this essay, however, the most important distinguishing attribute, from the standpoint of Oakeshott, is that the voice he came to identify with poetry has no *practical* end. That is, itseeks no service or recompense for service. Like love or friendship, it does not concern itself with what can be made out of another, what acceptable opinion she or he holds; love and friendship simply "evoke interest, delight, and unreasoning loyalty."

[3] *Ibid.*, p. 533.
[4] *Ibid.*, p. 540; See, also, Christopher MacGowan, (ed.) *Letters of Denise Levertov and William Carlos Williams* (New York: New Directions Books, 1998), p. 117.

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

The eyes do not seek recompense for seeing, either. And yet, seeing, from the standpoint of the human being whose optical apparatus is engaged in that activity, is eminently practical. So how can one say that the eye seeks no recompense for seeing and yet successfully contend that seeing is a practical activity?

One does so by noting that the activity and the organ which provides for or makes possible that activity do not exist in isolation. They exist *in relationship* to the wider universe, including the organisms (human beings, for example) that possess the eyes, which do the seeing we are discussing. Human beings have and do pursue practical ends; and thus, the eye and seeing (like poets and the voice of poetry) do likewise have and pursue many practical ends with which humans have been associated. Such ends may include a sense of community, in face of crippling alienation. A careful reading of Oakeshott suggests that even in his identification of the voice of poetry, there is an overlooked expression of the practical.

That suggestion is that poetry seeks but to "evoke another and join...to compose another and more complex image of the same kind." But making or composing an "image of the same kind" with others, out of our own *uniqueness* is perhaps very practical; it may be the only way by which human beings find a proper sense of orientation, a sense of community, and, most important, a sense of unity. Indeed, perhaps recompense comes in the form by which "uniqueness" is recognized, avoids aloneness, and even gains social validation, although it is not generally accepted. And this brings us to Nazrul Islam.

He did not, to this writer's knowledge, advance any explict theory concerning the voice of poetry. So, if one is to define or otherwise elaborate on his understanding of that voice, one must do so by a process of deduction and inference. Inferring and deducing from Nazrul Islam are, fortunately, not difficult, because of the varied, rich, and, particularly in the specific areas under discussion, consistent utterances we have from him. For him the ends of poetry are not only practical—and practical in all the specific senses we had previously touched on—but he would passionately contest our separation or distinction between the practical and the non-practical. We will move to support this claim by examining, in turn, the human need for effectiveness, orientation, and unity.

As the human individual progressively gains an awareness of self, she or he also becomes conscious of a huge, complex, and overpowering world—a world within which the individual might experience him or

herself only passively, as a mere object. To experience oneself in this manner, only, is to experience oneself without a sense of one's will and identity, as well; it is also to experience oneself as impotent. Human beings who, for purposes of ensuring survival have at different times and under varying circumstances acquiesced in conditions which have rendered them passive and impotent, have never *accepted* those conditions. So to compensate for the sense of felt impotence, they have always sought to acquire a counter-sense of being able "to have an effect", that is, of being able to have an impact. (And by impact is meant merely the capacity to bring into being, to achieve, to carry out, or to fulfill some self-willed of self-chosen end). To be able to have an impact, to have an effect on other people or things and not merely be affected by them, is to be effective, to assert one's will and one's self; it is also to be able to [5]satisfy a basic need in all humans—the need for effectiveness.[6]

In colonial empires, as within any system of socio-cultural domination, the dominant social class (if it is to succeed in asserting its will and reproducing the domination-subjugation dynamic of the society it has created and seeks to preserve) has always sought to "reduce to impotence" the subject population. Nazul Islam was born at a time when Britain was at the height of its imperial control of his country. And within that imperial control, social respectability for the local population ("the natives") depended on the degree to which she or he could unyieldingly conceal or deny the local culture behind an impeccable "Westernized appearance". In short, the degree to which the subject classes denied or even absented themselves, culturally, would determine the extent of their success and respectablity. In fact, in one's own country, the local culture was viewed as a "source of alien cultural influence and moral corruption".[7]

In an environment where one's means of economic livelihood, one's source of social advancement (schools, colleges, universities, and even language), as well as one's sense of self is controlled by others, one can hardly, as was the case for individuals in Nazrul Islam's country during most of the first half of the twentieth century, have a sense of effectiveness. Phrased in another manner, the colonial Bengal of

---

5

6 Erich Fromm, *The Anatomy of Human Destructiveness* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973), p. 235.

7 *Ibid.;* See, also, Donald E. Pease, "Imperial Discourse" in *Diplomatic History* Vol. XXII #4 (Fall, 1998), pp. 605-615; Partha Chatterjee, "The Disciplines in Colonial Bengal" in Partha Chatterjee, ed., *Text of Power* (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1995), p. 1-29.

"British India" was based on a denial, to the local population, of their sense of effectiveness. That denial had created in many deep doubts about their identity and their capacity for independent self-assertion. The voice of poetry, through Nazrul Islam, gave expression to the need for that effectiveness. In no poem was that need more forcefully expressed than in his "The Rebel", a few lines of which is quoted below.

I am irresistable, cruel and arrogant,
I am the king of the great upheaval,
I am cyclone, I am destruction,
I am the great fear, the curse of this universe.
I have no mercy,
I grind all to pieces.

I am disorderly and lawless ,
I trample under my feet all rules and discipline!...

I am creation, I am destruction,
I am habitation, I am grave-yard,
I am the end, the end of night!...

I shall kill warriors
And bring peace and harmony to the universe!...
I shall uproot this miserable earth effortlessly and with ease,
And create a new universe of joy and peace.
Weary of struggle, I, the great rebel,
Shall rest in quiet only when I find
The sky and the air free of the piteous groans of the oppressed...

Many have seen, in this poem, elements of romanticism and love. Those elements are there. Far more significant, however, is the fact that the poem agitates against passivity, against being an object; it is a call to action, to construct a new identity, to mold a new being. This merciless destroyer of order and law, who tramples under foot all rules and discipline—including the rules and discipline internalized by the degraded self the British had contrived for the people of Bengal—is also creator. Like one of his counter-parts in the West, Percy Bysshe Shelley, Nazrul Islam believed that one must create from within one's own wreck the very thing one seeks and contemplates—in this case, a "new universe of joy and peace". Nazrul Islam was using the voice of poetry, which in this case captures even what he called the "mighty primordial shout" or push to ensure the individual and collective fulfillment of his people's need for effectiveness. And for those who did not fully understand his efforts, those who found him either strange

Invoking images of typhoons, the roar of the oceans, the rush of hurricanes, as well as the blindness of cyclones and the blood lust of warlords to invite the "spirit of rebellion" would not, by themselves, have been enough to mobilize the people of Bengal, however. The voice of poetry must evoke and compose self and other in all their complexity. And the materially poor but spiritually complex and rich people of Bengal had to have their senses solicited with like richness and complexity. Hence, in the midst of images of fire, hell, and cyclones, we find the rebel as the "bitter tears of the widow's heart", the "pain and sorrow of all homeless sufferers", and the consciousness of the "insane" who has suddenly come to know her/himself, after the crumbling of false barriers. Coupled with such counter images, one finds tones of tenderness, longing, sadness, fertility, and innocence—all waiting to be liberated in a new day. So, the rebel assumes another identity:

> I am the trembling first touch of the virgin
> I am the throbbing tenderness of her first stolen kiss
>
> I am the fleeting glance of the veiled beloved,
> I am her constant surreptitious gaze...
> I am the shy village maiden frightened by her budding youth.
>
> I am the soothing breeze of the south,
> I am the pensive gale of the east.
> I am the deep solemn song sung by the wandering bard.

The search for effectiveness cannot be properly realized, unless and until another human need is at least partially met. That need is what has come to be called orientation.

The late Erich Fromm, who elevated this need to its deserved place of preeminence, defines it as the need for a "map of (the) natural and social world, without which (one) would be confused and unable to act purposefully and consistently."[8] Why? Because, claims Fromm, the human "capacity for self-awareness, reason, and imagination—new qualities that go beyond the capacity for instrumental thinking of even the cleverest animals—requires a picture of the world" and one's "place in it that is structured and has inner cohesion."[9] It is from *one's place in it*, a fixed point, that one organizes all the impressions that impinge on one, that one gains doubt or certainty about one's ideas—whether those ideas be based on

[8] Fromm, *op. cit.*, p. 230.
[9] *Ibid.*

modern science, ancestor worship, Marxism, or Buddhism, out of which one shares a consciousness with those around him or her.

Nazrul Islam did not philosophize about the need for orientation; he felt it instinctively. He knew he could not simply seek to uproot the spiritually stifling and morally corrupt political system which sapped the strength of his people, after denying to them a fixed place from their own culture from which they could organize all their impressions. He knew that something had to be created; and that both deliberate destruction and creation had to be grounded on a people who had some sense of their individual and collective effectiveness as well as a sense of their self-defined (not imposed) place in the broader scheme of things. That place is equality in a *renewed* Bangal and in a *new* world of joy and peace. The people of Bengal would at once be citizens of their own country and citizens of the world; they would have membership as equals in Bengal and in the human family, after they had forged a union to break the "false barriers" that had separated people.

The orientation of the individual to the local (and this is found in the extraordinary symbols he used in his poetry) and to global society is remarkable in itself, but it is all the more so, when one considers that at the time of Nazrul's writing, the international system which had come out of World War I was confronted with many divisions: those based on the disappointment and hypocrisy of the post-War settlements, those linked to the rising tide of nationalism and fascism, those informed by the arrogance of class and imperial domination (the latter, like fascism, was also deeply implicated in racism), as well as those shaped by the abuses and resentments of those dominated. But Nazul Islam's search for orientation was more an expression of an impulse, as said before—as if wombing the yearnings of humankind as a whole—than a consciously espoused philosophy.

His very being seems to have been defined by an awareness that in the midst of the divisions mentioned above, there was something even more profound affecting humankind: the alienation and felt separateness, the aloneness and even the "lostness" which comes from the very freedom and independence for which human beings fight and, if successful, gain. That something is the existential split (between the need for independence and unity) in each individual and group . So, one cannot relate exclusively with

oneself (narcissism); one, as an individual and as a social collectivity, has the need to relate to others, to form *affective* ties, to establish bonds, to have unity. And whether that unity be secured through drugs or through sexual encounters, the sub- ordination of one's energies to to an all-consuming passion such as fame, the control of others which comes from the exercise of power (sadism), or the forgetting of self in the form of trances, it is the same principle. Nazrul Islam, like the fifth century BC Chinese sage, Mo Tzu,[10] who focussed on the universal person, espoused the human need for unity—unity on a global scale. Hence his carrying "the message of revolt to the earth and the sky" against all divisions and socio-cultural marginalization of humans, and, as a sign of humankind's glorious victory, escorting the "flag of triumph at the gate of the world". With that triumph, he could sing not only the equality of human beings, but, with "all impediments and differences removed between Hindu, Buddhist, Muslim, and Christian", the flute of Orpheus could play for all. He also understood that it is the universal character of things which at once emphasizes and gives excitment and significance to individual and particular expressions.

This fearless and merciless rebel and comet, who did "spit in the face of death"[11] to carry out the sought revolution, who understood that the God of ritual was hollow and could not ensure the fulfillment of human aspirations, and who would, therefore, burn the whole of creation (including the human-constructed hollow gods), also knew of our need for stimulation and excitement. He was, therefore, the "gay laughter of the generous heart" and "the unfettered joy of life". Let us now return to Nazrul Islam and the voice of poetry.

From what has been previously said, the reader should perceive that Nazrul Islam's poetry, while expressing the uniqueness of self or a given thing, also extends its images "to evoke another to join...to compose a more complex image of the same kind". In the poem, "The Rebel", we see from an earlier quote, for example, that he used the image of "the trembling first touch of the virgin" to create the image of innocence, and calls into being "the fleeting glance of the veiled beloved" and the "shy village maiden frightened by her own budding youth" to compose a more complex image of the "same kind"—innocence.

---

[10] *Basic Writings of Mo Tzu, Hsun Tzu and Han Fei Tzu,* Trans. by Burton Watson (New York: Columbia University Press, 1967), pp.40-49.
[11] From Nazrul Islam's poem "The Comet".

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

One also finds the same characteristic in his use of the image of changeableness and destruction to invite a more complex image of destruction as also an agent for new beginnings. So one finds the rebel, who is the great destroyer and cyclone, one who crushes under foot "all rules and discipline", and who is at once the grave-yard and "the end", is as well "the end of night..."At the end of night is a new dawn.

The voice of poetry is not merely a neutral creator of images which exhibit or point to a certain degree of correspondence between and among things, however. After all, every form of analogizing (in which poetry engages) exposes degrees of correspondence between phenomena. What distinguishes the voice of poetry is that it brings to human consciousness the kinship with and relatedness to all things, in particular the kinship with all human beings. That kinship implies a moral order, which suggests that the aims we have which end with self are not only miserable but exists outside that moral order.

The moral order is not neutral; it calls us to action, to make choices on behalf of our kin. The voice of poetry is, therefore, one that tells us we are not alone (should not be self-imprisoned), and one that makes it possible for us to imagine and create with and from the imagined that which at any given time is beyond us—that which we are <u>not yet</u>. Nazrul Islam saw the voice of poetry in this larger sense, and, in so seeing, he falls within a select company of great humanists, who have shared five fundamental beliefs. First, that human beings possess the capability to solve their own problems through a reliance on their own imaginative faculties. Second, that courage and freedom of creative action make individuals, in association with others, victors over fate and masters of their own destiny. Third, that "association with others" include national and international co-operative action in social and economic matters to support human happiness—a state of being which is its own justification. Fourth, that ethics should undergird all human values, experiences, and relationships, with one's loyalty hinged to the happiness and the unfolding of the individual and collective human personality, regardless of nationality, race, social standing, religion, language or other status. And fifth, that the solicitation of human aesthetic sensibilities, through the widest possible development of art should be an an inescapable reality in all areas of social and political experience. It is from this type of reality that people will come to understand and appreciate not only beauty and nature—especially their links to nature—but to recognize, esteem and cherish the role of the

imaginative faculties in shaping human possibilities and fulfillment, and in avoiding acquiescence and complicity in the degraded political orders which inflict pain and injustice.

It is out that this humanist tradition that one should locate Nazrul Islam, just as one would Beethoven and Shelley, for example. In his Fifth Symphony, we find Beethoven portraying and celebrating human triumph over fate, and, in his Ninth Symphony, culminating in Schiller's "Ode to Joy", triumphantly proclaiming the sisterhood/brotherhood of humankind. In the case of Shelley, one has only to examine his"Prometheus Unbound".

Here Shelley's work recounts how Prometheus, a god representing the human mind, imagination and will, transfers the power of those faculties to the god Jupiter, who then proceeds to betray, enchain, humiliate and degrade Prometheus and to enslave human beings. With the help of Prometheus, a supposedly all-powerful Jupiter is overthrown and Prometheus and humankind are free. The poem, whose symbolic meaning is that human destiny is in human will and imagination, urges the destruction of tyranny (in the form of ignorance, greed and power) and the creation of a human commonwealth. The closing lines of this poem captures the spirit of Prometheus as well as the moral combativeness of humanism:

To suffer woes which Hope thinks infinite;
To forgive wrongs darker that death or night;
To defy Power, which seems omnipotent;
To love, and bear; to hope till Hope creates
From its own wreck the thing it contemplates;
Neither to change, nor falter, nor repent;
This, like thy glory, Titan, is to be
Good, great and joyous, beautiful and free;
This alone is Life, Joy, Empire, and Victory.

Nazrul Islam, in "The Rebel" is our modern Prometheus; he is the "Great upheaval", the destroyer who will "rest in quiet only when (he finds) the sky and the air free of the piteous groans of the oppressed", the enslaved, and the degraded. This Prometheus is also "The Comet", who is the enemy of all creation (that which is fixed), the revolutionary who defies God and achieves "what the hollow stuffed God" could not achieve; he is also the rebel who, in triumph, arrives at the gate of a liberated

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

world ready to begin the creation of the human common wealth. Nazrul Islam respresents more than the combined focus of Shelley and Beethoven, however. For him, the voice of poetry (which extends to thousands of songs he wrote, many revealing the variety, clarity, and creative beauty of Mozart),[12] constitutes the most comprehensive imaginary utterance which humans can articulate, with each image lending intimacy, clarity and complexity to human experience and human possibilities.

The intimate, as used here, is more than that which is suggested by privacy or that which is characterized by a close personal connection or familiar experience. It is also that which is deeply universal, individual and immediate, even intrinsic to the moment in the course of living, that which has often moved the spiritually alive person to shout or to whisper inwardly, "Oh moment stay, though art so fair!" One cannot read Nazrul Islam's poetry or listen to his songs without encountering those moments. And the grace, purity, and quality of soft delicacy which accompanies his poems (including his songs) awaken in or recalls to one a sense of such fragile tenderness that one is apt to wonder whether one has had a peculiar visitation, or whether a part of oneself had been suspended or had otherwise lain dormant.

These experiences of intimacy and self-discovery are also sources of the passion and the push that great poetry generates; they are likewise the electrical charges (spiritual electricity) which forge bonds between and among people in common mobilization toward the pursuit of joint ends. And this brings us to the last portion of the essay: the significance of Nazrul's poetry in our contemporary world.

That significance extends to many areas. Those areas include bridging gaps in international and intercultural perceptions, helping to avoid certain forms of human conflicts, giving support to multiculturalism, offering re-inforcement for human rights and fundamental freedoms, illuminating our sense of human historical evolution, and refining our aesthetic sensitivities. We will touch on each in the order of its mention.

One of the areas of contemporary misperception in international and intercultural relations is that Islam is an intolerant, parochial, and reactionary religion. Likewise, it is mistakenly claimed, militants

[12] The issue of Nazrul Islam's songs must be dealth with in another essay. Let is suffice to say that he cannot be fully known without careful attention to his songs.

within the world of Islam are fundamentalists—meaning, they seek not only to subject all social, political, and cultural life to an unquestioning acceptance of ancient religious dogma, but they are also enemies of pluralism and the secular order which has defined and is defined by pluralism. Since the West is, by definition, secular in its cultural emphasis, Islam is, by definition, anti-West. Apart from the fact that such perceptions and claims overlook evidence that Islam, historically, had accepted the persecuted out of Christian Europe, disregard the sources of Muslim militancy, and fundamentally stereotype all Muslims, they miscast Muslims throughout the world into an oppositional identity.[13] The poetry of Nazrul Islam, a devout Muslim, which invites Christians, Muslims, Jews, Hindus, among others, to a common identity is a powerful source to help remove the misperception.

The removal of the misperception mentioned above may even help to subvert the claim (which could become a self-fulfilling prophecy) that human beings, having successively exhausted conflicts based on political dynasties, nation-states, and socio-economic ideologies, are now moving toward a "clash of civilizations"—the "broadest level of cultural identity people have short of that which distinguishes humans from other species".[14] The claim here is that people of different civilizations (Western, Hindu, Confucian, and Islamic, among others) have different and incompatible "views on the relations between God and man, the individual and the group, the citizen and the state; parents and children, husband and wife, as well as different views of the relative importance of rights and responsibilities, liberty and authority, equality and hierarchy."[15] To Nazrul Islam, these so-called differences of civilization are but false barriers, which the voice of poetry—in the images of the identities it creates—is intended to overcome. Besides, in his use of images from Greek, Roman, Islamic, Hindu, Turkish cultures, he sought to demonstrate that one can elect what to emphasize in dealing with peoples of varying cultural backgrounds: the supposed incompatible differences that are often conveniently used divide humans, or the actual distinctions between and among human groupings which enrich our fundamental commonalities.

[13] Mark W. Janis, ed., *The Influence of Religion on the Development of International Law* (London: Matinus Nijhoff Publishers, 1991), pp. 107-143.
[14] Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilization" in *Foreign Affairs*, Vol. 72 #3 (Summer, 1993), p. 24
[15] *Ibid.*, p. 25.

He was not unawake to other socio-economic and gender divisions within the human family, either. In his poems on "Woman", "King and Subjects", "Coolies and Labourers" and "Day-Labourers", one finds not only a focus on the day when "all kings of the world will sing in chorus to their subjects' victory", and on a time when woman will "tear off the veil" that has made her a coward and strip "all ornaments and dresses that stand there as symbols of (her) slavery", but an emphasis on the time when workers (including women) will win control of their well-being and on the unity of civilizations, after removing the "cover of artificial painted skin", and ensuring that the pain of one will be the pain of all. In his own words, in his poem "Coolies and Labourers":

Let the high heavens
Break down into this room of ours
Let the sun, the moon and the stars
Pour on our heads in showers.
Let men of all ages and climes
From every race and country
Unite and combine.
And hear the song of Unity.
Today let us be equal and free.
And if anybody hits one of us,
Let us all feel the pain in equal degree.
Let the disgrace of one
Be considered a shame
To the whole of mankind.

In seeking the unity sought in the last-quoted poem, the voice of Nazrul's poetry is not one that makes light of cultural differences that exist between and among peoples, or one that pursues a unity that is grounded on the extinction of any of the many rich and enriching cultural expressions within the human family. He is among the first authentic multiculturalists and, therefore, very pertinent to our current emphasis on mulitculturalism.

Many are the thinkers who have sought the unity of human beings. Beethoven, who is alluded to above, did; the Italian poet, Dante, also had this goal as a focus—to mention but two examples among artists. In the world of the political, the number of thinkers and actors that have sought this end is too numerous to mention. The houses of philosophy and theology are also richly decorated with the statutes of luminaries who have dealt with the ideal of human unity. In almost all cases, however, such thinkers

ave sought to to effect that unity through "assimilation" or through the cultural control the claims of other cultural groupings. Even today, the idea of cultural equality is o such thinkers and public leaders. Nazrul Islam's poetry is concerned with effecting d among identities to create a new global identity. Its interest is to show that in many it the one does not mean the undermining of the many; and that the citizen of the "new revolution) is one who has the capacity for *empathic* interpretation of the many to maintain the oneness of humanity. Nazrul Islam's poetry is also relevant to the single national expression, to date, of human moral solidarity, the human rights movement.

as is well known, began after World War II and has had its most important lego- the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UD). This declaration's focus is *erywhere*. So any emphasis on nationals (citizens) or co-religionists—as was the 945 era and, to a large extent, pursued today by many a political leader—is not a This does not mean that a country may not seek to promote and ensure international nan rights of persons who are nationals or co-religionists. A country may. But such ust be on grounds that those individuals are *humans* who also happen to be nationals d the country which pursues such protection must also be prepared to act on behalf of with whom it shares no bonds of nationality, religion, race, ethnicity, language, et whenever the need arises. This is the meaning of the now famous non-discrimination the UD. That article proclaims that *everyone, without distinction of any kind* such as eligion, national or social origin *or other status* is entitled to the rights recognized. also is the fact that, with a *human* rights emphasis, how a country treats humans in ding those who are its own citizens, can no longer be the concern of that country. becomes the concern of all countries.

sponsible to promote and protect the rights of every member of the human family. lude the right to health care, to a fair trial, to education, to freedom of thought, on, to food, to free speech, against torture and degrading treatment, to housing, to

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

privacy, and to a social and international order within which those rights are fully realized, then the sum and scope of that protection is nothing less than human security"[16]. More is entailed here.

The principle of human security is, in turn, linked to the view that the *inherent dignity* of *all* human beings and the rights associated with that dignity do not only express the moral and spiritual sisterhood/ brotherhood of human beings, but also represent the *moral foundations* on which friendly relations be-tween and among countries can be fully developed and maintained. So the moral appropriateness of any international course of conduct, according to the human rights norms, cannot be measured by the old practice (which has continued) of self-defined national interests, but by the extent to which such would-be conduct agrees with the well-being of the human family.[17]

Long before the UD was adopted, Nazrul Islam was championing the claims of human rights, and the voice of his poetry in this area illuminates the lie which is often engaged in when it is said that human rights are the West's cultural gift to the rest of the world. It also exposes the lie which says Muslims are opposed to human rights. Far more important, that voice embraces not simply the individual human rights that are so carelessly recited, but captures the general conceptual foundations on which particular rights are grounded: equality and non-discrimination, human unity, a single human family, human dignity, human (as distinct from national) security, and mutual vulnerability and responsibility. These are the conceptual norms found in the last poem quoted. In that quote Nazul beckons people of all "ages and climes" and from "every race and country" to "unite and and combine" and "hear the song of Unity". And, as people who are "equal and free", to commit themselves to the proposition that "if somebody hits one of us", "all (should) feel the pain in equal degree"; and that the "disgrace of one" be considered a shame to "the whole of mankind". Is there any more profound expression of human security, human equality, non-discrimination, and human dignity? Is there a more eloquent statement of the position that how a country treats its own citizen is the business of all countries and that the moral fitness of a given

---

[16] Winston E. Langley, "The Significance of the Universal Declaration of Human Rights" in *The Journal of Oriental Studies*, Vol. XXXVII #2 (1998), pp. 34-58

[17] Ibid.

course of action by any country is to be assessed not be the so-called *national interest* but by its relationship to the well-being of all humans?

The final area of Narul Islam's relevance to contemporary life is that of the pronounced end of history. This is an idea which claims that the liberal democratic form of social order and the human type that order has produced constitute the summit of human cultural achievement. In short, although history will continue and other human beings will populate this earth, the human cultural type produced by liberal democracy represents the cultural evolutionary end to which history had been tending.[18]

The end of history, in the liberal democratic type of human being, would mean the end of the voice of poetry and human imaginative possibilities; it would also mean the imitation of this type by all other human beings, making the latter nothing but, as said before, counterfeits; and its would mean that the purification of the currupt consciousness which has informed the economic greed so intimately associated with liberal democracy, would remain dominant in social life. Most important, the rich intellectual, aesthetic, and moral solidarity of human beings, promised by the human rights and multicultural movements, and implicit in the light of doubt which the voice of poetry visits on human certainties—a doubt which also emanates from the inter-sections of interactions among cultures, will have been lost.

Nazrul Islam's voice of poetry dissents from the conclusion of a "last man" on a number of grounds. First, that the supposed "last man" has come without the "piteous groan of the oppressed" removed. Second, the conclusion is based on the assumption that the human capacity to construct the ideal social and cultural order is reposed in the confines of a single cultural expression or individual historical entity. And that assumption is not supported by any historical evidence, given the fact that social and cultural espressions or historical entities such social class, the church, the nation, to mention a few, have themselves proven to be such failures.[19] Third, far from facing the end of history, humanity is but at the mere beginning of an entry into a *new* era of its history—a beginning defined by humans consciously living as a

---

[18] Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: The Free Press, 1992)
[19] See Glen Tinder, "What Should Political Theory Be Now" in John S. Nelson, ed., *What Should Political Theory Be Now* (Albany, New York: State University of New York Press, 1983), pp. 153-158. I owe part of my views here to the thinking of Glen Tinder, found in this essay and in our several discussions.

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

"single people" and, in the words of Nazrul, undergoing the "Baptism of a New World".[20] This new world will have no changeless center to which all must be linked, no unvarying direction which everyone must follow, and, consistent with multiculturalism, no single cultural model, which all must copy. Fourth, since the self (individual and collective) which the voice of poetry expresses, seeks and nurtures is not, as Oakeshott informs us and Nazrul contends, communicable or choosable in advance, the idea of the final type of person and the end of history is poetically wanting in validity. Phrased in another fashion, if the liberal democratic order were the final stage in human cultural evolution, it would mean that all human beings of future decades and centuries would be of a cultural type communicated and chosen in advance of their very being. Nazrul's voice of poetry also dissents from the "end of history" thesis on a fifth and a sixth ground.

In each person, according to Nazrul, is the root of life, with its own divine fire, buds of secrets, and its own wisdom and aesthetic rhythm. Those buds, for example, come to flower under certain climatic conditions, only. For human beings, their evolution as a "single people" conscious of itself—especially as the dignity of human labor comes to be recognized and respected—will represent a unique cultural climate. And the root of life will yield outcomes about which we have not yet thought. In his poem "Human Being", one finds him pointing to many of the great cultural figures of history and then noting that everyone may be like them, in creative work. In his own words:

> Don't laugh, my friend--the self within us
> is fathomless and infinite.
> Do I--or does anyone--what greatness
> may lie within that self?...
> Who knows what is one's limit or origin!
> Who finds what path to follow?
> Whom do you hate, brother, whom do you kick?
> Perhaps within his heart
> resides the ever-awakened God!
> Or perhaps he's nobody that important,
> great, or of high esteem--but someone
> who's covered with filth, badly wounded and battered,
> and burning with sorrow.
> Yet all the holy scriptures and houses of worship
> are not as sacred as that one tiny human body!
> Perhaps he'll father--in his house will be born--

---

[20] See his "Dawn of a New Creation" in Mohammad Nurul Huda, ed., *Poetry of Kazi Nazrul Islam*, Vol. I (Dhaka: Nazrul Institute, 1997), pp. 95-96.

someone yet unmatched in the history of the world,
who'll deliver a message never heard before,
whose great power the world has yet to witness.

The sixth and final area of dissent has to do with Nazrul's belief in the necessity of having people's aesthetic senses play a more significant role in the structure and operations of society. And by aesthetic sense, as used here, is meant not merely a sharpened sensory response to and appreciation for the refined, the subdued, the polished or adorned, but also a stirred and excited sensitivity which awakens within one special capacities for moral discrimination, which recommends a continuing purification of certain foul emotional and psychological states, which invites and educates a disposition that seeks its own truth, and which cultivates a temperment against savagery, ugliness, coarseness, indecency and vulgarity.

The vulgarity against which Nazrul—this twentieth century Mozart—directed so many of his several thousand songs and many a poem is to be found in the violence and domination of one person, group, or culture against or over another; ugliness, in the social, psychological or emotional humiliation of one by another; and indecency, in the co-existence of homelessness, starvation, poverty and illiteracy with unexampled riches, enlightenment, and the comforts of home. To him, likewise, coarseness and savagery are to be found in a totalitarian science and its broader culture, which deny or is insensitive to the sacredness of nature and which has sponsored and encouraged its brutal manipulation. The aesthetic disposition he seeks is one which is fully conscious of our oneness with nature and is capable of fueling a collective attitude that will seek to rediscover and reclaim a partnership with all of nature.

To Nazrul Islam, this citizens of the world, the voice of poetry is the image and intimation of, and beckoning toward, all we can be.

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

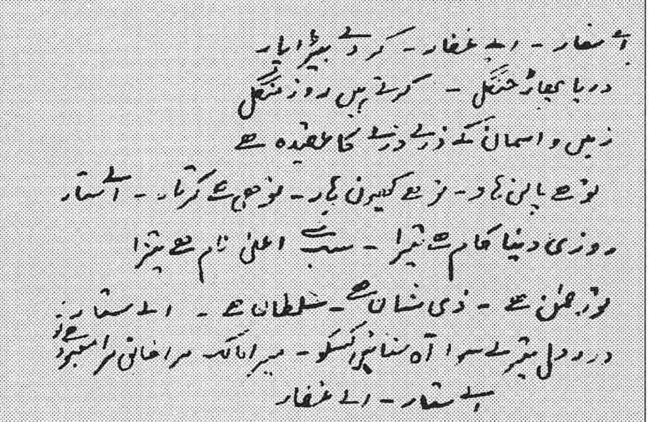

নজরুলের উর্দু হাতের লেখা
Urdu handwriting of Nazrul

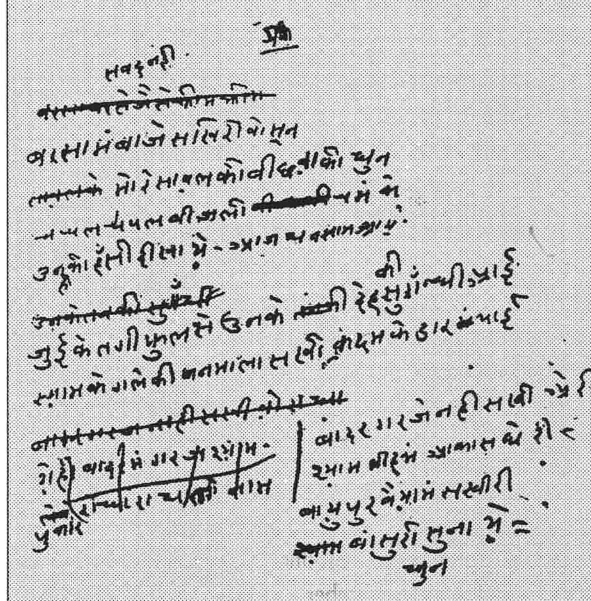

নজরুলের হিন্দি হাতের লেখা
Hindi handwriting of Nazrul

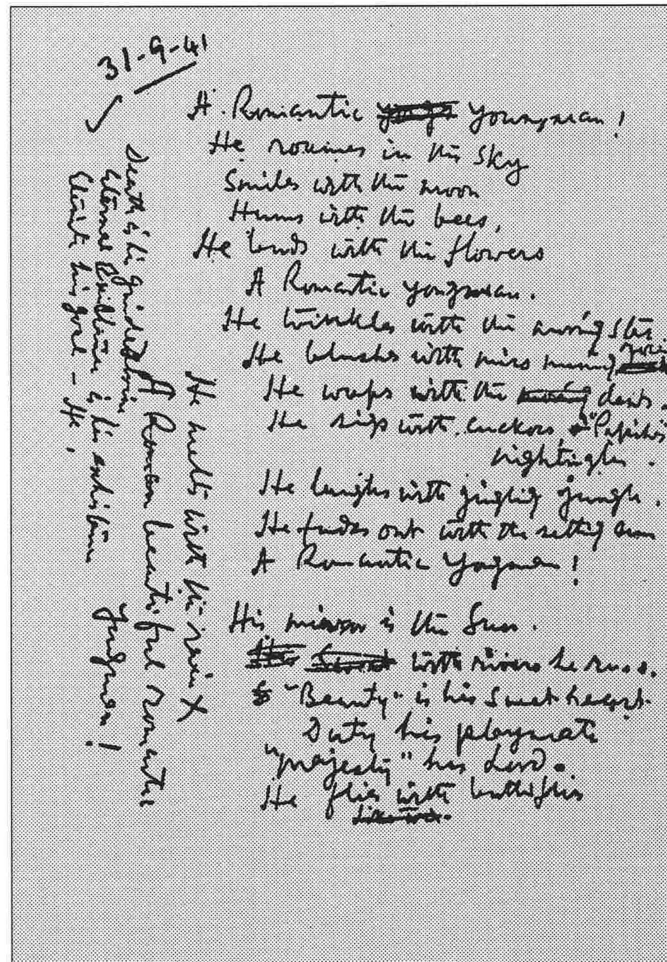

নজরুলের ইংরেজি হাতের লেখা
English handwriting of Nazrul

Nazrul : A Poet of Equality and Unity

::::: Sajed Kamal :::::

Nazrul lived in a world deeply afflicted by inequality, bigotry, hypocrisy, communalism and sectarianism, much in the name of religion. He spoke up against it--through his poetry, songs, essays, speeches, actions. He paid a heavy price for speaking up courageously and conscientiously. Still, in so doing he reached beyond protestations and into the very depth of the human spiritual quest in which the barriers of separation and conflicts give way to a realization of our universal equality and unity in diversity. Today, only the time has changed, but not its nature of affliction. The progress which humanity has made to overcome such afflictions seems to be trifle compared to the multitudes of novel masks, forms and fashions through which such afflictions continue-only with humanityís ever-growing power to be destructive. As such, Nazrul speaks to us today with as equal if not more of - a sense of relevance, freshness and urgency as he did during his time. The following poems are two particular examples of Nazrulís realization of the universal equality and unity of human spirituality.

I Sing of Equality

I sing of equality
in which dissolves
all the barriers and estrangements,
in which are united
Hindus, Buddhists, Muslims, Christians,
I sing of equality.

Who are you?--A Parsee? A Jain? A Jew?
A Santal, a Bheel or a Garo?
A Confucian? A disciple of Charbak?
Go on---tell me what else!
Whoever you are, my friend,
whatever holy books or scriptures
you stomach or carry on your shoulder
or stuff your brains with---the Quran, the Puranas,
the Vedas, the Bible, the Tripitaka, the Zend-Avesta,
the Grantha Saheb --- why do you waste your labor?
Why inject all this into your brain?
Why all this--like petty bargaining in a shop
when the roads are adorned with blossoming flowers?
Open your heart--within you lie
all the scriptures,
all the wisdom of all ages.
Within you lie all the religions,
all the prophets--your heart
is the universal temple
of all the Gods and Goddesses.
Why do you search for God in vain
within the skeletons of dead scriptures
when he smilingly resides in the privacy
of your immortal heart?
I'm not lying to you, my friend
before this heart
all the crowns and royalties surrender,
This heart is Neelachal, Kashi, Mathura,
Brindaban, Budh-Gaya, Jerusalem, Medina, Ka'aba.
This heart is the mosque, the temple, the church.
This is where Jesus and Moses found the truth.
In this battlefield
the young flute player sang the divine Geeta.
In this pasture
the shepherds became prophets.
In this meditation chamber
Shakya Muni heard the call of the suffering humanity
and decried his throne.
In this voice
the Darling of Arabia heard his call,
from here he sang the Quran's message of equality.
What I've heard, my friend, is not a lie:
there's no temple or Ka'aba
greater than this heart!

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

Castes, Classes and Communities in Bengali Literature : Notes on Nazrul Islam as Signifier

Salimullah Khan
Economics Department
New School University, New York

I have jotted these notes down, rather hurriedly, on the occasion of Nazrul Islam's centennial seminar in New York. I have tentatively chosen to put them together under the working title 'Nazul Islam as Signifier'. As I proceeded, it became apparent that my real title has turned out to be, " A few often forgotten facts about Nazrul Islam and the Politics of Bengal before 1947." Perhaps, it won't smell as sweet. There indeed is something in a name, Shakespeare's roses notwithstanding. I shall, therefore, speak of a signifier, a name 'Nazrul Islam.'

On a permissible note, when Nazrul was still alive, or should I say not-yet-dead, I was in Dhaka , a university freshman. I did not go to Dhanmondi to see him. Neither did I join in his last rites. I had a high fever that day. I had never been a Nazrul fanatic, neither am I a worthy Nazrul scholar. I speak, perhaps, in my capacity as a trailing follower of the great trails Nazrul once blazed. I stand in the position of a debtor to Nazrul Islam for whatever worth my voice has today. That experience explains why I am here to speak on the signifier Nazrul Islam.

I have been informed by well meaning friends that there were doubts and dissents in the Committee which agreed to ask me to speak on Nazrul. I do not know of a reason why they finally agreed, save for the reason of all reasons, namely shortage of funds. I shall not, therefore, abuse my privileges. This explains in brief why I will be brief and, by necessity, when the rolling stone gathers no more moss of qualification, my essay will have to be written. The notes before you represent, necessarily, some fragments from that got-to-be written essay. I shall speak of my unhappiness with the state of the signifier 'Nazrul Islam'.

In 1334 *Anno Bengalica,* in an open letter to Ibrahim Khan, Nazrul Islam remembered the reception he received from Muslim and Hindu communities. " If I deny today the fact of my debt to the Hindu writers and the populace at large of their intense love and affection bestowed on me", wrote Nazrul:

> I will forfeit my right to be taken for a son of man. But it is true that a handful of Hindu and Brahmo writers have, out of jealousy, been abusing me in the dirtiest of languages possible and a number of conservative 'Hindu Sabhawalas' are smearing my name, but

these can be counted on one's fingertips. Their aggression is purely communal or private. I have not blamed the whole of the Hindu community for the injustice perpetrated by a few folks and I shall never do that. Moreover, in these days of communal frenzy, the very fact that I happen to be a Musalman is in itself a crime to many Hindus, no matter how non-communal I might be. (Nazrul 1993: 394)

I shall , in particular, argue that the dominant currents of ideology in Bengali literature has not, to this day, overcome their class and community prejudices *contra* Nazrul Islam, the signifier. Illustrating what I mean I will cite a handful of instances. Against this cold wind, I will maintain that Nazrul Islam was not a fool, not an all air balloon of cheap sentiments, not an uneducated man of sorts. I will seek to support the position that Nazrul Islam was fully aware of his historical mission and his 'symbolic' position. In effect, I seek to argue that in becoming the signifier of the Muslim community, and for that matter, of sub-alternity in general in Bengal *circa* 1920s, Nazrul Islam re-presented the best Bengal could present historically.

I

On November 5 and 6, 1932, Nazrul Islam delivered his presidential address to the Bengal Muslim Youth Conference in Sirajganj. There, he narrated an incident full of symbolic significance. One day, in the very first days of his literary career, Nazrul received a money-order of ten takas along with the following inscription in the hand-writing of Syed Ismail Hossain Shiraji: " Your writings please me, so I send you ten takas in felicitation. Please don't refuse. I will be hurt if you do. If I could afford, I would have mailed you takas ten thousand." (Nazrul 1993:93) 'In tears', Nazrul tells his audience in the home town of the late great man, "did I read and re-read those couple of lines, wet in the honey of affection: I took those ten takas and touched my head with them." Nazrul described his predecessor as " The first and foremost vanguard of the young Muslims of Bengal, the standard-bearer of youth, Mr. Maulana Syed Ismail Hossain Shiraji, ... the immortal poet of '*Anal Probah* ' [The Stream of Flames]." (Nazrul 1993:93)

Shiraji understood Nazrul. It was the time a proto-bourgeoisie, often spoken of as 'an educated middle class' in bourgeois sociology, among the Muslims of Bengal was sprouting. They, too, understood. What has been described as the *Resorgimento* of the Bengal Muslims, found Nazrul Islam as its next standard bearer. No understanding of Bengal's Muslim Community can be worth a penny unless it can make sense of Nazrul Islam. Nazrul Islam identified himself with the rising Muslim bourgeoisie and its radical, democratic aspirations since his debut . He stood in uncompromising opposition to both the moribund, 'feudalistic' Muslim upper classes and the anti-democratic (upper) caste Hindu classes, which included the great Rabindranath Tagore. I will cite an example of what, in this text, 'anti-democracy' means and how the scion of the feudal-turned-bourgeois great family of Bengal provided a proof of the rule by no exception.

In chapter thirty-four, interestingly titled 'The Self-destruction of Bengal', of their new Tagore biography, Krishna Dutta and Andrew Robinson cite the case. I will quote *in extenso*, it is a lesser tort to extort than to distort, or so I console myself. Dutta and Robinson write:

> The crux of the political problem was the Hindu-Muslim divide in Bengal. As part of the machinery of political reform in India leading to the Government of India Act of 1935, the government in London, after consultations with Indian leaders, had announced the Communal Award in August 1932 - against which Gandhi had started his 'fast unto death', stopped by the conclusion of the Poona Pact in late September. Under the original plan, before the Pact, the future legislature of Bengal was to have 250 seats, of which the Muslims were to get 121 seats and the Hindus 78 seats (25 seats were to go to the Europeans, the remaining twenty-six seats to other 'special interests', including the Untouchables or 'Scheduled Castes'). Each block of seats was to have a separate electorate. The implications for Hindus- 45 per cent of Bengal's population was catastrophic: from having 60 per cent of the elected seats, they were to be reduced to having 39 per cent or less. Correspondingly the Muslims - with 55 per cent of the population - were to have more than 48 per cent of the seats. And for the high-caste Hindus, worse was to come with the Poona Pact : in deference to Gandhi as the acknowledged leader of the Congress, Ambedkar, the leader of the Scheduled Castes (Untouchables), reluctantly agreed to renounce separate electorates and merge the Scheduled castes with the rest of the Hindus, in exchange for having 30 ' reserved seats' out of the 78 seats allotted to all Hindus. Thus, in a 250-seat legislative assembly, high-caste Hindus, the undoubted leaders of Bengali society for nearly two centuries, were to be guaranteed just 48 seats, a mere one-fifth of the total." (Dutta and Robinson 1996: 338-339)

Dutta and Robinson, however, sweep over the fact that the two centuries old leaders of Bengali society would hardly count for ten per cent of the whole population. In fact 48 seats were 24 seats too many even by the simple arithmetic of liberal democracy. But continue the distinguished authors continue:

> They had acquiesced at the time of the fast in 1932, Tagore included - but within months they began a long agitation against both the Communal Award and the Poona Pact, with Tagore's support. He admitted he made a mistake, out of concern for Gandhi's life, and he wrote to Gandhi that the Pact would cause a ' fatal break in the spirit of mutual cooperation in our province.' Shortly after he added: ' You know that I am not a politician, and I look upon the whole thing from the point of view of humanity which will cruelly suffer when its claim to justice is ignored.' But Gandhi and other Congress leaders were not convinced that there had been an injustice. The Mahatma advised Tagore that he should convene a meeting of all the parties in Bengal and try to persuade them to alter the seat allocation. He was opposed to making appeals to the British, as Tagore appeared to want: Bengalis, Gandhi felt, must resolve the problem by mutual agreement. (Dutta and Robinson 1996: 339)

It is apparent that to Rabindranath 'humanity' from whose point of view he did 'look upon the whole thing' and whose 'claim to justice' was ignored signified nothing but 'the upper caste Hindu' minority, 'the leaders of Bengali society for nearly two centuries'. Further, as Dutta and Robinson carry on:

No agreement was feasible. three years later, in 1936, Rabindranath joined other prominent Bengali Hindus in sending a memorial to the secretary of state for India in London, asking for a modification of the Communal Award; he also presided over an impassioned mass meeting on the subject in Calcutta. In his speech he reiterated his usual disclaimer that he was no politician. Events had forced his hand, he said: I found it painfully impossible to ignore the sinister threat of a bisecting blade hissing while being sharpened, ready to divide the one vital sensitive cord that is to bind our people into a nation.' But for all that, Tagore put his signature to the following politically explosive statement in the memorial:

> the Hindus of Bengal, though numerically a minority, are overwhelmingly superior [to the Muslims- (Dutta and Robinson add)] culturally, constituting as much as 64 per cent of the total literate population and more than 80 per cent of the total school-going population, while their economic preponderance is equally manifest in the spheres of the independent professions and commercial careers . . .

The secretary of state replied that nothing could be done without the consent of all those concerned. a Bengali Muslim newspaper commented with some acidity that even if the above facts were fully correct, 'we are rather surprised to find that in these days of democracy claims have been put forward on grounds which are *totally anti- democratic*. How far such claims are consistent with Dr Rabindranath's professed ideas we are unable to say.' (Dutta and Robinson 1996: 339-340; emphasis added.)

Thus I will leave the story here . Why do I sing this Rabindra song while husking Nazrul's rice? I do this to suggest that Nazrul's self-identification with the Muslim Community, very much unlike that of Tagore's with the upper caste Hindus, did not lead to reactionary 'anti-democratic' ideas even in those heady days of high communalism in Bengal's body politic.

Nazrul Islam has often been pitied for having missed the benefits of a modern education. Kazi Abdul Wadud, a contemporary critical admirer of Nazrul Islam, concedes that Nazrul is guilty of many vices including that of being a 'savage' and 'uneducated'.(Wadud 1988: 523) Yet, Wadud agrees, Nazrul Islam is the first Bengali Muslim writer who won the respect and admiration countrywide, and of all sections of the people. (Wadud 1988: 518) Wadud takes in to account the fact that Nazrul Islam is the first and foremost, among all of them, Hindu and Muslim writers, who became a writer of the people, of the masses so-called in bourgeois sociology. That Nazrul's approach to the Hindu-Musalman problem proceeded from that fact, his commitment to the cause of democracy and the working classes, which stood in such stark contrast to Tagore's elitist communalism evades Abdul Wadud. And, in this, he is in good company.

Nazrul stood for the rights of the Muslim peoples of Bengal as he stood for the Revolution in Russia, in Turkey and in Ireland, for that matter. Didn't he named a child of his Sun Yat Sen, or which sounded 'Sunny' in bad old anglicization? Another son was named Lenin, reduced to Nini. Yet Abdul Wadud interprets Nazrul's sympathies for the cause of Turkey as 'his pains for Islam in crisis' [biponna Islamer joinnye taNr bedona]. (Wadud 1988: 518) I do not take this as a minor lapse on Wadud's part. It is symptomatic

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

of liberalism's anxiety and hatred for anything smelling of the people, of the national-popular. Nazrul Islam as signifier of multiple identity, a Muslim, a nationalist, a pro-Communist revolutionary remains incomprehensible to liberal ideology. In that sense, I reiterate, Kazi Abdul Wadud's position is symptomatic.

Speaking presidentially at a conference in Chittagong, in 1929, Nazrul said of the Hindu-Musalman divide:

> That India is still under foreign rule and that she is not yet on her way to independence- there are only great commotions for the occasion and spoliation of fortunes- is explained only by the fact that our Hindus and Musalmans do not respect but hate each other. Much as we, Musalmans, are jealous of the progress of our Hindu neighbors so do the Hindus despise us on account of our degradation. The greatest harm that the English rule has inflicted on us is this: the charms of her culture has made our two communities [amader dui jati] mutually oblivious of the others culture and civilization. The Hindu sees our untidy, uneducated peasants and workers - and they are the majority among our folks - and concludes a Musalman is by definition such a dirty, such a foolish, dogmatic creature. Thinks, perhaps, it shall always be like it had always been. Poor, foolish Kalimuddi Mian to him is the measure of the 'average' [in English in original] Muslim. (Nazrul 1993: 104)

II

Perhaps it has not evaded you that the title of this essay contains the expression "Nazrul Islam as Signifier". By that I do not mean "Signifiers of Nazrul Islam". Yet there is a lot about signifiers of Nazrul Islam too!

Rabindranath Tagore's ire on Nazrul Islam's deployment of the signifier 'khun' in place of the familiar 'rakta' (blood) is perhaps the most notorious of such symptomatic wars over signifiers, save for the Bengali Hindu signifier 'jal' against the northern Indian and east Bengali 'pani'. Nazrul made an effort at defending himself: "In employing this Arabo-Persian elements I am not alone at all. Bharatchandra, Rabindranath, and Satyendranath did all the same long before me." (Nazrul 993:26) Nazrul argues further:

> I apply 'khun' in my poems, not to paint them *a la* Musalman, or *a la* Bolshevik. It may be that our poet , nowadays, can not stand the colors of either of those two.
>
> I have applied not simply "khun" - I have made use of many more Arabo-Persian words that are current in Bengali. I have a reason for that. I happen to think that the Goddess of World Poetry has an Islamic mode. I too do not know that that appearance has diminished her finery in any sense. The late Ajit Chakraborty, too, appreciated that mode all too much.
>
> A couple of Iranian ornaments will not make the Goddess of Bengali poetry an outcast, she actually looks prettier at that.

Virtually, half of the ornaments of today's goddess of art is a la Musalman in mode. The necessity and artistry of such appearance forms are recognized by all artists. Pandit Malabiya may perhaps not recognize, but Rabindranath, and Abanindranath sure will.

...

Not just the Great Poet, but many a litterateur today forget that half the devotees of the Goddess of Poetry in Bengal are Musalmans. They, nowadays, don't just desire them to appear in costumes of 'tupee' and 'achkan', but would like to hear once in a while a little 'sarenghi' tuning along with 'violin', they want to lay ear to the Garden's 'Bulbuli' while the Cuckoo is resting in the bushes of flower . (Nazrul 1993: 27-28)

Caste and class hatred in the Communal wars of Bengal, simultaneously hidden out and thrown in as wars of signifiers, did not escape Nazrul Islam. He did write:

It is quite sometime that I have noticed something curious. Many Hindu gentlemen from upper class families do put on *pyjama-sherwani-tupee*, even *lunghi* is not exempted. Nobody ridicules them at that, their dresses earn the appellation 'Oriental'. When a Muslim accommodates one of the same outfits he turns into a 'Mia Saheb' (a peasant)! If the Maulana and Narada the Sage contest a championship on account of their beards, it is hard to tell who will snatch the laurels; yet ridiculing this knows no limit . (Nazrul 1993: 26-27)

For those in the audience who are wondering what on earth all that sound and fury could possibly signify, I shall be content to refer to an illustration of Jacques Lacan's, sometimes described as 'Europe's major Freudian psychoanalyst'. Lacan quotes a nursery song : *Le chien fait miaou, le chat fait oua-oua'*, which translates as 'the dog goes miaow, the cat goes woof-woof'. The child who attributes the dog and the cat with the wrong sound, nevertheless creates a meaning, thanks to language as a symbolic order. The child's attribution , says the great psychoanalyst, " by disconnecting the animal from its cry, suddenly raises *the sign* to the function of *the signifier* and reality to the sophistics of signification, and by contempt for verisimilitude, opens up the diversity of objectifications of the same thing that have to verified. (Lacan 1977: 303-4; emphases added.) I shall argue that Nazrul Islam is not to be construed as sign, but as signifier. What does Nazrul Islam signify, then?

Memo: Lacan defines a signifier as, "that which represents a subject for another signifier", in opposition to the sign, which 'represents something for someone'. However, no signifier can *signify* the subject. (Lacan 1977a: 207; Evans 1996: 187). If that is so Nazrul Islam the signifier represents the Bengali Muslim not for the Bengali Hindu as subject but for the signifiers representing them. The Bengali Muslim does not exist without Kalimuddi Mian Saheb or Kazi Nazrul Islam. The Bengali Muslim is an effect, there is, contrary to Ferdinand de Saussure, no signified without a signifier.

III

Thirty years ago, a twentysome young Bengali Muslim man published a brief essay - originally written in English and titled ' Literary Ideals of Bengal'- which, I confess, represents the best of all I read on Nazrul Islam so far. In that essay, the young Ahmad Sofa chalked out- with the artistry of a master - a cartograph of Bengali literature post *circa* 1860. Sofa spoke there of Madhusudhan, Bankimchandra, Rabindranath and Nazrul Islam, in that order, as the makers of literary ideals of modern, that is colonial, Bengal. Writing in 1969, Ahmad Sofa regretted : " To this day the literary works of our literature's latest ideal-maker and our latest great poet await their wholesome appreciation." It is my contention in these notes that thirty years later- Abdul Kadir's labors and the semi-finished *Works of Nazrul* notwithstanding- Sofa's observation remains sadly true.

The state of Nazrul studies in Bengali today remains sadly anachronistic, provincial and a peculiar instance of mis-recognition. I can not speak for languages other Bengali where Nazrul studies may have taken giant strides forward. I must apologize for my mis-education. On that note I shall argue, that to this day Nazrul Islam remains his own best critic This I will try to suggest in the remainder of these notes.

As I have already asserted, Nazrul Islam is the first great writer in colonial Bengal, who could be described as a man of the people, of republican democracy, in every sense of that all too misused word. It suffices to recall Nazrul's defiant admiration of the Russian, Turkish and Irish Revolutions. (Nazrul 1993a: 810) That he named one of his sons Kazi Sun Yat Sen is no non-sense evidence of his anti-imperialism. No other literary figure in Bengal's history - and perhaps not too many in the whole of our continent- comes even close to Nazrul. I do not need to remind anyone in this audience the facts of Nazrul's incarceration , the banning of books written and newspapers by Nazrul. No one can accuse the English occupation forces of subjecting the great poet to the ignominy of indifference. Old Rabindranath Tagore's telegram to the young prisoner - 'Give up hunger strike, our literature claims you'- reportedly remained undelivered.

The English uncivilization in India could not break the poet. who reached the rank of Havildar, 'which was equivalent to being a sergeant', as Nirad C. Chaudhuri kindly reminds the modern reader, in the 49th Bengali Regiment in Mesopotamia in the first World War. (Chaudhuri 1987: 148) What broke youthful poet's enthusiasm was the state of his own people. Since the uncivilizing mission of England in India, Nazrul's is the only poetry, which made the sub-altern classes audible in and beyond Calcutta, in fact throughout Bengal. Hardly anybody would disagree today, the literature of Bengal in the colonial times was by and large an affair of a very narrow elite, based on landed property , positions in lower bureaucracy and the so-called elite professions.

I shall argue that Nazrul Islam fully identified himself with the Muslim community of Bengal. He never minced his words about it. Nazrul's sub-alternity and his identification with the Muslim community are convergent on each other. Nazrul insisted on writing Bengali. But Bengali as written at the time was useful to him only to a limited extent. Nazrul brought the Bengali as spoken in Muslim households back to Bengali

literature and tune. The liberating effect is not idiosyncratic of a certain poet, but historical in every sense of that word.

Nazrul Islam's identification with the Muslim community did not lead him to separatism. He remained, even if naively, a firm believer in the possibility of a united nation of Hindus and Muslims in Bengal. From the inception of his career Nazrul's mythology and imaginary, his battery of signifiers and the symbolic was equally Hindu and Muslim. It occasionally appeared more Muslim than Hindu as he was breaking new ground. Nearly half a millennium's contact with Islamic culture through Persian endowed Bengali with an estimated eight to ten thousand elements , including prefixes and suffixes. This is a story before the age of the Fort William College and the Calcutta School Book Society. Contact with English and the reintroduction of moribund elements from Sanskrit changed the course of the language unrecognizably off the popular speech. Fortunately for Bengali, the needs of colonial exploitation did not dictate the education of the masses. The masses were left alone to their own means. Bengali as spoken became progressively alienated from Bengali as written in course of a century or so. (Ganguli 1877)

Hindu-Muslim understanding had never been a question of tactics to Nazrul Islam, on the contrary, it was an article of faith. He began his literary journey as an ardent Indian nationalist. But how could that be possible, when the Muslims supposedly commanding a fifty-five percent majority wielded a social power of less than five per cent or so in Bengal? The Muslims must stand on their ground, reasoned Nazrul, if they were to win power. Nazrul's vision was well expressed in one of his last essays:

> The Muslims of Bengal are half the body politic of Bengal. But this half is paralyzed by indolence and immobility. Bengal shall never be full bodied unless this half is properly empowered. All my life I have gave the call of prayer to gather together these dispersed, disorganized Musalmans of Bengal, once more, under one sky's canopy, on one Eid ground. (Nazrul 1993:71)

Nazrul never thought it necessary to write Shyama under a name, say, Narendranath Roy. K. Mallik, the great singer, had to live under the identity of 'Mallik Moshai.' He had to rediscover under the hidden Roman signifier K. there was Kasem. Mir Mosharraf wrote good Bengali. 'in spite of being a Musalman'. That was news to the great Bankimchandra. Here is the historical significance of Nazrul Islam. Hadn't Nazrul's early books to be profusely annotated with apologies for such signifiers as 'Shahid' saying ' there is no proper Bengali equivalent for Shahid (martyr)? Ten years, more or less, that shook Bengal may justly be named Nazrul Islam. Their impact will never be over-estimated. The signs of the formation of a Musalman proto-bourgeoisie, in opposition to the 'feudal' Muslim aristocracy and the Hindu bourgeois and compradore classes were unmistakable.

It is well known that Nazrul Islam came within an inch of founding the Communist Party of India. In fact, he belonged to the founders of the *Peasants' and Workers' Party*, put forward as a frontal organization for the communist organizers. On his return from the barracks, the first shelter that welcomed him was an organization by the name 'The

Muslim Literary Association of Bengal' where the future co-founder of the CPI, Muzaffar Ahmad, happened to be an Assistant Secretary. Nazrul did not join the Muslim League, for that matter. In one of his latest essays significantly titled " My League and My Congress" Nazrul wrote:

> My contribution for the Musalman cause is no less than any other leader's contribution. All those Muslim youths who, aroused by the consciousness for a new life, are dedicating their lives to the cause of the land and the people, took their spirit from the bowl of this beggar. (Nazrul 1993:72)

> I recognize no 'Leagues', no 'Congresses', nothing. I recognize only the truth, recognize universal fraternity, recognize the emancipation of all classes of the people. (Nazrul 1993:71)

IV

How is Nazrul viewed today ? I can't hope to be comprehensive here. Let me proceed anecdotally, anyway.

I shall cite two instances of Nazrul's absence. Nirad C. Chowdhury, writing in Calcutta's weekly *Desh*, ranked Rabindranath as the greatest Bengali of all times, followed by Bankimchandra, Bibekananda, Keshabchandra Sen, Saratchandra Chattopadhyay and Subashchandra Basu, in that order. In a rejoinder, a few years later, Mr. Chowdhury conceded he might have added the names of Ram Mohan Roy, Bhudeb Mukhopadhyay, Akkhoikumar Datta, Madhusudhan Datta. He regretted Ishsharchandra Bidyasagar's exclusion. (Chowdhury 1996: 202-223)

Annadashankar Roy, in an interview with Dhaka's fortnightly *Shaili*, last year, iterated his own list of the ten greatest Bengalis. Let me excerpt:

> *Interviewer*: Who are the ten greatest Bengalis in your opinion?
> *Annadashankar*: O, tell me, how can I say?
> *Interviewer*: As much as you can recall. why don't you begin with the present century?
> *Annadashankar*: Let me take the nineteenth century. You certainly have to count Ram Mohan Roy. One can not omit Ishsharchandra Biddyasagar. Bankimchandra is a must. Rabindranath, Ramkrishna Deb are must countables. Bibekananda too. One must take Arabinda. Jagadish Chandra Basu as a scientist. Subash Chandra Basu, how many does it add up to?
> *Interviewer*: It makes nine in all. Should I fill in the remainder? Shrijukta Annadasankar Roy.
> *Annadashankar*: Oh, no, no. Wait a minute! It all spins in my head. You have to speak of those who have achieved high distinction, That's called greatness. You may note down Shri Keshabchandra Sen. Greatness must measure up to that.
> *Interviewer*: Saratchandra, Jibanananda Das, Udoyshankar, Satyajit Ray, et al?
> Annadashankar: Oh, no, no, they don't belong to the ten! (*Shaili* 1998: 28)

> I have always been led by the faith that, Bangladesh is one, Bengali Nation is one, Bengali Language is one, Bengali Literature is one. Hence, the events of 1947 did not alter my faith by a hair's breadth. What has taken place, is true all the same. The country is partitioned. Lots of cross migration have taken place. But the basic truth stands that the Bengali Nation remains unpartitined, Bengali Language remains unpartitioned, Bengali Literature remains unpartitioned. (Shaili 1998: 26)

ad Chaudhuri and Annada Roy, the conservative and the liberal, may together be
en as evidence that no Bengali Musalman, in fact no one but a caste Hindu, ever
nted as a significant Bengali. Perhaps I have made half my case so far. This is the
mmunal discourse, a discourse of the Hindu elite of Bengal underwritten by two
turies of English colonialism and guided by even a more extended period of violent
ginary. The unconscious, as Lacan says, is history. Nazrul Islam's lot as absence is cast
hat discourse of presence. The gap speaks more eloquently and more unmistakably..

V

Late colonialism's other discourse in Bengal, which styles itself modernism, has
haps exerted more influence on the later generations of writers. Buddhadeb Basu and
nananda Das may be taken as, respectively, the conservative and the liberal in this
ourse. Both of these poets had once been under the spell of Nazrul Islam. They soon
disillusioned. Buddhadeb's pitiful strictures against Nazrul Islam- "a talented boy who
er outgrew himself" - are rather well known. A protegé of Buddhadeb's, Dipti
pathi, virtually repeated her master's voice when she explained away Nazrul's
ularity by pointing fingers at the tide of anti-imperialist non-cooperation movement of
1920s. (Buddhadeb 1359: 150ff; Dipti 1992: 40) Dipti Tripathi's conclusion
aphrases Buddhadb Basu:

> In Nazrul there was no reaching the perfection, no measure of temperance, in other words he lacked characer. (dipti 1992:41)

zrul's poems won't last long, not beyond the noise and bustle of the non-coperation
vement, it was predicted time and again. The substance of 'modernist' critique and
dernist apology is in agreement in one thing. To both Nazrul is a poet of untaught
s, of cheap sentiment. Moreover, he lacked *taste* in the use of words and hence was
le to spoil a whole poem. This thinly disguised manifesto of elitism in Bengali poetry,
nd its voice in such man as Buddhadeb Basu. But he is by no means alone in the
king of this ideology.

Jibanananda Das, too, complained of Nazrul's immaturity. In Jibanananda's view
zrul lacked the necessary ' genius and practiced reason' to write great poetry. Instead
at he wrote were "interesting but not great" . In Jibanananda's judgment: " Some of
poems, in commitment, do fly in the face of many a modern poem; it is also not that
y don't compel your attention in their sound sense. But the order of this poetry do not
tain a genius of self-purification, you can't find redemption in there." (Jibanananda
9:30-31) Jibanananda considered Nazrul a poet of the old, passing age, not a tribune

of the new times coming. This perhaps is a more reliable guide to Jibananamda's critical abilities than a revealation about Nazrul Islam.

Let me now cite another couple of literary opinion makers. Ahmad Sofa and Ahmad Sharif, both known as non-conformists and iconoclasts. I have already alluded, by way of admiration, to Ahmad Sofa. In his 1969 essay, Sofa ranked Nazrul as one of the best four writers in Bengali literature, post 1860. For Sofa, after Madhusudan, Bankimchandra and Rabindranath comes Nazrul. Nazrul's imitators included the Islamist and the Communist left, Farrukh Ahmad and Talim Hossain on the one hand, Sukanta Bhattacharja and Subash Mukhopadhyay on the other, but none of them could reach his stature. Sofa, however, forgot to see Nazrul's shadow on Buddhadeb Basu, Jibanananda Das and other modernist writers. That Shamshur Rahman, the poet laureate to the aspiring bourgeoisie of East Pakistan in the 1960s, did not find any merit in Nazrul's works should not cause any surprise.

Ahmad Sofa's is - as far as I can understand- the most unprejudiced, non-jaundiced view. Sofa is able to see Nazrul's rise and fall in *the locus of the other*, namely as a signifier. Born in a poor Musalman household in West Bengal Nazrul did not complete his school education to join the British war effort against the Osmanli Empire. Sofa himself, however, remains a prisoner of the bourgeois liberal outlook. That explains why he, too, does not understand Nazrul's relationship with Islamic signifiers. In a peculiar stricture against Farrukh Ahmad and Talim Hossain, Ahmad Sofa in essence reproduces Abdul Wadud's opinion only to betray his own prejudice unmistakably. Speaking of these two Bengali Muslim poets in adversity with their times circa 1969, Sofa writes:

> Farrukh Ahmad and Talim Hossain, whose dreams and beliefs are rooted in the revival of Islamic ideology, remain -even to this day- imprisoned like hopeless prisoners in a world already abandoned by Nazrul." (Ahmad Sofa 1399:73)

It is my contention that Nazrul had never been an Islamic revivalist. It is, on the contrary, the anxiety of the so-called secular discourse that invents Islamic revivalism in any effort of the sub-altern to build a counter hegemonic language. Nazrul uses Islamic signifiers neither out of choice, nor in order to appease the masses. Anyone who is familiar with the liberation movements in North Africa or South East Asia of will recognize that Islam is a signifier of anti-imperialist national unity. This is not a right place to expand on that. Wit the works of Franz Fanon or Ahmed Sukorno. Ahmad Sofa's failure to grasp this is, at least to me, proof enough how deep and devastating has been the grip of the ruling ideology in Bengal. Sofa's unexamined article of faith is solidified today almost to the level of congealed common sense that needs to be painfully uncovered. But it is not likely to happen soon.

The liberating role of signifiers Islamic will be apparent even in a case history of Bengal in the last century of colonial rule. Since the uncomfortable discovery -in the first census of Bengal in 1872- that "Bengal proper, hitherto considered principally the domain of the Hindus, was inhabited by an unexpectedly large number of Muslims" the old British distrust of the Muslim aristocracy got gradually changed over to a fear of the 'masses of believers', who actively participated in the *jihad* campaigns. Describing it as at best 'an aggregate of believers' Orientalist scholars in Britain have recently emphasized the fragmentary nature of Bengali Muslim community at the turn of the last century. Many amongst the upper-class Muslims, they point out correctly, were reluctant to accept the indigenous Muslims as 'real' Muslims. (Ahmed 1988: 7)

"While the ashraf had names and styles of address very similar to those current n Arabia, Persia and northern India", Rafiuddin Ahmed, a writer in old orientalist tradition, notes:

> the masses, particularly those at the poorer levels of society, had atendency to retain local names and appellations, such as Mandal, Pramanik and Sarkar - family names occupational in their origin to be found among the Hindus as well. (Ahmed 1988: 6)

Rafiuddin Ahmed's much acclaimed book has drawn attention to the fact that the thesis of a homogeneous Muslim community was the handiwork of British bureaucrats such as W.W. Hunter. "Hunter vigorously put forward", Ahmed observes, "the interests of a particular class as those of the Muslim community." Had the orientalist been gifted with the human faculty of thinking, if he would pause to think through his own problematic, he would have understood the role did the signifier before condemning it.

Rafiuddin Ahmed cites cases of Sharif Muslim leaders criticizing the other Muslims for retaining their 'Hindu' names. One of his favorite 'sources' is Ibn Maazuddin Ahmad, who " while proudly describing the changes in rural Muslim society in the latter half of the nineteenth century, appended a list of names and surnames formerly current, disgusted that Muslims should have used such 'despicable' names for so long." (Ahmed 1988:6) If Rafiuddin Ahmed were not assuming away, but facing the problematic of Ibn Maazuddin, he would see the role of Islam as a signifier. The signifier creates the community. Ibn Maazuddin precisely understood that.

Space would not permit a proper treatment of the question of caste in these notes. But parenthetically, it may be mentioned the fact that the former 'untouchables' in Bengal or for that matter in the rest of India, could not emancipate themselves or to the extent they could, are functions of that signifier, its absence and presence. It is a common mistake of sociology to assume that caste system is a purely and simply an occupational system. It is not. It is an articulation of ideolgy - popularly called religion- as such. (Dumont 1972: 134) In a recent study in the same traditon as Rafiuddin Ahmed's Sekhar Bandyopadhyay has discussed the development of the same quest for identity among the 'depressed classes', or as they would be called subsequently the 'scheduled castes', of Bengal during roughly the same period. (Bandyopadhyay 1990) The Namasudras of eastern Bengal, one of the depressed castes had their first organized protest iin 1872 and by 1937 the Scheduled castes managed to get 30 seats reserved for them in Bengal legislature.

Referring to inter caste rivalries as well as intra caste elite mass differentiations, Bandyopadhyay writes:

> This led to a transformation of these caste movements from social protest to what may be called the politics for reservation. Now the elite leaders of the backward castes made use of the depressed condition of the majority of their caste brothers as a political capital in their bid for power and patronage in institutional politics. (Bandyopadhyay 1990:203-204)

The result : the organization of the Scheduled Castes could not ultimately emerge as third force in Bengal politics. Bandyopadhyay, being the elitist writer that he is, cannot think beyond the bid for power and patronage of the elite leaders as ultimate reasons leading to their failure. I hope this two cases of contrast will make the role of a signifier abundantly clear. The Muslims of Bengal or at least the majority of them had long been looked down upon by the superior caste Hindus as well as upper class Muslims just as another Hindu caste. To wit even today, government registered deeds of land sales and purchases reflect the survival of such things as "Naju Mian pichore Ali Ahmad , sakin Dakkhin Nalbilla, pesha krishi, jate Musalman." In case of a lower caste Hindu the last clause would be 'jate Shudra' and for high caste it would be 'jate Brahmon or Kayastha.'

To be judged by minor writers is, perhaps, the fate of the great ones. In Ahmad Sharif's reading of Nazrul I find a case illustrative of this truism. In the lectures Sharif delivered as Nazrul Professor, he censured Nazrul's theism. Ahmad Sharif makes no apology for his inquisition like intolerance for the signifier 'Allah', frequently employed by Nazrul. (Ahmad Sharif 1990: 109-111) Sharif, however, is absolutely innocent of the fact that his own favorite signifier 'Humanity' is no more than a thinly wrapped secular transpose of the same condemned signifier 'God'. The same applies to 'History', 'Nation' and such others. All travel the same *loci classici*.

Sharif has argued that Nazrul's theism was a kind of superstition not unlike his faith in other lesser spirits, the consequences of his reliance on folk lore and commonsense. Sharif can not make a rational sense of Nazrul's critique of the institutions of religious establishment, of the Mollah and the Priest. It is all vapor to him. And all pure contradiction. The problem, however, is to make sense of this contradiction. Ahmad Sharif, alas, ran out of ammunition too soon. The method and assumptions Ahmad Sharif made his own are simply innocent of this kind of job. Sharif has written:

> So the poet could not understand that no theist could affect display undivided loyalty to reason in matters canonical. To whatever extent may he extend the horizon of his liberalism, it expands the bounds of citadel of faith no doubt, but it can not liberate him from his faith. ...There appear limits in the liberalism and humanism of the theist. No theist or follower of canon will ever succeed in taking a man as such, for his conscience, his reason, his sense, sympathy and empathy all are driven by canon. (Ahmad Sharif 1990: 110)

Ahmad Sharif, therefore, finds Nazrul's anti-canonical pronouncements completely inconsequential. Nazrul's humanism, in other words, is vitiated because he did not belong to the creed of Ahmad Sharif. Now crass materialism, which is a kind of religion in itself, and more harmful in effect as it is unaware of its own deeper moorings, is not a solution to the kind problem Nazrul was facing. When Nazrul wrote such lines as 'there is nothing greater than man, or more magnificent than him' or ' there is no temple or Kaba superior to this heart' he was playing the Imaginary against the Symbolic, to use to Lacanian categories. Allah or Bhagaban is the master signifier in the symbolic order, which is linked in a great signifying chain with all other signifiers. Now thinkers of Ahmad Sharif's quality simply can not make head or tail all this and declares the problem non-existent. Sharif thinks God does not exist. But if you ask him, why do then it exists in language Sharif would retort, I fancy, because people are prejudiced, superstitious.

No thinker in the history of mankind, to this day, not excluding the most capable atheist thinkers, have been able to imagine God way. The problem was most succinctly formulated by the old Greek philosopher Parmenides: *only Being can be, non-being cannot be*. In order to say God does not exist, as Ahmad Sharif evidently does, he has to conceive of God first. and God begins to exist from that moment. The atheist can not do away with the idea of God, he can only give God a different name. God becomes History, Humanity, Nation and you name them. Remember Rabindranath appealing I the name of Humanity and Justice to the secretary of state in London for saving the cultural superiors, the nearly two centuries old natural leaders of Bengali society?

There is no hole in the Symbolic Order. The hole is in the 'Real', to use another crucial categories of Lacan. In other words, if Nazrul could not do away with a God, he did not commit any greater than any of us who can hardly speak for three minutes without invoking Nature, Humanity, Law and Order, Morality and all that. It is trueNazrul remained a prisoner of the Imaginary in his devotion to Ma Kali while at the same time facing the symbolic order in the signifier 'Allah'. Those leaders of Bengali Muslims who condemned Nazrul as a 'Kafir' earlier had to resort to bowdlerizing him substituting 'gorasthan' for 'mahashashan'. And for the same reason. Ahmad Sharif's imaginary is all the more deceptive, as he thought in it he has found the 'Real'.

VI

Finally I will cite Nazrul Islam himself and Abbasuddin Ahmad, to this day, two of his best critics. Nazrul wrote in 1941 in the Calcutta daily 'Nabajug':

> Those of you who have gone through my poetry, stand witnesses: All my life, I have engaged my efforts to get the Muslims organized, to eliminate the immobility, indolence, apathy, impotence and disbelief in them. I did express myself in speeches and writings and have tried to attain that even at the cost of my life with whatever capacity Allah has endowed me to make the Muslims of Bengal stand on their own feet, head erect, a head that does not bow to no emperor but the one Allah. I have tried to keep the faith of thirty million non-lettered Musalmans by recording for the Gramophone company hundreds of

Islamic songs, even though I had to so-called 'lower' my poetic talents. (Nazrul 1993: 71)

Abbasuddin Ahmad narrates a few incidents in his memoirs. Abbasuddin worked very closely with Nazrul. He narrated how he persuaded Bhagabati Bhattacharja of the Gramophone Company to experiment with Islamic songs and how prompt was Nazrul in taking advantage of the opportunity once Abbas was able to persuade the reluctant rehearsal-in-charge. Songs like

'O me, happy Eid's Moon comes after the fasting of Ramazan' and
' Here comes the young merchant with the merchandise of Islam'

were composed and set to tune in this hectic manner. The astounding success of the records surprised everyone, the Company's coffers swelled. As Abbasuddin remembers;

Ever since then, Kazida kept on writing Islamic songs. A new madness captivated the households of all the Musalmans of Bengal. Those who closed their ears at the sound of a song, their ears were won over by such songs as these: " I have sown the seed of the name Allah", ' O me, say the name Mohammad, you say the name Ahmad'. They removed their hands from the ears and listened in awe, to more songs: " Allah is my Lord, I have no nothing to fear'. In the festival of Moharram they found Marsia to listen to, found : " The three-world's favorite Mohammad comes to the earth." During the Eid festival they heard anew: " Eid has come back again, Eid is back once more." Gramophone records moved from household to household. the names of Allah and his Prophet began to reverberate in village after village. (Abbasuddin 1991:48)

...

" But the Islamic songs brought a flood of money to the coffers of the Gramophone Company. So, because of the paucity of Musalman singers Dhiren Das became Gani Mian, Chitta Rai faked Delwar Hossain; some of the Ascharjamoyis and Harimotis took the names of Sakina Begam and Amina Begam, Girin Chakraborty assumed the name Sona Mian." (Abbasuddin 1991: 49)

The story of how K. Mallik, the old Shyama singer urged the company to let him sing a few Islamic songs is as fascinating as it is sad. No body suspected Mallik was a Musalman. Now Nazrul creates an urge in him too to sing a few. They company wouldn't let him either, for his voice was patent. If he let his identity be revealed, Hindu consumers may not shop his Shyama songs. The Company's apprehensions could not be said to be without foundation. But the unexpected success of Nazrul and Abbasuddin was able eventually to win the Company's heart over. Old Mallik did have his desire satisfied. (Abbasuddin 1991:49-50)

Abbasuddin Ahmad's experience in Dinajpur district is not atypical of other encounters with the conservative Muslims of Bengal. It is a hard-to-paraphrase tale:

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

Once the students of Jaipurhat School, not far from the Hili Station, invited me. After sunset we gathered for a musical session; but one of the young man warned. "Look, if we sing with a harmonium it will create a lot of mischief. The La-Majhabis are in a majority in this neighborhood and their reservations are very strong against music and the playing of instruments ... I stepped on the stage. After greetings all around, I kept standing there in silence. One gentlemen asked me, " is it true that you are going to sing accompanying an instrument. it can't be." I said, " Who says that? I am not going to sing, but speak a few words only. Well, when our dear prophet came to this world thirteen hundred years ago, listen what happened to nature then, what message did he bring to us.". then I began to sing-

Come and see on Mother Amina's lap
Full honey moon' s moon swings in there.

Do you want to listen to this stuff? Everyone in unison shouted, " Yes, yes, please" I waved hands to ask everybody to take their seats. as if hypnotized, everyone sat down and it was all quiet. then I sang: " The Syed of Mecca and Madina" Then I asked the gatherings permission to take leave, saying " All right, I shall see you." Noise filled in the space," Oh, no, no, we do want to listen. I said , " If you really want to" and pointing out the Harmonium sitting idly near by, " Give me this harmonium". Then I sang to the tune of the harmonium, " Drums sound, get your turban on" Then I started a talk. " well, what spices do you need to cook meat? Some will say onion, some garlic, but I say - you are forgetting the real thing. You have added all spices but forgot to put salt. Didn't you?" I gave a signal , " Bring in here on the stage". The tabla-player came in with a tabla. I started to sing, "In whose heart flows the meditation of my Mohammad's name."

Afterwards I sang:

'Musalmans don't wake up in that spirit anymore'

After the songs, I said wherein lies the problem of the Muslim community, how in themselves all have become impotent in lack of education and in mis- education. Over and above that on the chest of our community sit the Mollahs, cut and dried, like a proverbial stone. Come young traveler, move this stone aside, O new drummers of the new age, give a call set in a new tune, get rid of this trash, set ablaze learning's torch!! (Abbasuddin 1991: 64-65)

VII

In his lifetime's last public address, Nazrul Islam recalled his days of effective first arrival in Calcutta from the Regiment. It was 1941 and Nazrul was speaking at the Silver Jubilee of his first refuge, the Bengal Muslim Literary Association. Said Nazrul:

If the Literary Association wouldn't grant me a refuge at the time, I can not tell where would I have ended up. This was the first home I built in love's own thread, and I do not know if it would have been possible for me to become a poet but for this refuge. (Nazrul 1993: 128)

শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

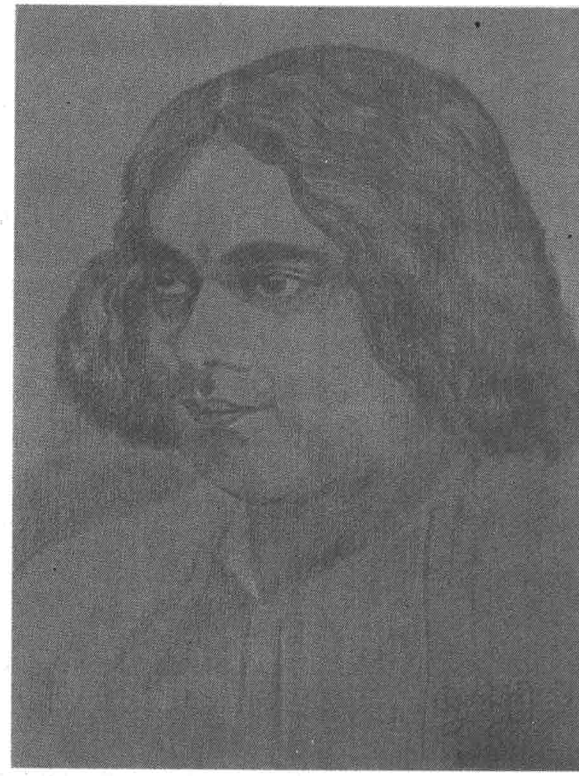

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

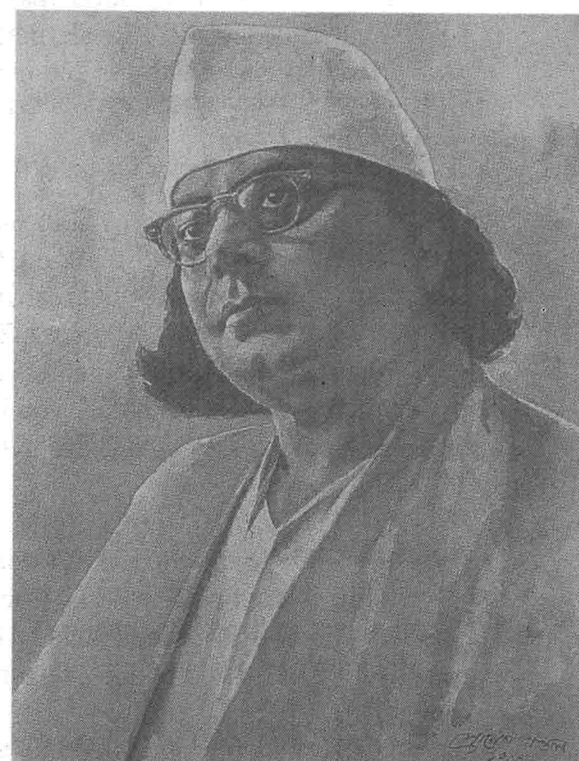

শিল্পী প্রাণেশ মন্ডল অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

A section of the Muslim community- unlike an Ahmad Sharif of our day, called him a Kafir, an unbeliever. Nazrul was saddened by the state of his own community. Thus spake Nazrul, in the Conference at Sirajganj, 1932:

> Today we don't have a single painter, a sculptor, a musician, a scientist among the Bengali Muslims. What can be more shameful than this? Those who did just show up with some inborn talent, our orthodox social system has nipped them in the bud and continue to do so. We must gather all our energy to fight this oppression out. Otherwise, the Bengali Muslims will have nothing to contribute to the arts. What is the point of belonging to a majority like an animal herd if we are left with nothing to boast of in here? The more we are dying inward, the more we are growing in numbers outward. One sizable tree is far better than a field full of weeds! (Nazrul 1993: 98)

In a similar vein, Nazrul Islam spoke at the Faridpur District Muslim Students Conference, 1343:

> It is said that Muslims in Bengal are 55 out of a hundred. But when I consider, apart from this majority in count, what is out there for Bengal boast of this 55 in a hundred- I wonder if it would not save from this indignity if we were only five in a hundred! (Nazrul 1993: 108)

Nazrul's himself did not make large claims for his literary works. Instead he hoped his contribution to music would be more appreciated in the future. (Nazrul 1993: 110) Today, one can say, history has vindicated Nazrul. In politics, Nazrul claims: " I have never been a follower not only of 'the (Muslim) League', and of the 'Congress' either. 'Dhumketu' the newspaper I edited it a testimony." The following statement can stand for an epitaph of Nazrul Islam:

> I follow neither 'the League, nor 'the Congress', I follow only the truth, follow the universal brotherhood, follow the emancipation of all, the people. (Nazrul 1993:71)

Nazrul Islam was, as he still is to Nirad Babu, 'a Muslim named Kazi Nazrul Islam' at a time when one could not by any strech of imagination imagine Rabindranath as 'a Brahmo named Rabindranath Thakur. His brief spell of twentysome years changed all that. Nazrul Islam changed the definition of what it means to be a Bengali. Today, there is no better approximation to the defintion of a Bengali than Nazrul Islam.

I have quoted liberally from Nazrul and as well from others. Grant me one more Nazrul word. Ustad Zamiruddin Khan died in Calcutta on November 26, 1939. On Nazrul fell the task of delivering the presidential homage to the late musician on December 10. It was a novel thing for the canonical Muslims of Bengal to organize a condolence meeting for a musician. Nazrul responded to those Muslims who still thought music and Islam don't go together: "It can not be denied that Allah's grace falls on Earth through man. Music, too, is a grace of Allah on Earth Creators of music are the chosen ones for Allah's grace." And to the racial Nationalists of Bengal Nazrul's message was a re-definition of Bengali.

> I am a poor admiring disciple of Ustad Zamiruddin. Myself, Golam Mostafa, and Abbasudddin have taken music lessons from him. The young singers of Bengal, both Hindus and Muslims, those who have made a name for themselves in the world of music,

almost all of them, had been Ustad Zamirudddin's disciples. Some might ask: Zamiruddin was a Panjabi, he did not belong to Bengal. This uttereance is just an utterance, there is no rationality in it. .... It is true that Zamiruddin was born a Panjabi, but as a human being he stood above nations and communities. He came to Bangladesh as a child, he made Bengal his own. He spoke Bengali and identified himself as a Bengali and was proud of it. (Nazrul 1993:112)

As Nazrul Islam is no more a 'Muslim' of the upper caste Hindu imaginary, so is he no longer vendible as a 'nationalist' of the 'real Bengali revolutionary' either. For those who care to discover there is still more of Nazrul to discover. The purloined letter has been lying on the table for some time, say, eighty years, wide open but turned upside down, for anyone to find out. The King, the Prefect of the Police, the Minister none can overcome their blindness to see the wide open thing. Those who see like the Queen can not say it. The itinerary of the signifier is indeed strange!

Does a letter always reach its destination? It did in Edgar Allan Poe's story. Our story remains open ended. And the signifier circumnavigates.

References

Abbasuddin Ahmad, *Amar Shilpee Jibaner Katha* (Memoirs of My Life as an Artist). 3rd ed. Dhaka: Protipakkha Prokashona, 1991.
Ahmad Sharif, *Ekale Nazrul* (Nazrul Now). Dhaka: Mawla Brothers, 1990.
Ahmad Sofa, *Ahmad Sofar Probandha* (Essays of Ahmad Sofa), Dhaka: Student Ways, 1399 A.B.
Ahmed, Rafiuddin, *The Bengali Muslims 1871-1906: A Quest for Identity.* Second Edition. Delhi: Oxford University press, 1988.
Annadasankar Roy, 'Sakkhatkar' (Interview).by Shirin Kader. *Shaili.* Vol. 4, No. 4. Dhaka, April 1, 1998.
Bandyopadhyay, Sekhar, *Caste, Politics and the Raj: Bengal 1872-1937.* Calcutta: K.P. Bagchi, 1990.
Buddhadeb Basu, *Kaler Putul* (The Puppet of the Times). Calcutta. 1359.
Chaudhuri, Nirad C. *Thy Hand, Great Anarch! India: 1921-1952.* London : Chattto and Windus, 1987.
Dipti Tripathi, *Adhunik Bangla Kabya Parichoi* (Introduction to Modern Bengali Poetry). Fifth edition. Calcutta: Dey's Publishing, 1992.
Dumont, Louis, *Homo Hierarchicus.* London, 1972.
Dutta, Krishna and Andrew Robinson, *Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man.* New York: St. Martin's Press, 1996.
Evans, D. *An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis.* New York: Routledge. 1996.
Ganguli, Symacharan, 'Bengali, Spoken and Written' *Calcutta Review*, October 1877; reprinted in (Paschchim Bangla Bangla Akademy) *Akademy Patrika*, No.3, May 1990.

Jibanananda Das, *Jibanananda Daser Agranthitha Prabondhabali*, (Uncollected Essays of Jibanananda Das). Faizul Latif Chowdhury ed. Dhaka: Mawla Brothers, 1999.
Kazi Abdul Wadud, *Kazi Abdul Wadud Racanabali*, vol. 1. Abdul Haque ed. Dhaka: Bangla Academy, 1988.
Lacan, Jacques, *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis.* A. Sheridan tr. (Volume XI of The Seminar of Jacques Lacan, J-A. Miller ed.) New York: Norton , 1977a.
Lacan, Jacques, *Écrits: A Selection.* A. Sheridan (tr.) New York: Norton, 1977.
Nazrul Islam, *Nazrul Racanabali* (Collected Works of Nazrul), vol. 1., Abdul Kadir edition reedited by Anisuzzaman et al. Dhaka: Bangla Academy, 1993a.
Nazrul Islam, *Nazrul Racanabali* (Collected Works of Nazrul), vol. 4, Abdul Kadir edition reedited by Anisuzzaman et al. Dhaka: Bangla Academy, 1993.
Nirad Chandra Chaudhuri, *Amar Desh Amar Satak* (My Country My Century). Calcutta: Mitra and Ghosh, 1996.

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা
নজরুল সম্মেলনে
আমাদের প্রাণঢালা
অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

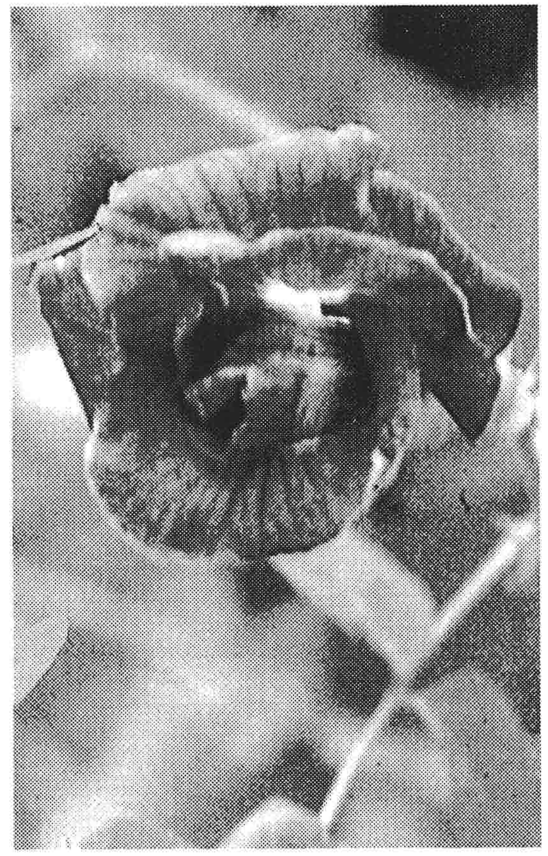

আলহাজ্ব সোলাইমান ভুঁইয়া
ও
আমেনা বেগম

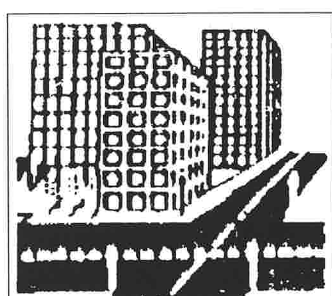

এস এন কন্ট্রাক্টিং ইন্‌ক.

৩০৬৬ ওয়েবষ্টার এভিনিউ
ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক -১০৪৬৭-৪৯১৮
ফোন : (৭১৮) ৫৪৭-৯০৯০
ফ্যাক্স : (৭১৮) ৫৪৭-৯১৪১

স্বল্প সময়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে

বাংলা পত্রিকা
প্রবাসী বাংলা
ভাষাভাষীদের
প্রিয় পত্রিকা

পেশাগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ

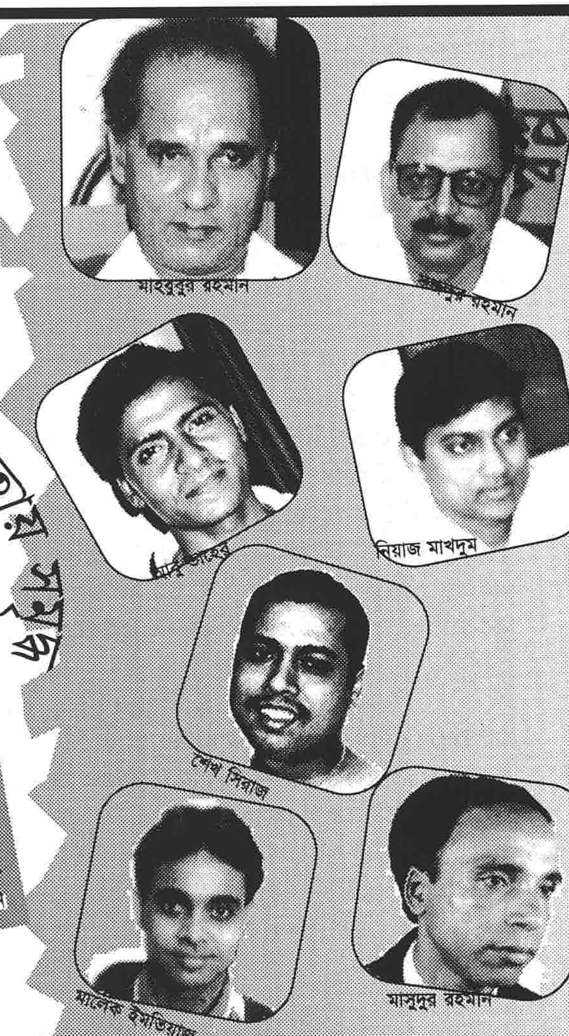

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা

পড়ুন ও বিজ্ঞাপন দিন

29-11, 39 Ave. [2nd Floor], L.I.C. NY 11101
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax : 718-482-9935
E-mail : banglapatrika@mindspring.com

সেল ফোন ও বিপারের জগতে বাঙালীদের গৌরব
Digital One
WIRELESS COMMUNICATION
"আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশী ঝড় অকাল বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহী সূত বিশ্ব বিধাত্রীর---"
কবির জন্মশতবর্ষে
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী
Your Every day communication
Queens
Ph: (718) 565-6463
39-08A 64 Street
Corner of Roosvelt Ave
Woodside, NY 11377
Manhattan
Ph: (212) 674-3646
114 East 1st Street
Btwn. Ave. A & 1st Ave.
NY NY10009
Brooklyn
Ph: (718) 383-1671
1024 Manhattan Ave
Green Point, Brooklyn
NY 11222
RICH HILL International
28-39 31 Street
Astoria
Tel: (718) 565-8572
AT&T Wireless Services
Sprint.
Bell Atlantic
New Sprint Star Tac
NEXTEL
provider
Business Hrs: 10 AM - 9 PM Sunday: 12PM - 6PM
NOKIA
Best Beeper price in the city
All new & latest models

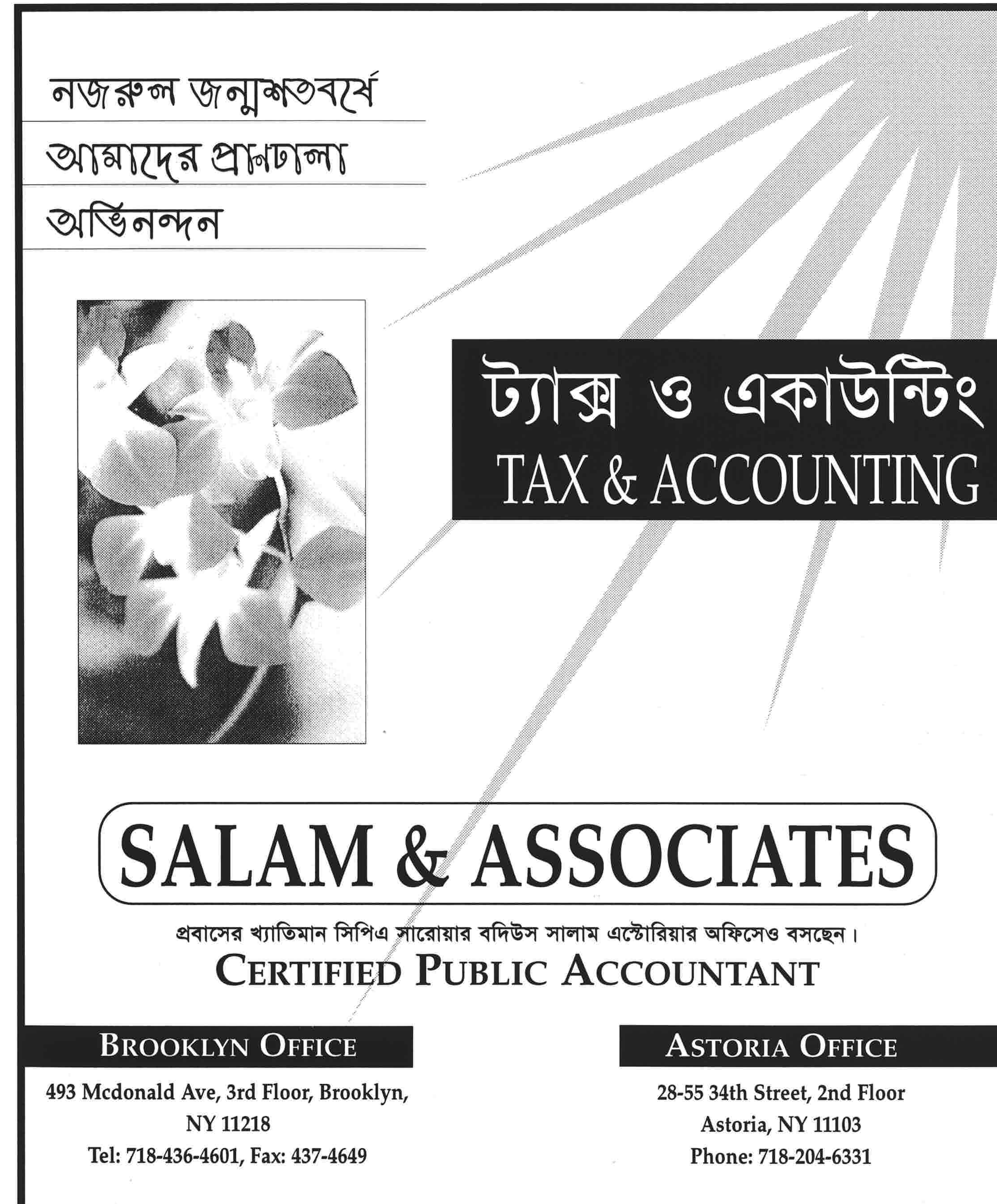
নজরুল জন্মশতবর্ষে
আমাদের প্রাণঢালা
অভিনন্দন
ট্যাক্স ও একাউন্টিং
TAX & ACCOUNTING
SALAM & ASSOCIATES
প্রবাসের খ্যাতিমান সিপিএ সারোয়ার বদিউস সালাম এস্টোরিয়ার অফিসেও বসছেন।
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
BROOKLYN OFFICE
493 Mcdonald Ave, 3rd Floor, Brooklyn,
NY 11218
Tel: 718-436-4601, Fax: 437-4649
ASTORIA OFFICE
28-55 34th Street, 2nd Floor
Astoria, NY 11103
Phone: 718-204-6331

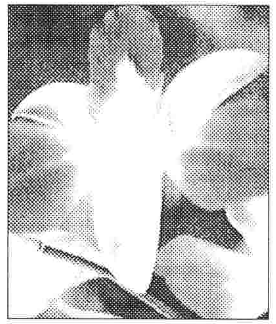

নজরুল জন্মশতবর্ষে
সোনালী এক্সচেঞ্জের প্রাণঢালা
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সোনালী এক্সচেঞ্জের সেবা গ্রহণ করুন। দেশের সমৃদ্ধিতে অংশ নিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংকের একমাত্র অর্থ প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেরিত অর্থ আয়করমুক্ত। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ সবচেয়ে কম কমিশনে, নিরাপদে দ্রুত বাংলাদেশে স্বজনের কাছে পৌঁছে দেয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে সোনালী এক্সচেঞ্জে।

আমাদের ৬ টি অফিস প্রবাসীদের সোনালী ভবিষ্যৎ

SONALI EXCHANGE CO. INC.

A Subsidiary of Sonali Bank * Licensed as a Money transmitter by the Banking Department of the State of New York

DHAKA OFFICE (8802) 956-5947	MANHATTAN (212) 808-0790	BROOKLYN (718) 853-9558
JACKSON HEIGHTS (718) 507-6002	ASTORIA (718) 777-7001	LOS ANGELES (213) 384-9600

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

এমন একটি রেস্টুরেন্টে আসুন
যার পরিবেশ
আপনাকে মুগ্ধ করবে,
সুস্বাদু খাবার করবে রসনাতৃপ্ত।

নিউইয়র্কে
বাঙ্গালীদের
সেরা রেস্তোঁরা

Haveli

হ্যাভেলী

100 Second Avenue
(Bet, 5th & 6th St.)
New York. NY 10003
Tel: 212-982-0533

জন্মদিন, বিয়ে বা
যে কোন পার্টির জন্য
একটি অনন্য স্থান

Mitali
Exotic Indian Cuisine

Mitali is
a class by
itself

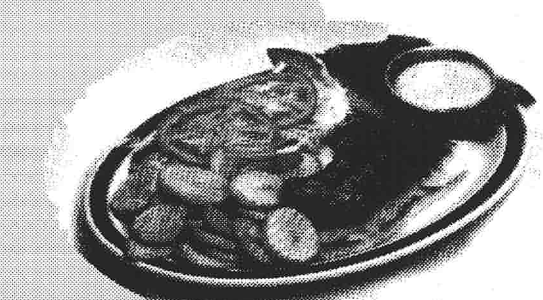

Mitali West

296 Bleaker Street
(Corner of 7th Ave. South)
New York. NY
Tel: 212-989-1367
Brunch : Sat. & Sun.

Mitali East

334 East 6th Street
Bet. 1st & 2nd Ave.
New York. NY
Tel: 212-533-2508
Brunch : Sunday

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আলাদিনের মিষ্টি যাদুকরী সৃষ্টি

আলাদিন সুইট্স্ এন্ড ক্যাফের (ডিটমার্স)-এর

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি ও তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই উপলক্ষ্যে আমাদের স্টোরে চলবে বিশেষ সেল।

নজরুল জন্মশতবর্ষে আমাদের অভিনন্দন

বিশেষ আকর্ষণ মিষ্টি $ 4.00 প্রতি বক্স

মন ভাল করার অনন্য ক্যাফে

আলাদিন সুইট্স্ এন্ড ক্যাফে

29-17A 23rd Avenue, Astoria, NY 11105

718-777-8700, 718-777-9498, Fax : 718-777-8377

Call Toll Free : 1-888-8 Aladin

যোগাযোগ ঃ নাজির সিন্‌হা

ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন ও
নজরুল জন্মশত বার্ষিকী উৎসবে
আমার অভিনন্দন
ও
শুভেচ্ছা

আসাদুল ইসলাম

পৃষ্ঠপোষক: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টর্স (বিপা)

মিষ্টির জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

আলাদীন সুইটস এন্ড রেস্টুরেন্ট

(আদি)

৩৬ এভিন্যু, এস্টোরিয়া

আমরা প্রায় ২৪ ঘন্টা খোলা ফ্রি ডেলিভারী

যুক্তরাষ্ট্রে আমরা প্রথম

আমরা ক্যাটারিং ও মিষ্টি খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করে থাকি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ

মুরাদ, টোকন

29-06, 36 Avenue, Astoria, NY 11106

Tel: 718-784-2554

ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিমু, ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামীন

এষ্টোরিয়ার ৩৬ এভিন্যুতে দেশীয় স্বাদে সম্পূর্ণ হালাল খাবার নিয়ে

ঢাকা ক্যাফে ঝিল

ক্যাফে ঝিলের মিষ্টি, কেড়ে নেয় দৃষ্টি

ছোট বড় সবাই বলে চলো যাই ক্যাফে ঝিলে

ক্যাফে ঝিলের সব ধরনের মিষ্টি সত্যই অতুলনীয়

প্রতি শুক্র, শনি ও রবিবার
বাংলাদেশী চাইনিজ সম্পূর্ণ হালাল

যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে থাকছে আউটডোর এবং ইনডোর ক্যাটারিং এর ব্যবস্থা

সূতা কাবাব, বেটি কাবাব, চিকেন কাবাব, বাকরখানি ছাড়াও থাকছে চটপটি, ফুচকা, আলুপরী, ডালপুরী, সিঙ্গারা, সামুছা, মোগলাই পরোটা, ভেজিটেবল রোল, চিকেন প্যাটিস ইত্যাদি

সকালের নাস্তায় বাকরখানি মিষ্টি, পরোটা, ভাজি
পোলাও, কোরমা, মুরগীর রোষ্ট, ভুনা গোশ্‌ত, খাসীর এবং মুরগীর
দেশের স্বাদ পেতে হলে আজই আসুন ক্যাফে ঝিলে

DHAKA CAFE JHILL

35-55. 33RD STREET (36TH AVENUE), LIC, ASTORIA, NY11106
TEL: 718-937-4200 FAX: 718-786-8484

নজরুল জন্মশতবর্ষে আমার প্রানঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে মিনি বাংলাদেশ ৩৬ এভিন্যুতে অত্যাধুনিক
সুযোগ-সুবিধা সহ নতুন আঙ্গিকে

কস্তুরী কান্ট্রি ক্লাব

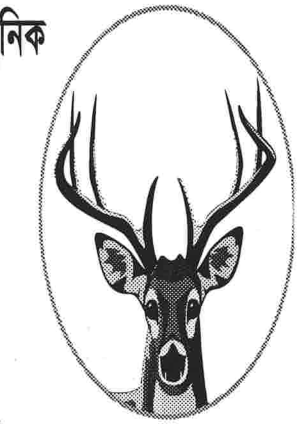

প্রবাসী বাংলাদেশীদের জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ।

কস্তুরীর সুযোগ সুবিধা ঃ

যেকোন ধরনের পার্টি, যেমন ঃ ফ্যামেলী গ্যাদারিং
বিবাহ অনুষ্ঠান, গায়ে হলুদ, বিবাহ বার্ষিকী, জন্মদিন, সভা, সমাবেশ, সেমিনার সিম্পোজিয়ামসহ
সব ধরনের পার্টির জন্য বিশাল হলরুম, সাউন্ড, মাইকিং সিস্টেমসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা।
নববর্ষের পার্টির জন্য অগ্রিম বুকিং প্রয়োজন।

কস্তুরী কান্ট্রি ক্লাব

৩৫-১৫, ৩৬ এভিন্যু, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬

ফোন ঃ ৭১৮-৭০৬-৮৯২৯

নজরুল জন্মশতবর্ষে আমাদের অভিনন্দন

প্রবাসে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যে কোন বই, সিডি, সিনেমার ক্যাসেট আমাদের শো রুম থেকে কিংবা ঘরে বসে পেতে হলে আজই যোগাযোগ করুন।

অনন্যা

দূর প্রবাসে এক টুকরো স্বদেশ। উত্তর আমেরিকায় বাংলা বই-এর প্রথম বিপণী।

37-14, 73rd Street, 2nd Floor
Jackson Heights, NY 11372, USA Tel: 718-205-8086

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সাবওয়ের পাশেই

নিউ আলাদীন সুইটস্ এন্ড রেস্টুরেন্ট

শনি ও রবিবার কাচ্চি বিরিয়ানী সার্ভ করা হয়

ছুটির দিনে পাবেন গরম জিলাপী

আমাদের এখানে আরও পাবেন হালিম, চটপটি, রকমারী পিঠা, চপ, মিষ্টি, দই এবং গরম-গরম জিলাপী। সবধরনের পার্টির জন্য ক্যাটারিং এর বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে

যোগাযোগ : শফিক / বাদল খান / সেলিম

৩৭-৬৬, ৭৪ এভিন্যু, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন : ৭১৮- ৮০৩-৯৫৩৬

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন '৯৯

ভিক্টোরিয়া পার্ক সাবওয়ের কাছে বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকার বাংলাদেশী দোকান

বাংলাদেশ থেকে সদ্য আমদানীকৃত মাছ ও তাজা শাক-সব্জীর বিরাট মওজুদ। এছাড়াও রয়েছে হালাল মাংস, চাল, ডাল, আটা-সহ সংসারের যাবতীয় গ্রোসারী সামগ্রী। গ্রাহকদের অনুরোধে চালু হয়েছে আমাদের ভিডিও সেকশন

প্রবাসী ভিডিও

পরিবেশনায় : সোহেল ও ইকবাল

প্রবাসী বাজারে রয়েছে বাংলা পত্র-পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনের অপূর্ব সমাহার। দ্রুত হোম ডেলিভারীর নিশ্চয়তা

প্রবাসী বাজার

2883 Danforth Avenue, Toronto, Ontario
Tel: (416) 693-0431

BEST COMPLIMENTS
ON 100TH BIRTHDAY OF GREAT POET
KAZI NAZRUL ISLAM

FROM

BHOLA N. BANIK

M. D., F. A. C. P., F. A. C.C, P.C.
FELLOW AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS
FELLOW AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY

1097 OLD COUNTRY ROAD, SUITE 103
PLAINVIEW, NEW YORK 11803
(516) 931-3131 (516) 933-1999
FAX : (516) 931-3140

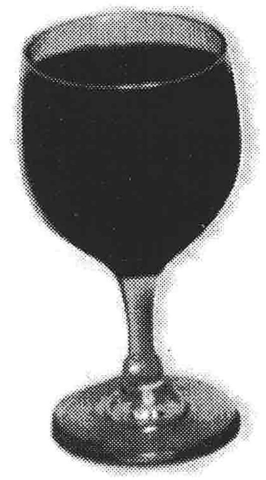

Cocktails

Brunch Dinner

WEDDING

NOBODY DISAGREES

In Mid-Manhattan

The Greatest Place to Eat is

The Great India Restaurant

BANGLADESHI, PAKISTANI & INDIAN CUISINE

1586, Second Avenue

New York, NY 10028

Phone : 212-772-1447

প্রিয় পাঠকদের রুচির প্রতি
শ্রদ্ধাশীল বলেই
সকলের প্রথম পছন্দ

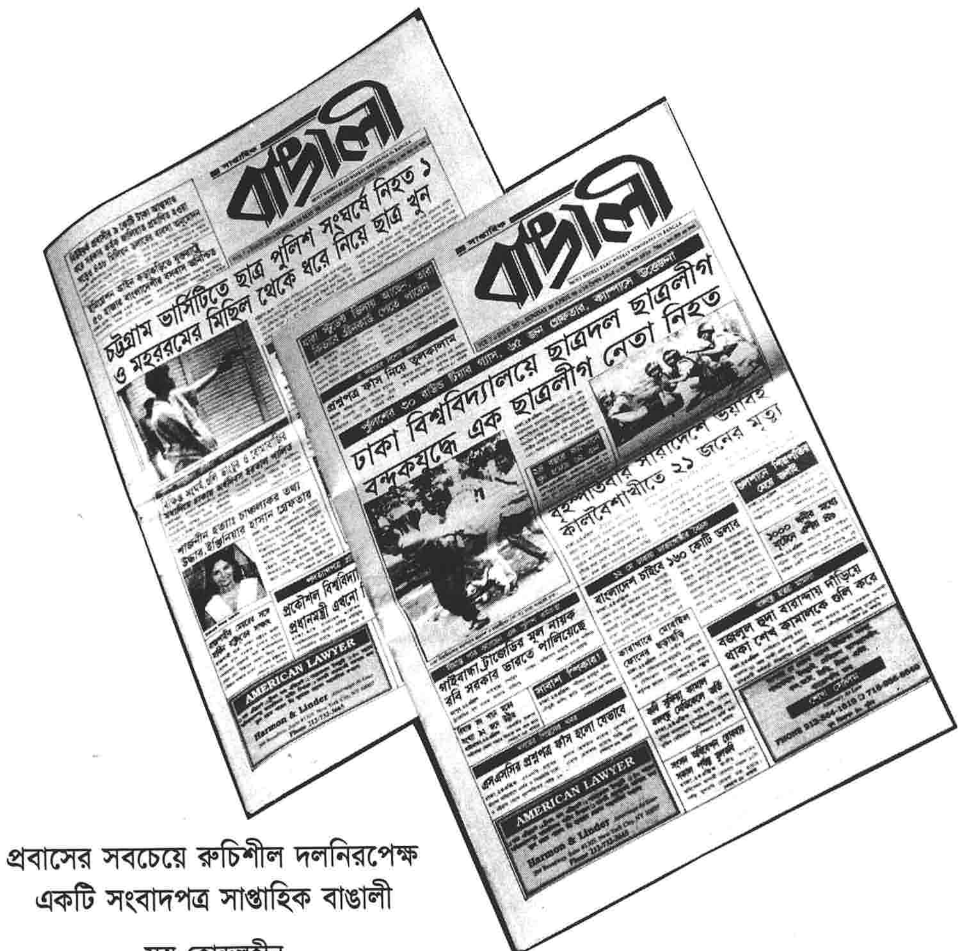

প্রবাসের সবচেয়ে রুচিশীল দলনিরপেক্ষ
একটি সংবাদপত্র সাপ্তাহিক বাঙালী

সুস্থ কোন্দলহীন
সম্প্রীতিময় একটি কম্যুনিটি
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে
আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

বাঙালী

86-26 Queens Blvd. Elmhurst, NY 11373 Phone 718-639-1177 Fax 718-565-8101
e-mail bangalee@mindspring.com

BANGLADESH INSTITUTE OF PERFORMING ARTS

28-08, 34th St., Astoria, NY 11103

Admission!!! Admission!!! Admission!!!

New classes are starting right now

- SONG
  - Rabindra sangeet
  - Nazrul sangeet
  - Classical sangeet
  - Modern & folk sangeet
- DANCE
  - Kathak
  - Bharatnatyam
  - Modern & folk dance
- ART
- TABLA
- GUITAR
- KEY BOARD
- BANGLA
  - Reading & Writing

For Information Please Call :

Annie Ferdous 718-854-6278, Selima Ashraf 718-544-7817
Monira Yesmin 718-545-0078

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন’৯৯

FREE VIDEO.

Just bring this certificate to our Center for a free video that shows you more about Sylvan's programs for students grade K through 12.

656 G & H North
Wellwood Avenue
Lindenhurst,
NY 11757

Phone :
516-226- 4427

SYLVAN LEARNING CENTER
Success is learned
www. educate. com

UN CONSTRUCTION CO.

(BUILDER & GENERAL CONTRACTOR)

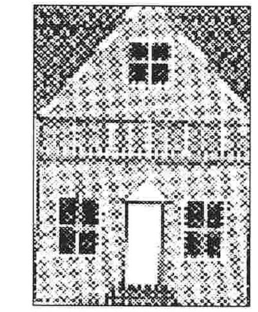

Any kind of Repair work on interior. & Exterior work of the building.

contact to president of the company.

Motilal Nath

Tel: 718-387-2367
Beeper (917) 486-1746

কেবল ঋণ বা সাহায্য নয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও কাজ দেয়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির নাম

প্রশিকা

অর্থনৈতিক সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিবেশের উন্নয়ন এবং প্রকৃত গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে

প্রশিকা

দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ সংগঠন ও উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন গণপ্রতিষ্ঠানসমুহে জনগণের অংশীদারিত্ব ও মানবাধিকার চর্চাকে সমুন্নত রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে

প্রশিকা

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

আই / ১-গ, সেকশন-২, মিরপুর ঢাকা- ১২১৬
ফোন : (৮৮০২) ৮০৫৮১২, ৮০৩৩৯৮, ৮০৬০১৫, ৮০৫৯৪৫-৬
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮০৫৮১১

নজরুল জন্মশতবর্ষে
আমার অভিনন্দন ও
শুভেচ্ছা

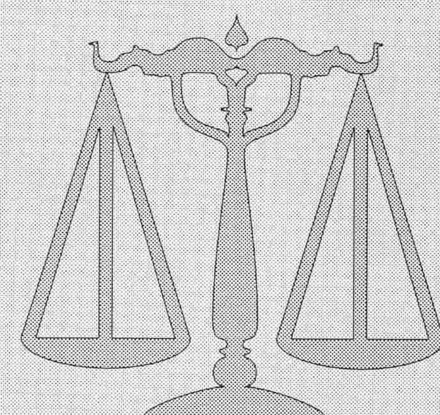

বাংলাদেশী ইমিগ্রেশন এটর্নি
তওফিক চৌধুরী
এটর্নি এ্যাট ল'
এলএলএম, জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, এথেন্স
এল এল এম, কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়, কিয়েভ, (ইউক্রেইন), স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়, হল্যান্ড।
সদস্য, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন, নিউইয়র্ক কাউন্টি লয়ার্স এসেসিয়েশন।
এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগযোগ করুন
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
One World Trade Center, Suite # 4673. New York, NY 10048
Tel : (212) 488-6990, Fax : (212) 488-7184

নজরুল জন্ম
শতবর্ষে
আমাদের
অভিনন্দন

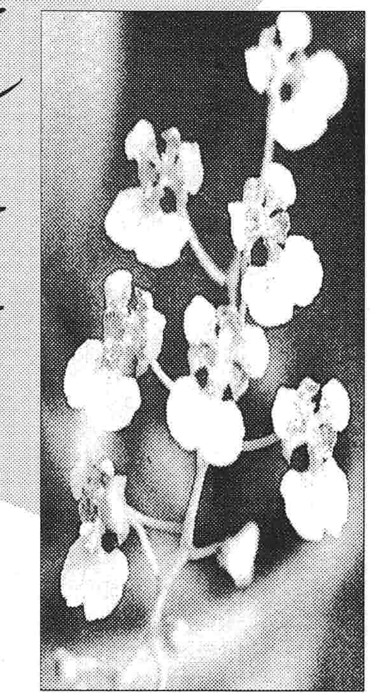

আর্কিটেকচারাল
ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
আপনার আমেরিকান স্বপ্নের বাড়ী কেনার আগে ইন্সপেকশন করিয়ে নিন। এছাড়াও আমরা নতুন বাড়ী ও পুরোন বাড়ী সংস্কারের প্ল্যান, ভায়োলেশন দূরীকরণ, বিল্ডিং পারমিট ও সার্টিফিকেট অফ অকুপেন্সির কাজ করে থাকি।
* রেসিডেন্সিয়াল * কমার্শিয়াল * ইন্ডাস্ট্রিয়াল * সিভিল
* মেকানিক্যাল * প্লাম্বিং * ইলেকট্রিক্যাল
অভিজ্ঞ লাইসেন্সধারী আর্কিটেক্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সব কাজ করা হয়।
SIDDIQUE ASSOCIATES, INC.
367 92nd street, Brooklyn, NY 11209
Tel: 718-748-3762, Fax: 718-748-0306

বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং চাকুরী লাভে সাহায্য করা, আমেরিকার মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করে তোলা, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজে সহযোগিতা ইত্যাদি বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের লক্ষ্যে আমেরিকায় বসবাসকারী প্রগতিশীল ব্যক্তি ও সমষ্টির সমন্বয়ে ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাসডী একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

বাসডীর কম্পিউটার স্কুল তারই অংশ বিশেষ।

নামমাত্র খরচে এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাসডীর কার্যক্রম ইতিমধ্যে প্রবাসী মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ ও সুনাম অর্জন করেছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা উচ্চ বেতনে চাকুরী লাভে সক্ষম হয়েছেন।

বাসডীর প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করুন।

BROAD OF DIRECTORS:

Quazi A. Haque, President
Krisna Mojumder, Secretary
Subrata Biswas, Treasurer
Farasat Ali
Kasem Ali
M. Nasir-ud-Duza
Dilwar Hossain
Dr. Md. Abdullah
Dr. Delwar Hussain

ADVISORS :

Dr. Waled Choudhury
Dr. Wadud Bhuiyan
Anisur Rahman, Ph. D.
K. Mushtaq Elahi, Ph. D.
M.E. Malik

INSTRUCTORS :

Jahangir Alam, M.S.
(Computer Science), IBM
Dilwar Hossain, M.S.
(Computer Science),
Citicorp
Musa Syed, M.S.
(Computer Science), MTA
Shamsul Huque, M.S.
(Computer Science), IBM
Sadrul Hasan. B.S.
(Computer Science)
Asif Khan, MBA
Nizam Mahmood, EEE
Jahurul Alam, B.S.

বাংলাদেশী সমাজ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (বাসডী)

BANGLADESHI SOCIAL & COMMUNITY DEVELOPMENT INSTITUTE (BSCDI)

(A NON-PROFIT ORGANIZATION)

68-18A Woodside Ave, Jackson Heights, NY 11377
Tel : (718) 426-2224

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা
নজরুল সম্মেলন
সফল হোক

জিন্দাবাজার ঢাকা গ্রোসারী

ZINDABAZAR DHAKA INC.

TEL (718) 956-1601 FAX; (718) 278-1845
34-12, 30th Ave. Astoria, NY 11103

FREE DELIVERY

GROCERY, HALAL MEAT, LIVE FISH, FRESH VEGETABLE,
FAX SERVICE, PHOTOCOY, PASSPORT PHOTO,
AUDIO, VIDEO, CD'S, SCHOOL SUPPLY

WE ACCEPT VISA, MASTER CARD

নজরুল সম্মেলন সফল হোক

Insurance

LIFE * AUTO * HOME * DENTAL

Children & Education Plan; RESP

Tax Saving Plan; RRSP

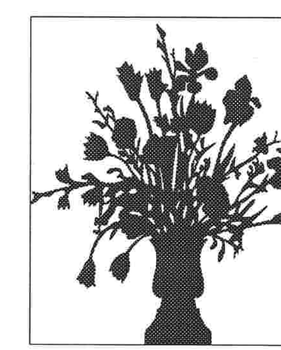

ABDUL JALIL

B.SC. (HONS) SC. RIBO, LUATC

Tel. (416) 410-8941 (Bus. & Cel.), Fax. (416) 691-5462
3092 Danforth Av, Suite 213
Toronto, Ontario M1l 1B1

উত্তরার কেন্দ্রস্থলে রাজউক অনুমোদিত

অত্যাধুনিক বিলাস বহুল ১৫ তলা বাণিজ্যিক ভবন ও

শপিং মল

সাইদ গ্রান্ড সেন্টার

- সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনড
- চার জোড়া এসক্যালেটর
- ক্যাপসুল লিফট
- দ্রুতগতির প্যাসেঞ্জার লিফট
- সার্বক্ষণিক জেনারেটর
- স্মোক ডিটেকটর
- সিসিটিভি
- তিনদিকে প্রশস্ত রাস্তা
- সুবিশাল বেসমেন্ট পার্কিং
- বিদেশী সুদৃশ্য টাইলস্ ও ফিটিংস

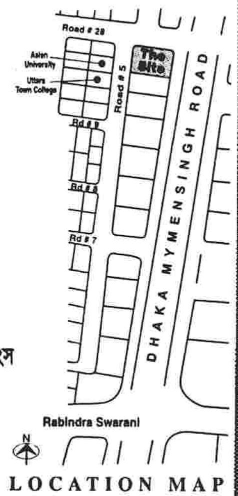

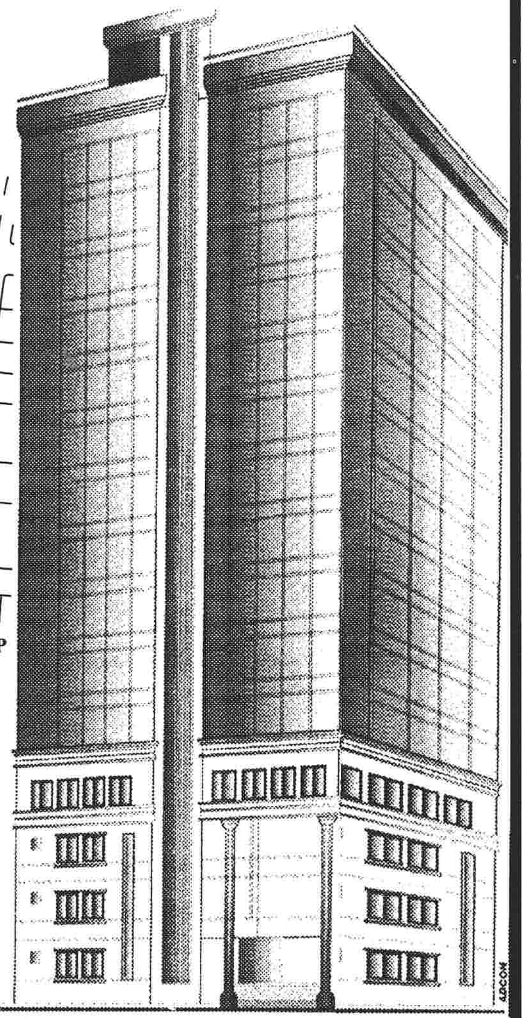

সাইদ গ্রান্ড সেন্টার

দোকান ও অফিস বরাদ্দ চলছে

যোগাযোগঃ
ঢাকা
সাইট অফিস, সাইদ গ্রান্ড সেন্টার
৮৯, উত্তরা বাণিজ্যিক এলাকা, সেক্টর ৭, ঢাকা

ডাঃ মোঃ সাইদুর রহমান এম,ডি (আমেরিকা)
বাড়ী# ৮, রোড# ৯, সেক্টর# ৩, উত্তরা, ঢাকা, ফোন ঃ ৮৯২২৪৩

স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন-কার্ড গ্রহণ
Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য
ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করা হয়।
সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে
Implant / Braces চিকিৎসা
আপনাদের সেবায়

DR. WALI KHAN
D.D.S.

WHITE PLAINS OFFICE
1221 Whiteplains Road
Suite # 106, Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-17 74 ST. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

বিসমিল্লাহির রাহমানুর রাহিম

পীয়ার ট্যাক্স এন্ড এক্সিকিউটিভ সার্ভিস
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICE

আমাদের এখানে যে সব সার্ভিস পাবেন:
- স্বল্প খরচে কম্পিউটারে ট্যাক্স প্রস্তুত করা হয়।
- দ্রুত রিফান্ড ও ইলেক্ট্রোনিক ফাইলিং করা হয়।
- রিফান্ড এনটিসিপেশন লোন (RAL) এর ব্যবস্থা করা হয়।
- রিটার্ন সরাসরি আপনার একাউন্টে জমার ব্যবস্থা করা হয়।
- রিটার্ন বেশী পাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।
- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় এবং (MORTGAGE)এর ব্যবস্থা করা হয়।
- কম্পিউটার টাইপিং সার্ভিস ও রিজিওমি প্রিপারেশন করা হয়।
- লেটার হেড, বিজনেস কার্ড, ফ্লাইয়ার, বিভিন্ন টাইপ সেটিং ইত্যাদি কম্পিউটারে ডিজাইন এবং প্রিন্টিং করা হয়।
- পাসপোর্ট, ইমিগ্রেশন এর জন্য ছবি তোলা হয়।

এ ছাড়াও সকল বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ দেয়া হয়।

যোগাযোগ : পীর মোহাম্মদ
LICENSED REAL ESTATE SALES REP & TAX CONSULTANT

কিউ গার্ডেন অফিস
116-29 Metropolitan Ave. Kew Gardens, NY 11418
Ph: (718-441-3921 / Fax: (718) 441-6334

জ্যাকসন হাইটস অফিস
37-18 73 Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 533-6581 / Beep: (917) 483-9360

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

নজরুল জন্মশতবর্ষে
আমাদের অভিনন্দন

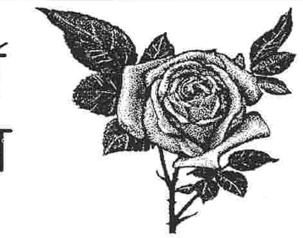

বাংলাদেশ বিমান, গালফ্ এয়ার, কেএলএম, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, কুয়েত এয়ার,
আমিরাত, পিআইএ, থাই ও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সসহ বাংলাদেশগামী
সকল এয়ারলাইন্সের টিকিট অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত দামে পেতে হলে

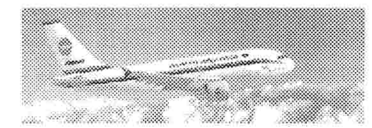

আজই যোগাযোগ করুন
জাফর ফেরদৌস

বাংলাদেশ ট্রাভেল
BANGLADESH TRAVEL

131 CHESTER AVE, BROOKLYN, NY 11218
Tel: 718-854-6278, Fax: 718-972-2880

নজরুল জন্মশতবর্ষে
আমাদের শুভেচ্ছা

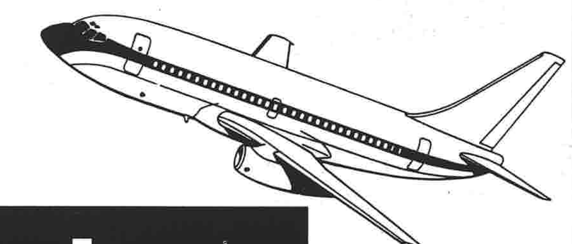

Suma Travels Inc.

 # 1 Agent of Air India in USA (1982-1996)
 # 1 Agent of Kuwatt Airways in USA (1994-1996)
 # 1 Agent of Gulf Air in NE USA (1995-96)

1123 Broadway, Suite 417 New York, NY 10010

যোগাযোগ ঃ শামীমা আহমেদ
ফোন ঃ 212-929-4900, ফ্যাক্স ঃ 212-NY 1- Suma
In emergency - Weekends and Eve Call:
212-722-3136 or 516-352-1680 or 201-343-3703

Start Your Career with Icon

Start Your Career with Icon

icon

ADVANCE TECHNOLOGIES, INC.

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহন করে নিজেকে আগামী শতাব্দীর জন্য কর্মপোযোগী করে তুলুন। আপনার আগ্রহ, পরিকল্পিত সময়, আর সাথে আমাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি – খুব অল্প সময়েই আপনার লক্ষ্যে পৌছুতে সহায়তা করবে।

35-20 Northern Blvd.,
Suite 200
Long Island City. NY 11101

Phone: (718) 392-8614
Fax: (718) 392-6837
E-mail: info@icon-i.com
http//www.icon-i.com

We Stand Behind The Service We Deliver........UNCONDITIONALLY

নজরুল জন্মশতবর্ষে আমাদের শুভেচ্ছা

আপনার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সুলভে কেনার জন্য আসুন
যমুনা গ্রোসারীতে

যমুনা গ্রোসারী

৮১-১৬, ব্রডওয়ে, নিউইয়র্ক
ফোন ঃ ৭১৮-৮৯৮-৬০৫৫

জ্যাকসন হাইটসের মুক্তধারায় সাদর আমন্ত্রণ

হুমায়ূন আহমেদের সকল নাটকের আমরাই উত্তর আমেরিকায় একমাত্র পরিবেশক। এছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত হুমায়ূন আহমেদের বই ইমা, অপেক্ষা, কালো যাদুকর, মেঘ বলেছে যাবো যাবো, রুমালী এবং হুমায়ূন আহমেদের নাটক ও বইয়ের সুদৃশ্য পৃথক ক্যাটালগের জন্য মুক্তধারায় যোগাযোগ করুন।

প্রবাসে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টি প্রসারই আমাদের লক্ষ্য

মুক্তধারা

বাংলা বই - অডিও - ভিডিও - সিডি’র বিশাল সমাহার

37-69, 74 St, (2nd Floor) Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-565-7258

FAMILY DENTAL CARE CENTER

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম   ডাঃ মোহাম্মদ হুসনে

ASTORIA Locations

23-08, 36 Avenue,
Astoria, New York
Tel : 718-433-0862
N train to 36 Ave. Station

33-17, 30th Avenue
Astoria, New York
Tel : 718-267-0500
N train to 30 Ave. Station

BRONX Location

1197 River Avenue,
Bronx, New York,
Tel : 718-681-0020
4 train to E 167 St. Station

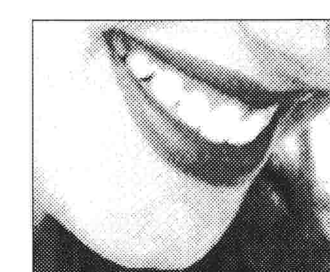

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের দুইটি ডেন্টাল অফিস।
আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার গ্রহণ করা হয়।

Congratulations

on the occasion of the
100th Birth Anniversary of our national poet
Kazi Nazrul Islam
the independent spirit of the

Daily Independent

will always be there with the spirit of our
beloved poet in the two-days-event in New York.

All the best for the occasion
from

The Daily Independent

Mahbubul Alam
Editor
The Independent
17, Dhanmondi, R.A Road No - 2
Dhaka 1205
Tel: 917-9938-42, Fax: 880-2-9127722
E-mail: ind@citechco.net

৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

এস্টোরিয়ার বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায়
একটি ব্যস্ততম বিপণী

ফাইভ এন্ড ফেমাস স্টোর

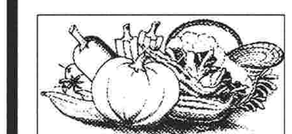

এখানে পাবেন হালাল মাংস,
মাছ, শাকসব্জি সহ যাবতীয় পণ্য।
এখানে সেল না চললেও আমাদের
পণ্য দামে কম, মানে ভালো।
অল্প মুনাফায় অধিক বিক্রয়ই
আমাদের উদ্দেশ্য

Five & Famous Store
33-19, 30th Avenue, Astoria, N.Y 11103
Phone : 718-728-5555 Fax: 718-726-2222

নজরুল জন্মশতবর্ষে
আমাদের অভিনন্দন

MTS
এমটিএস

সম্পূর্ণ কম্পিউটারের মাধ্যমে
- ❑ সিটিজেনশীপ
- ❑ স্পন্সরশীপ
- ❑ ফেমেলি পিটিশন
- ❑ এফিডেভিট অফ সাপোর্ট
- ❑ ইনকামট্যাক্স (সারা বছর)

অভিজ্ঞতাই আমাদের পুঁজি
37-13, 74th St. 2nd Fl. Jakson Heights, NY 11372
Tel : 718-205-1902, Fax : 718-205-1903
E-Mail : MTS. 74@ AOL. Com.

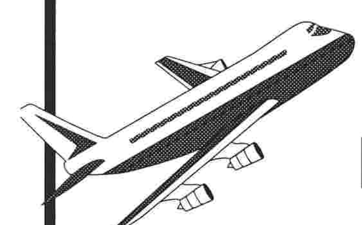

WORLD TRAVEL

COMPETETIVE & BETTER SERVICE IS OUR MOTTO

২৪ ঘন্টা সর্বাধুনিক কম্পিউটারের মাধ্যমে যাত্রী সেবার নিশ্চয়তা দিচ্ছে
**যে কোন ট্রেনে ম্যানহাটানের কেন্দ্রস্থল গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল থেকে মাত্র দেড় ব্লকের মধ্যে
কনস্যুলেট ভবনের নয় তলায় আপনাদেরই সেবায়**

ওয়ার্ল্ড ট্র্যাভেল

যোগাযোগ : তারিক মাহবুব

Please Call For More Information:
We Accept Major Credit Cards

**211 East 43rd St. (Bet. 2nd & 3rd Ave.)
Suite # 701
New York, NY 10007
Phone: 212-949-9292, Fax: 212-867-6881**

নজরুল জন্মশতবর্ষে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

অত্যন্ত অল্প সময়ে সফল বাঙালী এটর্নী

শেখ সেলিম

এটর্নী এট ল'

নিউইয়র্ক ষ্টেটের একটি সবচেয়ে পুরনো ল' ফার্ম

TRIAL COUNSELOR; SHAYNE, DACHS, STANISCI, CORKER & SAUER
এর সাথে যুক্ত হয়েছেন

এখন যেসব বিষয়ে সার্ভিস দেয়া হয়

Accident-Personal injury, Auto, Train, Bus, Taxi Slip & Fall, Building & Construction
Wrongful Death Medical Malpractice Defective Products insurance Law
NO FEE UNLESS WE WIN

Immigration

Asylum-Deportation-Exclusion
H,P,J,R Visas
Labor Certifications
Appeals and
ALL OTHER IMMIGRATION MATTERS
Real Estate & Business Law
Residential & Business Closings, Incorporation,
Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses
DIVORCE * BANKRUPTCY * CIVIL * CRIMINAL MATTERS
875 Ave of the Americas, Suite 1000 New York, NY 10001
(Corner of 6th Ave. & 31st Street)

Tel: 212-564-1619 Fax: 212-564-3158

Call For Appointment

নজরুল জন্মশতবর্ষে
আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন

CITY CELL INC.

* Free Digital Phone
* Free Analog Phone
* Free Voice Mail
* Free Caller ID
* Free Call Waiting
* Free Call Forwarding
* Free Leather Case
* Free Car Charger

CITY CELL INC.

Office Hour: Mon-Fri, 10am-8PM, Sat 10am-6Pm, Sun 10am-5pm

WOODSIDE
64-17 Broadway
Woodside, NY 11372
Phone: 718-429-7878
Cell: 917-861-3222

JAMAICA
175-41D Hillside Ave
Jamaica Estates, NY
Phone: 718-526-6979

JACKSON HEIGHT
78-14 Roosevelt Ave
Jackson Heights, NY
Jackson Plaza Mall
Phone: 718-651-8466
Fax: 718-651-8428

Internet : w w w. banglanet. Com / Citycell.ntm

নজরুল জন্মশতবর্ষে নিপুণা'র
প্রাণঢালা অভিনন্দন

নিপুণা ফ্যাশন

ফ্যাশনের ভুবনে একধাপ এগিয়ে

সর্বশেষ ডিজাইনের বাংলাদেশী / ভারতীয় শাড়ীর বিপুল সমাহার।

বাংলাদেশী জামদানী / টাঙ্গাইল সিল্ক ও গ্রামীণ সুতি প্রিন্ট ও রাজশাহী সিল্কের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে, আমাদের মন কাড়া ডিজাইনের শাড়ী / সালোয়ার-কামিজ / লেহেঙ্গা ও পাঞ্জাবী থেকে আপনার পছন্দেরটি খুঁজে নিন।

এছাড়া সর্বপ্রকার টেইলারিংয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে।
পোশাকের সাথে মানানসই অলংকারও পাওয়া যায়।

৩৭-৪৯, ৭৪ ষ্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন : ৭১৮-৮৯৯-৯৪১২

স্বনির্ভর কমিউনিটি প্রতিষ্ঠায় আমরা বহুমুখী সেবায় নিয়োজিত

ফটো তোলা, ফটোকপি, টাইপ, ট্র্যান্সলেশন, নোটারী পাবলিক করা হয়।

মানি অর্ডার, লাগেজ রুল্‌স, ব্যাগেজ রুল্‌স, সিটিজেনশীপের প্রশ্নোত্তর, টিএলসি'র ফরম, ইমিগ্রেশনের সকল ফরম পাওয়া যায়।

পবিত্র কোরান শরীফ সহ ধর্মীয় বইপত্র ও ধর্মীয় জিনিষপত্র, নামের, রান্নার, ইংরেজী শিক্ষা, নামাজ শিক্ষা, হজ্বের, গল্পের, গানের, গ্রামার, ডিকশেনারী, বাংলা কম্পুটার শিক্ষার বিভিন্ন বই, ডাইরী, ক্যাসেট, ম্যাপ, লুঙ্গিসহ বাংলাদেশী পোষাক, জিনিষপত্র, সকল বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা পাওয়া যায়।

ডাকযোগে আমরা অডার্র সরবরাহ করে থাকি। উন্নতমানের সেবাই আমাদের লক্ষ্য।

BANGLADESH CENTER

211 E. 43rd Street, Suite # 705, New York, NY 10017

Tel: 212-986-4141, 212-986-2408, 718-726-8623, Fax : 212-986-2355

আপনাদের সেবাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য

বাংলাদেশ বিমানসহ অন্যান্য বিদেশী এয়ারলাইন্স এবং আইএটিএ অনুমোদিত ট্র্যাভেল এজেন্সী আপনাদের ভ্রমণ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও নির্ঝঞ্ঝাট ট্র্যাভেল এজেন্সী।

বিমান, গালফ, আমিরাতসহ সকল এয়ারলাইন্সের এবং অভ্যন্তরীণ টিকেট বিক্রয় করা হয়।

পবিত্র হজ্ব ও ওমরা হজ্বের বিশেষ অবস্থা আছে। নিয়ম কানুন জানতে পারেন। এহরামের কাপড় ও হজ্বের বই পাওয়া যায়।

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

SUNRISE TRAVELS

211 E. 43rd Street, Suite # 705, New York, NY 10017
Tel: 212-986-4141, 212-986-2408, 718-726-8623,
Fax : 212-986-2355

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও
৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'৯৯

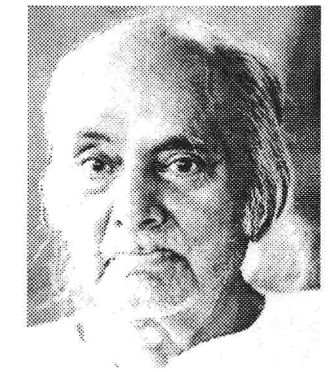

সাম্যের কবি দারিদ্রকে জয় করা সাধনায়
কলম ও কণ্ঠের বলিষ্ঠ উচ্চারণে
উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার
বিষবাষ্পের বেলুনটা ফুটো করেছিলেন।

বিপার সম্মেলন হোক নজরুলমানদন্ডে বিকৃত
সকল সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বিরুদ্ধে
সোচ্চার প্রতিবাদ
সেই প্রতিবাদী মিছিলে আমরাও আছি-

নতুন
প্রবাসী
একবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্র

211 E 43rd Street, Suite#508, NY, NY 10017
Tel.:(212) 808-4444, Fax:(212) 808-4469
e mail: probashi@mindspring.com

Queens Dental Care

28-55, 34th St. (2nd Floor), Astoria, NY 11103
(At the corner of 30th Ave & 34th St.)
Phone : 718-204-0672

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

DR. M. M. ABDUR ROB D. D. S.

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ীর সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি

BRONX OFFICE

780 E. Tremont Ave, Bronx, NY 10460
Tel : 718-731-6176

আমরা মেডিকেইড, ইন্স্যুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহণ করি
অফিস সময় : সোম থেকে শনি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা।
রোববার এপয়েনমেন্ট নিতে হবে। বিনামূল্যে পরামর্শ দেয়া হয়।

আই.জি.আই

ট্যাক্স রিটার্ণ সার্ভিস

১৫ এপ্রিল, শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে, দ্রুত আপনার ট্যাক্স ফাইল করে ভীড় এড়ানোর চেষ্টা করুন। স্বাগতম।

মুনিরুল ইসলাম / নাঈম চৌধুরী / শাকিব কোরেশী

37-38-73 St., 1st. Floor.
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-426-4433. Fax: 718-639-5787

৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন সফল হোক

সাপ্তাহিক গনবাংলা
WEEKLY GANOBANGLA গণমানুষের কণ্ঠস্বর

The Ganobangla
Editor
Ataur Rahman Shamim
80-20 Broadway Suite # 2J
Elmhurst, NY 11373
Phone & Fax: 718-424-1825

বাঙালি পরিবারের
সকলের জন্য
নির্ভরযোগ্য ডেন্টিষ্ট

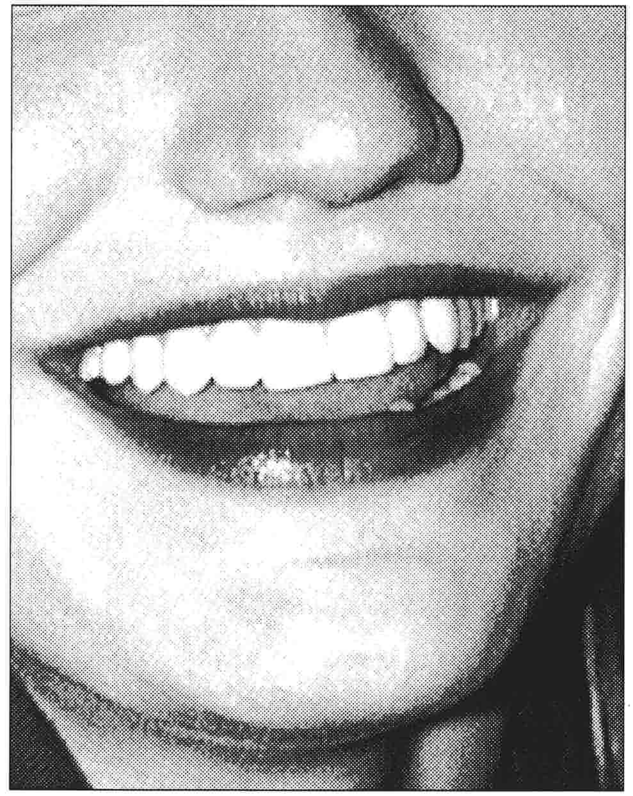

Md. WADUD BHUYAN *D. D. S.*

DENTAL SURGEON

89-50, 164th St., Suite 2A, Citibank Building, 2nd Fl.
Jamaica, New York, NY 11432
Tel: 718-658-4050
We Accept all Card & Insurance Plan

নজরুল জন্মশতবার্ষিকীতে সম্মেলনের সাফল্য কামনায়

সৃজনী

এস্টোরিয়ার সৃজনীতে আপনাকে সাদর আমন্ত্রন জানানো হচ্ছে। এখানে রয়েছে রকমারী বাংলা বই, সিডি, অডিও-ভিডিও।

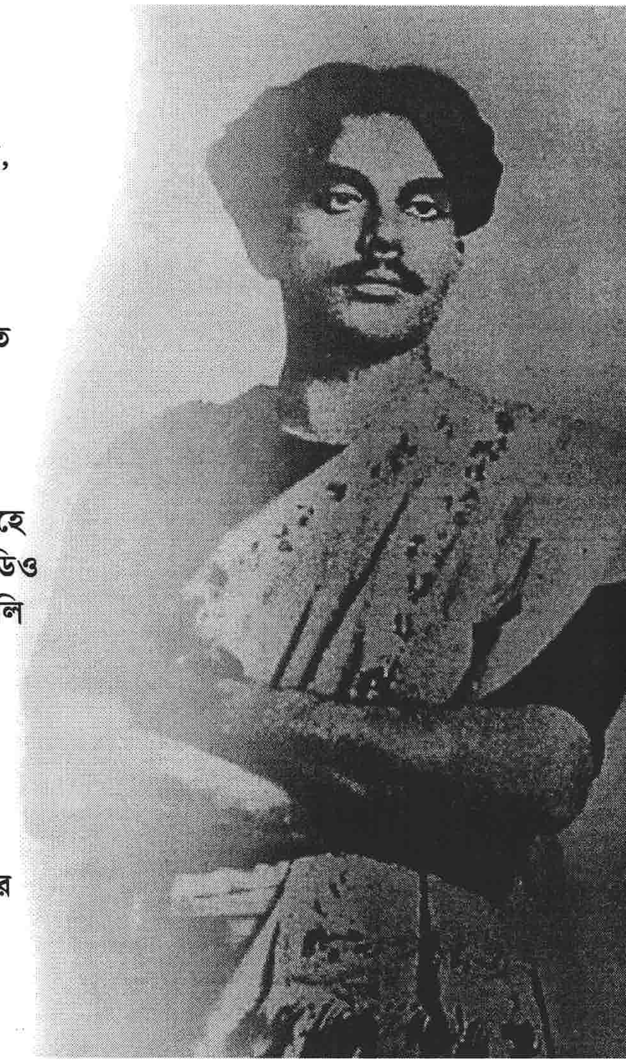

'৯৯'র বই মেলায় প্রকাশিত হুমায়ূন আহমেদ. ইমদাদুল হক মিলন, হুমায়ুন আজাদ সহ বাংলাদেশের ও ভারতের প্রখ্যাত প্রায় সকল লেখকের বই পাওয়া যাবে আমাদের কাছে।

ঝকঝকে প্রিন্টের ভিডিও ক্যাসেটে বিটিভি ও এটিএন থেকে প্রচারিত সকল প্রকার প্যাকেজ ও ধারাবাহিক নাটক পেতে হলে আমাদের কাছে আসুন।

হুমায়ূন আহমেদের সবগুলি ধারাবাহিক টিভি নাটক আমাদের সংগ্রহে রয়েছে। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত প্রায় সকল ছায়াছবির সুন্দর ভিডিও রয়েছে আমাদের ষ্টোরে। উত্তম–সুচিত্রা অভিনীত দূর্লভ ছায়াছবিগুলি দেখতে চাইলে আমাদের কাছে আসুন।

এছাড়াও বাংলাদেশ ও ভারতের অসংখ্য পুরানো/নুতন ছায়াছবি আমাদের সংগ্রহে রয়েছে।

উত্তর আমেরিকা ও কানাডার যে কোনো শহর থেকে মেইল অর্ডারে আপনি এসব সামগ্রী পেতে পারেন।

সৃজনী: প্রবাসে আপনার প্রত্যাশার সমাবেশ

যোগাযোগ: সিরাজুল ইসলাম (সিরাজুল)

সৃজনী
28-53, 34th Street
Astoria, NY 11103
Tel/Fax: (718) 932-0055

Design: Graphix Media (718) 779-9268

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী ও

ষষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনে

আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

The Ganges Branch

Phone : 718-257-7400

MetLife®

রূপসী বাংলা

টিভি দেখুন, প্রতি সপ্তাহে বাংলাদেশ ঘুরে আসুন

রূপসী বাংলা নিউইর্য়ক সিটির পাঁচ বোরো ছাড়াও ট্রাইষ্টেটের অনেক এলাকায়ই এখন ভালভাবে দেখা যায়। অবশ্য এর জন্য টিভির সাথে এন্টেনা সংযোজন থাকতে হবে। যাদের ক্যাবেল আছে তাদের এন্টেনা লাগবে, এ ব্যাপারে বিনা মূল্যে সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন। প্রতি রোববার দুপুর ১২টায় চ্যানেল ৩৯ এবং রাত সাড়ে আটটায় চ্যানেল ৩৫ ও ৫৪-এ আপনি দেখতে পারেন রূপসী বাংলা টিভি।

বাংলাদেশের ও প্রবাসের সর্বশেষ খবর জানতে এবং
দেশের চলমান ঘটনাবলীর ভিডিও দেখতে রূপসী বাংলা দেখুন।

অনুসন্ধানের জন্য : মোঃ আনিসুজ্জামান খোকন

ফোন : ৭১৮-৬৫৯-০৪৩৭, ফ্যাক্স : ৭১৮-৩২২-৬৩৫৪

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের বিকল্প নেই

নিউইয়র্কে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়

আমরা একমাত্র বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ

Weekly Parichoy
37-14, 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel.: 718-457-1469 Fax: 718-458-3484
E Mail: parichoy@pipeline.com

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
The Weekly Bangladesh

নজরুল জন্মশত বার্ষিকী
সফল হোক

A News Paper Dedicated to Facilitate Transition into the Main Stream While Maintaining Bangladeshi Culture & Heritage

- সাপ্তাহিক বাংলাদেশ মানেই প্রবাসে এক টুকরো স্বদেশ
- সাপ্তাহিক বাংলাদেশ মানেই প্রবাসে দেশ ও জাতিসত্ত্বার পরিচিতি
- সাপ্তাহিক বাংলাদেশ মানেই স্বদেশ ও প্রবাসের সেতুবন্ধন

রুচিশীল, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পেতে হলে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পড়ুন

সাপ্তাহিক বাংলাদেশে লিখুন ও আপনার পণ্যের বিজ্ঞাপন দিন

পাঠক সেবাই আমাদের লক্ষ্য

THE WEEKLY BANGLADESH
85-59, 168 Street, Jamaica, NY-11432.
Ph.718-523-6299, Fax: 718-523-2620.
E-mail: weeklybangladesh@mindspring.com

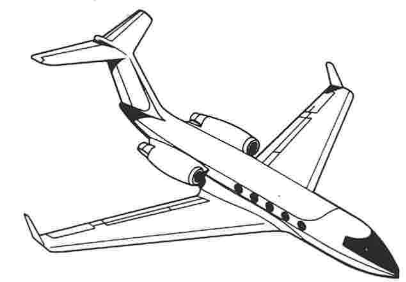

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে
আমাদের প্রাণঢালা
অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

ওয়ার্লড ওয়াইড ট্রাভেলস
শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে যোগাযোগ ব্যবস্থা পেয়েছে তীব্র গতি
আর সেই গতির সাথে সমতা রেখে আমরাও সংহত করেছি আমাদের সেবা।

- গত কয়েক বছরের মতো এবারও আমরা বাংলাদেশ বিমানের সর্বাধিক টিকেট বিক্রেতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি।
- আন্তর্জাতিক এবং ডোমেষ্টিক রুটে বাংলাদেশ বিমান ছাড়াও এমিরাটসহ আমরা যে কোন এয়ারলাইন্সের টিকেট বিক্রি করি।
- উত্তর আমেরিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয়, বিশ্বস্ত এবং সর্ববৃহৎ বাঙালী মালিকানাধীন ট্রাভেল এজেন্সি
- পর পর তিন বছর বাংলাদেশ বিমানের সর্বাধিক টিকেট বিক্রেতা ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮

Special Offer
NYC- Dhaka $ 527 One Way
NYC - Dhaka $ 810 Round Trip
Taxes Not Included

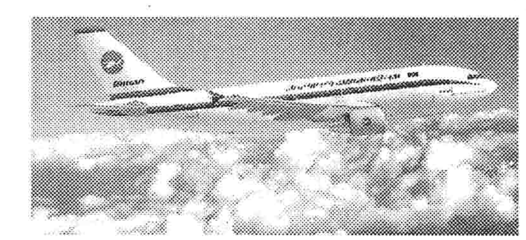

WORLD WIDE TRAVELS
1170 Broadway, Suit # 200, New York, NY 10001
Tel: (212) 779-8000 Fax: (212) 683-3925
E-mail; wwtvr@ aol. com

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও স্বদেশে-বিদেশে কিংবা এদেশে আনন্দময় ভ্রমণের জন্য আমাদের সেবা নিন।

নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী ও ৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন সফল হোক

বাংলাদেশের বাইরে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র

সাপ্তাহিক

ঠিকানা

ভয় নাহি, নাহি ভয়!
মিথ্যা হইবে ক্ষয়!
সত্য লভিবে জয়!

পড়ুন, লিখুন ও বিজ্ঞাপন দিন
11-35 45 Ave., LIC, New York 11101
Tel: 718-472-0700 Fax: 718-361-5356

নজরুল জন্মশত বার্ষিকী

ও

৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন '৯৯

২৯-৩০ মে

স্থান: লং আইল্যান্ড সিটি হাই স্কুল

১৪-৩০ ব্রডওয়ে, নিউইয়র্ক ১১১০৬

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী
100th Birth Anniversary of Poet Nazrul

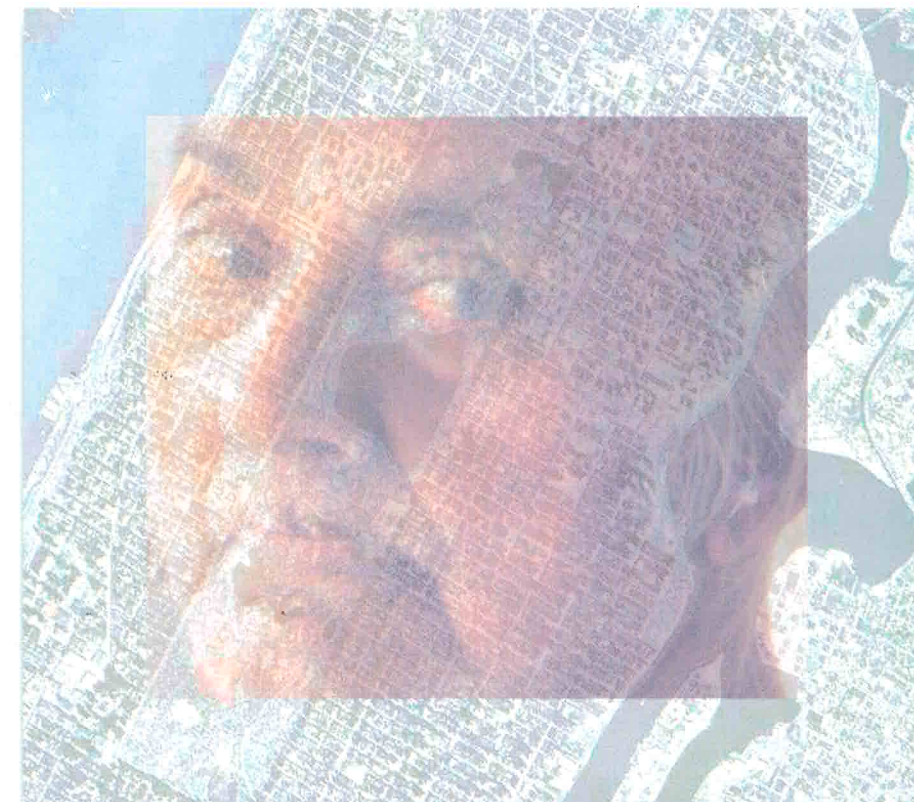

6th North America Nazrul Conference

May 29 & 30 1999
New York

BIPA

নজরুল জন্মশতবার্ষিকী

100th Birth Anniversary of Poet Nazrul

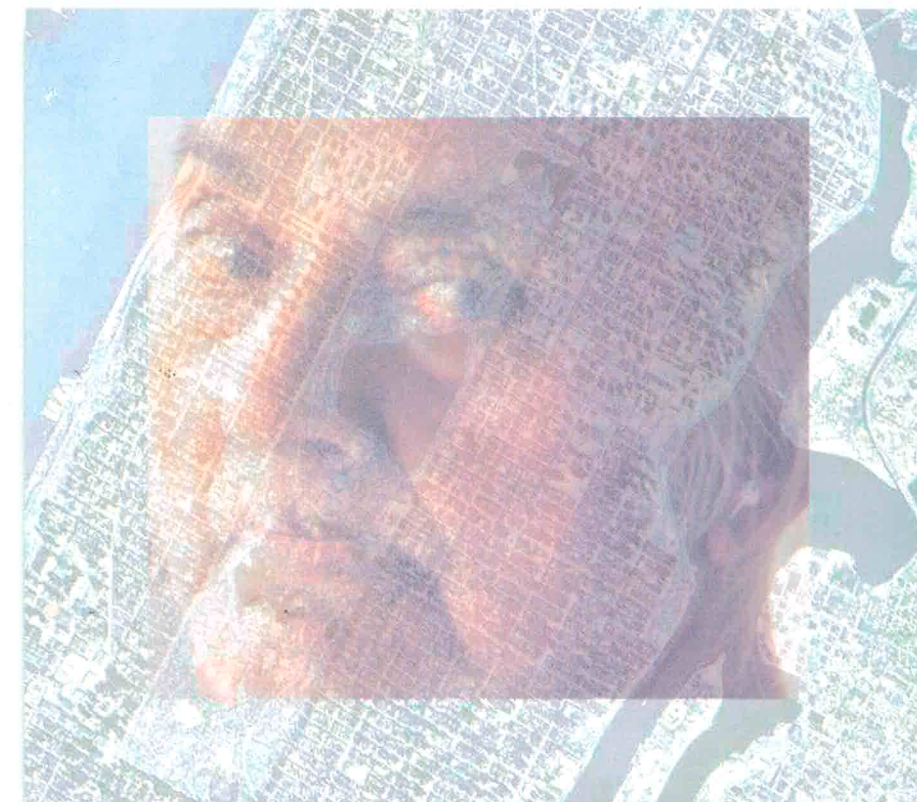

6th North America Nazrul Conference

May 29 & 30 1999
New York

BIPA